
আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
ডিসেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২৩ঈসায়ী

****



সূচিপত্র

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 5
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 7
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 12
২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 14
২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 17
২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 20
২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 24
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 27
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 30
২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 33
২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 37
২০শে ডিসেম্বর, ২০২৩..... 40
১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩ 43
১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 45
১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 47
১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 49
১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 50
১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 51
১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 53
১২ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 57
১১ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 60
১০ই ডিসেম্বর, ২০২৩..... 66
০৯ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 71
০৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 73
০৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 75
০৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 80
০৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩ 83

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৩ 91
০৩রা ডিসেম্বর, ২০২৩ 98
০২রা ডিসেম্বর, ২০২৩ 99
০১লা ডিসেম্বর, ২০২৩ 102

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩

আল-কাস্‌সাম ব্রিগেডের অভিযান|| মুজাহিদদের আক্রমণে জায়নিস্ট দখলদারদের সামরিক যান ও আস্তানা ধ্বংস

https://alfirdaws.org/2023/12/31/65905/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৩

• ইউএনআরডব্লিউএ বলেছে, গাজার ৪০% ফিলিস্তিনি দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

• গাজায় বোমা হামলার পাশাপাশি দখলদার ইসরায়েল সিরিয়ার আলেপ্পো এবং দক্ষিণ লেবাননেও বিমান হামলা করেছে।

• সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু বলেছে, গাজা-মিশর সীমান্ত ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত!

• সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, জায়োনিস্টদের বোমা হামলায় গাজার ৭০% বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে।

• জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রম সংস্থা জানিয়েছে, গত কিছুদিনে ১ লাখ ফিলিস্তিনি গাজার সর্ব দক্ষিণের রাফাহ এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছেন।

• যুক্তরাষ্ট্র এক মাসে দ্বিতীয়বারের ‘জরুরি’ অস্ত্র বিক্রি করায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ দিয়েছে সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু।

• ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত অন্তত ২১,৬৭২ জন ফিলিস্তিনি।

• ৩০শে ডিসেম্বর দখলদার জায়োনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

• বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে দখলদার বাহিনীর ১৫টি মারকাভা ট্যাংক ও ২টি এপিসি আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।
• আল-বুরেইজ ক্যাম্পে ইয়াসিন-১০৫ গোলা দিয়ে জায়োনিস্ট সৈন্যভর্তি একটি এপিসি ধ্বংস করেছেন।
• আল-বুরেইজ ক্যাম্পের উত্তরে একটি মারকাভা ট্যাংকে টার্গেট করে ‘শোওয়াজ’ নামে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত করেছেন।

• গাজা শহরের শেখ রেদওয়ান এলাকায় দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এতে ২০ এর অধিক জায়োনিস্ট সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

- খান ইউনিসে ইসরায়েলি সামরিক যান ও সৈন্যদের উপর মর্টার হামলা চালিয়েছেন।
- খান ইউনিসে একটি সুরক্ষিত ভবনে অবস্থান নেওয়া দখলদার সৈন্যদের উপর বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত করা হয়েছে।

- শেখ আজলিন এলাকায় টিবিজি দিয়ে একটি ভবনে থাকা দখলদার বাহিনীর উপর হামলা চালানো হয়েছে।
- শেখ আজলিনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এম৯৯ স্নাইপার রাইফেল দিয়ে এক জায়োনিস্ট সৈন্যকে টার্গেট করা হয়েছে।
- রাফাহ এর পূর্বে দখলদার বাহিনীর সৈন্য ও সামরিক যানের উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।
- শেখ আজলিন এলাকায় দখলদার বাহিনীর দুটি সামরিক জিপকে বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে টার্গেট করা হয়েছে এবং দখলদার সৈন্যদের সাথে মেশিনগান ব্যবহার করা যুদ্ধ করা হয়েছে। এতে শত্রুসেনারা হতাহতের শিকার হয়েছে।
- মর্টার দিয়ে খোজাআর পূর্বাঞ্চলে দখলদার সামরিক কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে।
- আল-তুফফাহ ও আল-দারাজ এলাকায় একটি ভবনে অবস্থান নেওয়া দখলদার বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে।

আল-কুদস ব্রিগেড:

- আল-তুফফাহ ও আল-দারাজ এলাকায় ২টি মারকাভা ট্যাংক ও ১টি এপিসি ধ্বংস করেছেন।
- খান ইউনিসের বনী সুহাইলা এলাকায় দখলদার বাহিনীর উপর ৬০মিমি মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছেন।
- আল-বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে একটি সামরিক যান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন।
- খান ইউনিসের স্ট্রিট ৫ এর আশপাশে, আবসান এলাকায়, রাফাহ এবং দেইর আল-বালাহতে দখলদার বাহিনীর অবস্থানে ৬০ মিমি মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছেন।

আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড:

- খান ইউনিসের কেন্দ্রে আরপিজি দিয়ে দখলদার বাহিনীর সামরিক যানে হামলা চালিয়েছেন।
- আল-বুরেইজ ক্যাম্পের পূর্বে তানদেম রকেট দিয়ে একটি এপিসির উপর আক্রমণ করেছেন।

শহীদ উমার আল-কাসেম বাহিনী:

- খান ইউনিসের কেন্দ্রে দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এতে শত্রুসেনারা নিহত ও আহত হয়েছে।
- খুজাআতে দখলদার বাহিনীর সামরিক যানে কয়েকটি মর্টার দিয়ে সরাসরি আঘাত হেনেছেন।

নাসের সালাহ আল-দ্বীন বিগ্রেড:

- খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর একটি মারকাভা ট্যাংকে তানদেম রকেট দিয়ে সরাসরি আঘাত হেনেছেন।

আল-আকসা শহীদি ব্রিগেড:

- খান ইউনিস ও আল-তুফফাহ এলাকায় শত্রুদের একটি ডি৯-বুলডোজার এবং একটি মারকাভা ট্যাংকে তানদেম ও আরপিজি ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন।

- খুজাআর পূর্বে দখলদার সৈন্যদের উপর ১২০মিমি ক্যালিবার মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।

৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৩

গাজায় নিহতের সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়াল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়েছে। আহতের সংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পরে এবং অন্যান্য উপায়ে এখনো নিখোঁজ রয়েছে আরও ৮ হাজার ফিলিস্তিনি।

গত ২৭ ডিসেম্বর বুধবার ছিল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ৮২তম দিন। এদিন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতাহতের নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। তথ্য মতে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২১ হাজার ১১০ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় ৫৫ হাজার ২৪৩ জন। আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। সূত্রমতে, এখন পর্যন্ত নিহত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার ৮০০। আর নিহত নারীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার ৩০০ জন। এছাড়া নিহতদের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ১১১ জন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী। প্রায় ৪০ জন নিরাপত্তা রক্ষী এবং শতাধিক সাংবাদিক। নির্বিচার হামলায় গাজায় ৩৫২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১১৫টি মসজিদ ও তিনটি গির্জা ধ্বংস হয়েছে। ২৩টি হাসপাতাল ও ৫৩টি মেডিকেল সেন্টার অকেজো হয়ে গেছে।

অন্যদিকে ইসরায়েলি হামলায় সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৯৫ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানা গেছে, সেসময় আহত হয়েছেন প্রায় ৩২৫ জন। গাজায় মুসলিমদের ওপর এমন গণহত্যা সারা পৃথিবীর সম্মুখেই চলছে। সন্ত্রাসী ইসরায়েল হামলা বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Israel-Hamas war updates: Death toll nears 21,000 in Gaza - http://tinyurl.com/yjsbm52d

2. Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker - http://tinyurl.com/mr2mpd75

সামরিক ঘাঁটি ও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিল আশ-শাবাব: একদিনে হতাহত অন্তত ৩৮ শত্রুসেনা

সোমালিয়ার আরও একটি এলাকা ও সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা খ্যাত আশ-শাবাব। ঐ এলাকায় হারাকাতুশ শাবাবের অভিযানে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সোমালি বাহিনীর ২৫ শত্রু সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, গত ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ জোহর সোমালিয়ার মধ্য শাবেলি রাজ্যের আদআদী এলাকায় একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে উক্ত অপারেশনটি পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অভিযানটি প্রথমে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে শুরু হলেও, এটি পরবর্তী কিছু সময়ের মধ্যে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলমান থাকে। ফলে শত্রু বাহিনীর অন্তত ১৬ সদস্য নিহত হয় এবং ৯ সদস্য আহত হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে সামরিক ঘাঁটি ও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

শত্রু বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও পলায়নের পর শাবাব মুজাহিদিন সামরিক ঘাঁটি সহ গোটা আদআদী এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেই সাথে ঘাঁটি থেকে ৪টি বিকা, বেশ কিছু আরপিজি এবং ক্লাশিনকোভ সহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র গনিমত হিসাবে উদ্ধার করেন।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুতে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের রক্ষীদের লক্ষ্য করে সফল বোমা বিস্ফোরণও ঘটান মুজাহিদগণ। এতে ৫ সৈন্য নিহত এবং অন্য ২ সৈন্য আহত হয়।

রাজধানীর আফগোয়ী শহরেও এদিন একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ৬ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা যায়।

একই দিনে, শাবেলি রাজ্যের ক্যারিউলি শহরে দখলদার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও ভারী আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। এতে উগান্ডান বাহিনীতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

সিরিয়ায় মুজাহিদদের অভিযানে অন্তত ১৩ নুসাইরি সৈন্য নিহত

সিরিয়ার জাবালুল-আকরাদ ও আলেপ্পো সিটিতে সাম্প্রতিক সময়ে আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদগণ ৮টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে অন্তত ১৩ নুসাইরি সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আল-আনসার মিডিয়া সূত্র জানা যায়, প্রতিরোধ বাহিনী "জামা'আত আনসার আল-ইসলাম" এর মুজাহিদগণ গত ১২ ডিসেম্বর সকালে জাবালুল-আকরাদ অঞ্চলে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। অভিযানটি শির সাহাব পাহাড়ে কুখ্যাত নুসাইরি শাসনের মিলিশিয়া বাহিনীর একটি অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল।

আনসার আল-ইসলামের পরিচালিত ঐ অভিযানে নুসাইরি শিয়া বাহিনীর একজন কমান্ডার সহ ৫ সদস্য নিহত হয় এবং আরও ২ সদস্য আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে শত্রু বাহিনীর সবগুলো অস্ত্র জব্দ করেন।

https://files.fm/thumb_show.php?i=butvwhgy7f

সফল এই অভিযানটি ছাড়াও চলতি ডিসেম্বর মাসে জাবালুল-আকরাদ ও আলেপ্পো অঞ্চলে ৫টি স্নাইপার হামলা সহ অন্তত ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছে প্রতিরোধ বাহিনীটি। এতে আরও ৬ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয় এবং অনেক সৈন্য আহত হয়।

মুজাহিদদের প্রতিরোধের মুখে ৩ হেলিকপ্টারসহ আরও ১৯টি সামরিক যান ধ্বংস জায়োনিস্ট বাহিনীর

গাজায় জায়োনিস্ট ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক আগ্রাসনের ৮৩তম দিনেও তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এদিন ২৪ ঘন্টায় জায়োনিস্ট বাহিনীর অন্তত ১৯টি সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে, হতাহত হয়েছে বহু জায়নবাদী সৈন্য।

কাসসাম ব্রিগেডের তথ্যমতে, গত ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, গাজার শহরের আত-তুফাহ এবং আদ-দারাজ এলাকায় জায়োনিস্ট বাহিনীর সাথে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধারা আল ইয়াসিন-১০৫ শেল এবং শাওয়াজ বোমা দিয়ে জায়োনিস্টদের ৭টি সাঁজোয়া যানকে লক্ষ্যবস্তু করেছেন। ফলে এসব যানে থাকা সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়েছে।

এমনিভাবে মধ্য গাজার বুরেজ ক্যাম্পেও এদিন তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। এলাকাটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ইয়াসিন-১০৫ শেল দিয়ে জায়োনিস্ট বাহিনীর একটি সামরিক যান ও একটি বুলডোজার ধ্বংস করতে সক্ষম হন। একইভাবে শাওয়াজ বোমার সাহায্যে অন্য আরো একটি ট্যাংককে লক্ষ্যবস্তু করেন।

এদিন মধ্য গাজার আল-মাগাজি ক্যাম্পেও ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা আল ইয়াসিন-১০৫ শেলের আঘাতে জায়োনিস্টদের একটি ট্যাংক ধ্বংস করেছেন। সেই সাথে একটি ভবনে ইহুদিদের অবস্থান লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর ক্যাম্পের পূর্ব দিকে ইহুদি বাহিনীর একটি চৌকি লক্ষ্য করে মর্টার শেল দিয়ে আঘাত করে সম্পূর্ণ চৌকিটি ধ্বংস করে দেন মুজাহিদগণ। ক্যাম্পটিতে মুজাহিদদের এসকল অভিযানে বহু জায়োনিস্ট সৈন্য হতাহত হয় বলেও ধারণা করা হয়।

অপরদিকে গাজার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব তাল্লাত ও আর-রায়িস এলাকায় জায়োনিস্ট ইসরায়েলের দুটি সেনাদলকে উড়িয়ে দিয়েছেন মুজাহিদগণ। এলাকাটিতে জড়ো হওয়া জায়োনিস্ট বাহিনীর ঐ দু'টি দলকে আল-কাসসামের যোদ্ধারা ভারী ক্যালিবারের মর্টার শেল দিয়ে আঘাত করেন। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ জায়োনিস্ট সৈন্য হতাহত হয় এবং অন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এদিন জায়োনিস্ট বাহিনী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে সর্বাধিক সংখ্যক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে গাজা উপত্যকার দক্ষিণে, খান ইউনুস শহরের আশপাশের এলাকাগুলোতে। শহরটির বিভিন্ন এলাকায় জায়োনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে ১১টি অভিযান পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের এসব অভিযানে জায়োনিস্ট বাহিনীর মার্কাভা ট্যাংক সহ অন্তত ৮টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে সক্ষম হন। সেই সাথে অনুপ্রবেশকারী একটি দল সহ জায়োনিস্ট বাহিনীর জড়ো হওয়া ৩টি দলকে মর্টার ও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেন। একইভাবে শত্রু সৈন্যদের যানবাহন রাখার কয়েকটি কেন্দ্রও এদিন মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন।

অপরদিকে বৃহস্পতিবার আল-জাজিরায় প্রকাশিত এক অডিও বিবৃতিতে কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ (হাফি.) জানান, প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ২ দিনে জায়োনিস্ট বাহিনীর ৩টি হেলিকপ্টারকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সাথে তাঁরা জায়োনিস্ট বাহিনীর নিক্ষেপ করা অবিস্ফোরিত বোমা ও গোলাবারুদকে সক্রিয় করছেন, আর সেগুলো দিয়ে জায়োনিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে গুরত্বপূর্ণ অনেক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের জনগণ অচীরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং এই আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসবে (ইনশাআল্লাহ)। কেননা ইতিমধ্যে "তুফানুল-আকসা" অপারেশন ইহুদিবাদী সত্ত্বাকে ধ্বংসের পথে বসিয়েছে। এসময় তিনি বরকতময় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুজাহিদ ও দৃঢ়তার সাথে এখনো গাজায় দাড়িয়ে থাকা জনগণকে স্যালুট জানান।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩

• স্বীকৃত একটি পথে সহায়তা নিয়ে যাওয়ার সময় একটি সহায়তাকারী কনভয়ে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। জাতিসংঘের সহায়তা কার্যক্রমের প্রধান মার্টিন গ্রিফফিথস বলেছে, ‘মানবিক সহায়তাকারী কর্মীদের উপর হামলা চালানো বেআইনী।’

• জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জায়োনিস্ট প্রতিনিধি শপথ করেছে যে, যদি দখলীকৃত ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলে হিজবুল্লাহর আক্রমণ চলতে থাকে, তবে জায়োনিস্ট বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর উপর ‘পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ’ শুরু করবে।

• নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনের দূত বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল গাজার মানুষদেরকে মৃত্যু অথবা গাজা ছেড়ে চলে যাওয়া – এই দুটি অপশনের যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেছিল।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় এখন পর্যন্ত ২১,৫০৭ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

• ২৯শে ডিসেম্বর দখলদার বাহিনীর উপর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চালানো হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

• আল-বুরেইজ ক্যাম্পের উত্তরে দখলদার বাহিনীর বেশকিছু সামরিক যান ও জায়োনিস্ট সৈন্যদের লক্ষ্য করে ৪টি ব্যারেল বোমা এবং একটি অ্যান্টি পার্সনেল 'টেলিভিশন' বোমা বিস্ফোরিত করেছেন মুজাহিদগণ। • বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ২টি মারকাভা ট্যাংক ও ১টি সামরিক ডি৯-বুলডোজার ধ্বংস করেছেন।
• আল-বুরেইজ ক্যাম্পের উত্তরে একটি ভবনের ভেতরে অবস্থান নেওয়া দখলদার বিশেষ বাহিনীর উপর হামলা করেছেন। কাছাকাছি অবস্থান থেকে যুদ্ধ করার পাশাপাশি শত্রুদের উপর বোমা বিস্ফোরিত করেছেন মুজাহিদগণ। এতে কতিপয় শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে।

• বেইত হানুনে দখলদার বাহিনীর একটি স্কাইলার্ক-২ গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করেছেন। ভিডিও-ও প্রকাশিত করেছেন সেটির।

• খান ইউনিসের দখলদার বাহিনীর সামরিক যান ও সৈন্যদের লক্ষ্য করে মর্টার হামলা চালিয়েছেন।
• এক ভবনে অবস্থান নেওয়া দখলদার বাহিনীর একটি দলকে অ্যান্টি-পার্সনেল বিস্ফোরক ডিভাইস ও টিবিজি দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। এতে বহু সংখ্যক দখলদার সৈন্য হতাহত হয়েছে।
• গত ৪৮ ঘণ্টায় কেবল আল-দারাজ ও আল-তুফফাহ এলাকায় ২০টি জায়োনিস্ট গাড়িকে টার্গেট করে হামলা চালাতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ। এখন পর্যন্ত ঐ এলাকায় দখলদার বাহিনীল ৭২টি গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে।
• আল-কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর ৫০২ অফিসার ও সৈন্যকে নিহত করেছেন তাঁরা। আহত হয়েছে ২,১৮৩-এর বেশি জায়োনিস্ট সৈন্য।

আল-কুদস ব্রিগেড:

• খান ইউনিসের পূর্বে আবাসন এলাকায় দখলদার বাহিনীর উপর ৬০মিমি মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।
• আল-বুরেইজ ক্যাম্পে আরপিজি দিয়ে একটি জায়োনিস্ট সামরিক যানকে টার্গেট করা হয়েছে।

শহীদ উমার আল-কাসেম বাহিনী:

• খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, দখলদার বাহিনীর গাড়িতে বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত করেছেন। এতে শত্রুসৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

• বুরেইজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক জায়োনিস্ট সৈন্যের উপর স্নাইপার হামলা চালানো হয়েছে। এতে ঐ সৈন্য আহত হয়েছে।

আল-আকসা শহীদি ব্রিগেড:

• খান ইউনিসে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার দিয়ে দখলদার বাহিনীর যান ও সৈন্যের উপর হামলা চালানো হয়েছে।
• খান ইউনিসে ৮ সদস্যের জায়োনিস্ট বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছে। এতে শত্রুসেনারা হতাহত হয়েছে।
• আল-বুরেইজ ক্যাম্পের উত্তরে দখলদার বাহিনীল সাথে আরপিজি ও তীব্র বুলেট দিয়ে যুদ্ধ হয়েছে।

শহীদ জিহাদ জিবরিল ব্রিগেড:

• বুরেইজের পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী দখলদার বাহিনীর উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।

মুজাহিদিন ব্রিগেড:

• মধ্যমমানের মর্টার দিয়ে আল-কারারা এলাকায় জায়োনিস্ট বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালানো হয়েছে।

আল-নাসের সালাহ আল-দ্বীন ব্রিগেড:

• বুরেইজ ক্যাম্পের উত্তরে দখলদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শত্রুসেনাদের মধ্যে সুনিশ্চিত হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

• রাফাহ শহরের কুয়েতি হাসপাতালের কাছে একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এতে অন্তত ২০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আল-জাজিরার একজন কর্মী সেখানে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি বলেন, নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

• গাজার অন্যান্য এলাকাতেও হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এর মধ্যে মাগাঝি এবং আয-যাওয়ায়দা এলাকাতেও হামলা চালিয়েছে তারা।

• মিশরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিষয়ক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে কায়রোতে গেছেন হামাসের একদল প্রতিনিধি।

• পূর্ব জেরুজালেমের একটি চেকপয়েন্টে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় একজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। জায়োনিস্ট বাহিনী বলেছে, ঐ ফিলিস্তিনি ছুরি নিয়ে দখলদারদের উপর হামলা করেছিলেন। এতে দুই দখলদার আহত হয়েছে।

• সিরিয়ান সরকারি টেলিভিশন জানিয়েছে, দামেস্কে হামলা করেছে ইসরায়েল। এই হামলা সিরিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে সিরিয়ান সামরিক ও গোয়েন্দা সূত্র।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২১৩২০ জন ফিলিস্তিনি।

• ২৮শে ডিসেম্বর দখলদার বাহিনীর উপর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চালানো হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

• গাজাজুড়ে দখলদার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তাদের ৮টি সামরিক যান, ৮টি মারকাভা ট্যাংক ও ১টি সামরিক ডি৯-বুলডোজার ধ্বংস করেছেন।

• আল-মাগাঝি ক্যাম্পে দখলদার বাহিনীর একটি মারকাভা ট্যাংকে ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে হামলা করেছেন। শত্রুদের অবস্থানে মর্টার দিয়েও হামলা চালিয়েছেন তাঁরা।

• গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর সামরিক যান ও অবস্থানে মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

• খান ইউনিসের খাজা এলাকায় অনুপ্রবেশকারী দখলদার বাহিনীর উপর সফলভাবে একটি অ্যান্টি পার্সনেল 'রাদিয়া' বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত করেছেন। এতে দখলদার সেনারা হতাহত হয়েছে।

• তাল আল-রাইস এলাকায় দখলদার বাহিনীর উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

• খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর একটি এপিসি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

• খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর আরেকটি মারকাভা ট্যাংক সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। ট্যাংকটি আগুনে জ্বলছিল।

• গাজার উত্তরাঞ্চলের আয-যায়তুন এলাকায় দখলদার বাহিনীর একটি 'স্কাইলার্ক-২' ড্রোন ভূপাতিত করেছেন। ড্রোনটি গোয়েন্দা মিশন নিয়ে এসেছিল গাজায়।

আল-কুদস ব্রিগেড:

• বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে দখলদার বাহিনীর দুটি সামরিক যান ধ্বংস করেছেন।

• আল-বুরেইজ ক্যাম্পের তালকাদুম এলাকায় দখলদার বাহিনীর সৈন্য ও সামরিক যানের উপর মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

• যায়তুনের আবু উরুবান এলাকায় দখলদার বাহিনীর একটি কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টারে রকেট হামলা চালিয়েছেন।

• খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর অবস্থান ও সামরিক যানে রকেট হামলা চালিয়েছেন।

শহীদ আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড:

• খান ইউনিসে দখলদার বাহিনী স্ট্রিট ৫-এ একটি ভবনের ভেতরে অবস্থান করছিল। তাদেরকে লক্ষ্য করে আরপিজি দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রুরা হতাহতের শিকার হয়েছে।

• খান ইউনিস ও স্ট্রিট ৫-এর আশপাশে শত্রুসেনাদের উপর মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

শহীদ উমার আল-কাসেম বাহিনী:

- খান ইউনিসে অনুপ্রবেশকারী জায়োনিস্টদের সামরিক যান লক্ষ্য করে ভারী মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

আল-আকসা শহীদী ব্রিগেড:

- খান ইউনিস এলাকায় দখলদার বাহিনীর উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার হামলা চালিয়েছেন।
- খান ইউনিসের আল-বালাদ এলাকায় আরপিজি দিয়ে দখলদার বাহিনীর দুটি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।
- আল-তুফফাহ এলাকায় দখলদার বাহিনীর সাথে মেশিনগান ও আরপিজি নিয়ে লড়াই করেছেন।

২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম আফ্রিকার ৩ দেশে জেএনআইএমের ৩০ অভিযান

পশ্চিম আফ্রিকায় সামরিক অপারেশন জোরদার করে চলেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। গত জুমাদাল উলা মাসে এই অঞ্চলের ৩টি দেশে অন্তত ৩০টি অভিযান পরিচালনার তথ্য নিশ্চিত করেছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা সংশ্লিষ্ট জামাত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা।

মিডিয়াটির তথ্য অনুযায়ী, ঐ মাসে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, বুরকিনা ফাসো ও নাইজারে অন্তত ৩০টি অভিযান চালিয়েছে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এর মধ্যে ২টি ইস্তেশহাদী অভিযান, ৬টি অ্যাম্বুশ এবং ৬টি অতর্কিত আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ১৬টি আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনাও রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসকল সফল অভিযানের সময় শত্রু বাহিনীর অন্তত ১৭০ সেনা নিহত হয়েছে। সেই সাথে আহত হয়েছে ২০০ এরও বেশি শত্রুসেনা। আর মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে ৫ সেনা সদস্য। এছাড়াও শত্রু বাহিনীর অন্তত ৩৫টি বিভিন্ন সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেছেন।

অপরদিকে প্রতিরোধ যোদ্ধারা বেশ কিছু আরপিজি এবং মর্টার সহ অন্তত ২৬৩টি বিভিন্ন অস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন। গনিমত হিসেবে আরো পেয়েছেন ২২টি সাঁজোয়া যান ও ৩২টিরও বেশি মোটরসাইকেল।

আল-ফিরদাউস বুলেটিন || ডিসেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/12/28/65869/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

• ২৭ ডিসেম্বরে মধ্য গাজায় হামলা চালিয়ে নুসেইরাত ক্যাম্পে অন্তত ৭জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে আল-আমাল হাসপাতালের কাছে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। আল-মাগাঝিতে বিমান হামলা চালিয়ে আরও ৫জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে জায়োনিস্ট বাহিনী।

• ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি খান ইউনিস ও মধ্য গাজা ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

• জাতিসংঘ বলেছে, সন্ত্রাসী ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার কারণে গাজায় সহায়তা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

• ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২১,২২৬ জন ফিলিস্তিনি।

• ২৭শে ডিসেম্বর দখলদার বাহিনীর উপর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চালানো হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

- জাবালিয়ার পুরাতন গাজা স্ট্রিটের একটি ভবনে অবস্থান নিয়েছিল জায়োনিস্ট বাহিনী। মুজাহিদগণ তাদের উপর প্রথমবারের মতো আরপিও রকেট ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রুবাহিনীর সন্ত্রাসী সৈন্যরা নিহত ও আহত হয়েছে।

- গাজা শহরের উত্তরে সোফা এলাকায় গত রাতে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬ ঘণ্টাব্যাপী লড়াই করেছেন মুজাহিদগণ। এই যুদ্ধে মেশিনগান, ইয়াসিন ১০৫, অ্যান্টি আর্মার 'শোয়াজ' বিস্ফোরক ডিভাইস, এবং টিবিজি ব্যবহার করেছেন মুজাহিদগণ।

- গাজা শহরের উত্তরাঞ্চলে বিমান বিধ্বংসী মিসাইল SAM-18 ব্যবহার করে দখলদার বাহিনীর ২টি হেলিকপ্টারে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

- বিভিন্ন জায়গায় শত্রুদের ৪টি মারকাভা ট্যাংক, একটি এপিসি, ৫টি সামরিক ডি৯- বুলডোজার এবং ৭টি সামরিক যান আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস করেছেন। এসব হামলায় অগণিত শত্রুসেনারাও হতাহত হয়েছে।
- খান ইউনিসের উত্তরে শত্রুশিবিরে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।

আল-কুদস ব্রিগেড:

- নাহাল ওজে দখলদারদের উপর ১০৭মিমি রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।
- মধ্য গাজার বুরেইজ ক্যাম্পের পূর্বে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে শত্রুদের একটি মারকাভা ট্যাংক পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

- গাজা শহরে উড়ন্ত একটি জায়োনিস্ট 'স্কাই রেসিং-নং ৫২' ড্রোন ভূপাতিত করেছেন।
- তুফফাহ ও শেখ রেদওয়ান এলাকায় শত্রুদের ৩টি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন। দুটি যান ধ্বংসে ব্যবহার করা হয়েছে আরপিজি এবং আরেকটিতে ট্যান্ডেম রকেট।
- খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর ১০ সদস্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এতে এক শত্রুসেনা নিহত ও আরেকজন আহত হয়েছে।

শহীদ আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড:

- শেখ রেদওয়ান এলাকায় আরপিজি ব্যবহার করে একটি মারকাভা ট্যাংকে হামলা করেছেন।
- বুরেইজ ক্যাম্প ও শেখ রেদওয়ান এলাকায় প্রবেশের সময় দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

শহীদ উমার আল-কাসেম বাহিনী:

- খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর একটি সামরিক যানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রুদের কতিপয় সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

- শেখ রেদওয়ানের মার্কেট এলাকায় অনুপ্রবেশ করা দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এতে শত্রুসেনাদের কতিপয় হতাহত হয়েছে।

- গাজার দক্ষিণাঞ্চলের জুহর আল-দিকে জায়োনিস্ট বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

আল-আকসা শহীদি ব্রিগেড:

- খান ইউনিসে এক জায়োনিস্ট সেনাকে স্নাইপার হামলার শিকার বানিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।
- খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় দখলদার বাহিনীর ৪টি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।
- খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মেশিনগান ও আরপিজি দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এতে বেশকিছু শত্রুসেনা আহত ও নিহত হয়েছে।

শহীদ জিহাদ জিবরীল ব্রিগেড:

- খান ইউনিস, গাজা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে এবং আল-বুরেইজের পূর্বাঞ্চলে দখলদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

আল-আসিফাহ বাহিনী (পিএলও-এর সাথে সম্পৃক্ত দল)

- খান ইউনিসের আল-জানা এলাকায় দখলদার বাহিনীর অবস্থানে ৬০মিমি ক্যালিবার মর্টার হামলা চালিয়েছে।

মুজাহিদিন ব্রিগেড:

- গাজা শহরে অনুপ্রবেশকারী দখলদার বাহিনীর সাথে কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।
- খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলের আল-ফারাহিন দখলদার অবস্থানে ভারী মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৩

আরও ৪৮ ইসরায়েলি সেনা নিহত, ধ্বংস ৩৫ সামরিক যান

গাজা উপত্যকায় গত চারদিনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪৮ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। গাজার মুজাহিদদের আক্রমণে ট্যাংকসহ দখলদার বাহিনীর কমপক্ষে ৩৫টি সামরিক যান আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জাদিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গত চারদিনে অন্তত ২৪টি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদরা, এতে অন্তত ৪৮ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। এসময় আহত হয়েছে আরও বহু দখলদার সেনা।

তিনি আরও জানান, মুহাজিদদের পাতা ফাঁদে পড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসরায়েলের ইয়াহালোম স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স। কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদরা স্থলমাইন পেতে এবং ছয়টি স্নাইপার অভিযান চালিয়েও বহু ইসরাইলি সেনাকে হতাহত করেছেন, ধ্বংস করেছেন বেশ কিছু সামরিক যান। এসময়ে মুজাহিদরা ইসরায়েলের কয়েকটি সেনা দপ্তর, কমান্ড সেন্টার এবং কনসেনট্রেশন পয়েন্টে মর্টার ও স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন।

এদিকে গত কয়েক দিনে ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে কয়েক দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদরা।

এছাড়াও মুজাহিদদের বরাতে বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে, ২৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ৭৪০টি ইসরাইলি ট্যাংক ও সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে। মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় যদিও ৫০০ শতাধিক ইসরায়েলি সেনা নিহতের তথ্য এসেছে, তবে মুজাহিদিন ব্রিগেডগুলোর নানান তথ্যপ্রমাণ ও বিবৃতি যাচাই করলেই বুঝা যায় যে, ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

গত ২৪ ডিসেম্বর হামাস নেতা ইয়াহইয়া আল সিনওয়ার দাবি করেছেন যে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদদের হাতে এখন পর্যন্ত দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর ১,৬৬০ সদস্য নিহত হওয়া সহ মোট ৫ হাজারের অধিক সেনা ও অফিসার হতাহত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Israel-Hamas war: List of key events, day 80 - http://tinyurl.com/37tmmvka

2. Abu Obeida, the spokesman for Hamas's military wing, the Qassam Brigades, claims fighters killed at least 48 Israeli soldiers over the last four days - http://tinyurl.com/yc6xdb56

3. War on Gaza: Hamas leader Sinwar says its fighters are 'smashing' Israeli army, will not surrender - http://tinyurl.com/2t9776cc

4. Israeli army says mistakenly killed 2 soldiers in Gaza last month - http://tinyurl.com/32b5t65h

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

• পশ্চিম তীরের তুলকারেমে নূর শামস শরণার্থী শিবিরে দখলদার বাহিনীর ড্রোন হামলায় ৬জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• উত্তর গাজায় নিহত হওয়া ৮০ ফিলিস্তিনির লাশ ফেরত দিয়েছে ইসরায়েল। গাজা সরকারী মিডিয়া অফিস জানিয়েছে যে, লাশগুলো থেকে বিভিন্ন অঙ্গ চুরি করে নেয়া হয়েছে। এমনকি সন্ত্রাসী ইসরায়েল তাদের ব্যাপারে কোন তথ্যই দিতে রাজি হয় নি। গাজাতে আসার পর লাশগুলোকে গণকবরে কবর দেওয়া হয়েছে।

• ফিলিস্তিনি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি পালটেল জানিয়েছে, গাজায় আবারও সকল টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে।

• জাতিসংঘের গাজায় বিষয়ক সাবেক সমন্বয়ক লিন হাস্টিংয়ের ভিসা প্রত্যাহার করেছে ইসরায়েল। সহায়তা কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করায় তিনি ইসরায়েলের সমালোচনা করেছিলেন। এজন্য ইসরায়েল তার ভিসা প্রত্যাহার করে। এখন গাজাতে সহায়তা কার্যক্রমের সিনিয়র সহযোগী হিসেবে সিগরিদ কাগকে নিয়োগ দিয়েছে জাতিসংঘ। সিগরিদ ছিলেন নেদারল্যান্ডের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী।

• গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বিমান বাহিনী ১০০ অবস্থানে হামলা করেছে। সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু বলেছে, ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধের তীব্রতা কমাবে না। তারা এখন দক্ষিণ গাজায় গভীর অপারেশন চালাবে!

• ইসরায়েলি বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হারজি হালেভি বলেছে, গাজা যুদ্ধ ‘অনেক মাস’ চলবে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন ২০,৯১৫ জন ফিলিস্তিনি।

• ২৬শে ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি জোটের বিরুদ্ধে চালানো অভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী:

- বাণিজ্যিক এমএসসি ইউনাইটেড জাহাজের উপর অ্যান্টি-শিপ ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা
- উম্মুল রাশরাশ (এইলাত) এলাকায় দখলদার বাহিনীর সামরিক সম্পদের উপর সুইসাইড ড্রোন দিয়ে হামলা

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

- গাজায় তিনটি মারকাভা ট্যাংক, ১টি সামরিক ডি৯-বুলডোজার, এবং ১টি এপিসি (আংশিকভাবে) ধ্বংস করেছেন।
- আল-বুরেইজ ক্যাম্পে একদল জায়োনিস্ট সৈন্যসহ একটি এপিসিতে হামলা চালিয়েছেন। হতাহতের শিকার হয়েছে শত্রুবাহিনী। জায়োনিস্ট বাহিনীকে উদ্ধারে একটি সামরিক হেলিকপ্টার এসেছে সেখানে।
- আল-বুরেইজ ক্যাম্পে ৮ সদস্যের জায়োনিস্ট বাহিনীর উপর বিস্ফোরক হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রুবাহিনী হতাহত হয়েছে।

আল-কুদস ব্রিগেড:

- আল-কাসসাম ব্রিগেডের সাথে একটি যৌথ অভিযানে অংশ নিয়ে জাবালিয়া এলাকায় ৫টি সামরিক যানে হামলা চালিয়েছেন।
- জুহর আল-দিকে শত্রু অবস্থানে মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

- শেখ রেদওয়ান এলাকায় আরপিজি দিয়ে দখলদার বাহিনীর ২টি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।
- খান ইউনিসের আবাসান এলাকায় শত্রু অবস্থানে ৬০ মিমি ক্যালিবার মর্টার হামলা চালিয়েছেন।

শহীদ আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড:

- রাফাহতে দখলদার বাহিনীর অবস্থানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।

শহীদ উমার আল-কাসেম বাহিনী:

- খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর সাথে লড়াই করেছেন। আরবিজি গোলা ব্যবহার করে হামলা করেছেন শত্রুদের উপর। এতে দখলদার বাহিনী হতাহতের শিকার হয়েছে।

- বুরেইজে দখলদার বাহিনীর গাড়ি রাখার স্থানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।

আল-আকসা শহীদি ব্রিগেড:

- বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে দখলদার বাহিনীর ৫টি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করেছেন।
- কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর সাথে মেশিনগান ও আরপিজি দিয়ে লড়াই করেছেন।
- খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলে দখলদার বাহিনীর উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মর্টার নিক্ষেপ করেছেন।
- বিরকেত শেখ রেদওয়ান এলাকার কাছে একটি বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিল দখলদার বাহিনী। সেই বাড়িতে

দুর্গবিরোধী রকেট ও আরপিজি দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-আকসা ব্রিগেডের যোদ্ধারা। এতে শত্রুবাহিনী হতাহতের শিকার হয়েছে।

- গত দুই দিনে খান ইউনিসের উত্তরাঞ্চলে দখলদার বাহিনীর কতিপয় সামরিক যানে আরপিজি দিয়ে সরাসরি আঘাত হেনেছেন আল-আকসা ব্রিগেডের যোদ্ধারা।

- জাবালিয়া ক্যাম্পে দখলদার বাহিনীর সাথে বুলেট ও আরপিজি ব্যবহার করে লড়াই করেছেন।

২৬শে ডিসেম্বর, ২০২৩

ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২৪ ঘণ্টায় নিহত ২৫০ ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫০০ জন। এর মধ্যে মাগাজি শরণার্থী শিবিরেই নিহত হয়েছেন ১০০ জনেরও বেশি মানুষ।

মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বরাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, গাজায় গেলো ২৪ ঘণ্টায় শরণার্থী শিবিরসহ একাধিক স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী। এর মধ্যে গাজার খান ইউনিস, বুরেইজ এবং নুসেইরাতেও বহু মানুষ নিহত হয়েছে। মাগাজি শরণার্থী শিবিরের একটি আবাসিক চত্বরে ইসরায়েলি হামলায় সাত ফিলিস্তিনি পরিবারের সবাই নিহত হয়েছেন।

টানা ৮০ দিনেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বরোচিত বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। সেখানে প্রতিদিনই শত শত মুসলিম হতাহত হচ্ছেন। হামলায় গাজার আবাসিক ভবনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে।

চলমান এ আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০,৬৭৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আহত হয়েছেন অন্তত ৫৪,৫৩৬ জন ফিলিস্তিনি। এছাড়াও ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন আরও ৮ হাজারের বেশি।

এদিকে, দখলদার ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নেতানিয়াহু মূলত গাজাকে ফিলিস্তিনিমুক্ত করতে চায়। এরপর সমগ্র ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠা করতে চায় দাজ্জালি সাম্রাজ্য। নেতানিয়াহুর এমন চক্রান্তকে হাস্যকর আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস।

একদিকে পশ্চিমা বিশ্ব সর্বশক্তি দিয়ে ইসরায়েলকে আগ্রাসন চালিয়ে যেতে সাহায্য করে যাচ্ছে, অন্যদিকে আবার কথিত কিছু আরব নেতা দখলদার ইসরায়েলের সুবিধার্থে আরব ভূখণ্ড হয়ে স্থলপথে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে বাণিজ্য সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

আর গাজার মুজাহিদরা স্বল্প সামর্থ্য দিয়েই মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বীর বিক্রমে।

তথ্যসূত্র:

1. Israel intensifies Gaza strikes, killing 250 Palestinians in 24 hours - http://tinyurl.com/4ufmx6dw

2. Gaza's Maghazi refugee camp in ruins after deadly Israeli attack - http://tinyurl.com/3uptwz2t

---

দখলদার ভারতীয় সেনাদের নির্যাতনে নিহত তিন কাশ্মীরি মুসলিম

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে তিনজন কাশ্মীরি মুসলিমকে অমানবিক নির্যাতন করতে দেখা গেছে দখলদার ভারতীয় বাহিনীকে। এমনকি নির্যাতনের তীব্রতা সইতে না পেরে প্রাণ হারায় এই তিন কাশ্মীরি মুসলিম।

ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে দেখা গেছে, এক কাশ্মীরি যুবককে হানাদার বাহিনীর একজন প্লাস্টিকের একটি বেত দিয়ে অনবরত মারধর করে যাচ্ছে, আর সেই কাশ্মীরি অনুনয় করে তাকে ছেড়ে দিতে বলছেন। ঐ ভিডিওরই অন্য আরেক ফুটেজে দেখা গেছে, দখলদার সেনারা আহতদের নিতম্বে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিচ্ছে।

https://twitter.com/doamuslims/status/1738579415678812259

গত বৃহস্পতিবার ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের হামলার প্রেক্ষিতে এই তিন কাশ্মীরি মুসলিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যায় ভারতীয় দখলদার বাহিনী। নিহতরা হলেন- কাশ্মীরের বুফলিয়াজের তোপা পীর গ্রামের সাফের হোসেন (৪৩), মোহাম্মদ শওকত (২৭) ও শাবির আহমাদ (৩২) ।

২০১৯ সালে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পর থেকে সেখানকার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছে বিশ্ববাসী। সেখানে ভারতীয় বাহিনীর নির্মমতার অতি সামান্যই কেবল প্রকাশ হয় জনসম্মুখে।

তথ্যসূত্র:

1. Three #Kashmiri Muslims Tortured And Killed By Indian Occupation Forces - http://tinyurl.com/4sfnjfyp

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

• সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলায় ইরানের উচ্চপদস্থ সামরিক জেনারেল নিহত হয়েছে।

• দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী দখলীকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

• দখলদার ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। নেতানিয়াহু মূলত গাজাকে ফিলিস্তিনিমুক্ত করতে চায়। এরপর সমগ্র ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠা করতে চায় দাজ্জালি সাম্রাজ্য। নেতানিয়াহুর এমন চক্রান্তকে হাস্যকর আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস।

• গাজায় জায়োনিস্ট বাহিনীকে 'বিপদে ফেলার জন্য' এক ইসরায়েলি কমান্ডারকে বহিষ্কার করেছে ইসরায়েল!

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২০,৬৭৪ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি।

• ২৫শে ডিসেম্বরে দখলদার বাহিনীর উপর হামলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আল-কাসসাম ব্রিগেড:

- খান ইউনিসের উত্তর ও পূর্বে শত্রুদের জটলায় মর্টার হামলা

- ১টি জায়োনিস্ট এপিসি ও ২টি সামরিক ডি৯-বুলডোজার আংশিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে

- খান ইউনিসের পূর্বে আগ্রাসন চালাতে আসা দখলদার বাহিনীর উপর হ্যাভি ক্যালিবার মর্টার হামলা।

- দখলীকৃত ফিলিস্তিনের উত্তরের গালিলীতে লিমান সামরিক ঘাঁটিতে দক্ষিণ লেবানন থেকে রকেট হামলা।

- খান ইউনিসের খাজা এলাকায় একটি ভবনে প্রবেশের সময় একদল বিশেষ জায়োনিস্ট বাহিনীকে টার্গেট করে অ্যান্টি-পার্সনেল মাইন বিস্ফোরণ করা হয়েছে।

- খান ইউনিসের পূর্বে একটি ভবনে অবস্থান নেওয়া দখলদার বাহিনীর উপর ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে হামলা। শত্রুবাহিনী হতাহতের শিকার হয়েছে।

- উত্তর গাজার জাবালিয়া আল-বালাদ এলাকায় একটি ভবনের ভেতরে অবস্থান নিয়েছিল ৪০ সদস্যের বিশেষ জায়োনিস্ট বাহিনী। তাদেরকে লক্ষ্য করে টিবিজি হামলা চালানো হয়েছে। এতে শত্রুবাহিনী হতাহতের শিকার হয়েছে।

আল-কুদস ব্রিগেড:

- জুহর আল-দিকে জায়োনিস্ট সামরিক যানে মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।
- খান ইউনিসের স্ট্রিট ৫-এ এবং আল-জালাল মসজিদের পাশের শত্রুশিবিরে কয়েকবার ৬০মিমি মর্টার হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়াও উত্তর গাজার ইরেজ সাইট এবং গাজার দক্ষিণ-পশ্চিমে শত্রুশিবিরে মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।

- জায়তুন এলাকায় শত্রুশিবিরে ১০৭ মিমি রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করা হয়েছে।
- ১টি মারকাভা ট্যাংক ও ৩টি সামরিক যান আংশিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

শহীদ উমর আল-কাসেম বাহিনী:

- আল-বুরেইজ ক্যাম্পে দখলদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ, শত্রুসেনা ও সামরিক যান লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানো। এতে কতিপয় শত্রুসেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

- খান ইউনিসের আল-কারারা ও দেইর আল-বালাহে দখলদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়েছে।

- রাফাহতে জায়োনিস্টদের সামরিক যানে হেভি-ক্যালিবার মর্টার হামলা চালানো হয়েছে।

- শেখ রেদওয়ানে একটি জায়োনিস্ট সামরিক যানে আরপিজি দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। আরপিজি সরাসরি সামরিক যানে আঘাত হেনেছে।

মুজাহিদিন ব্রিগেড:

- তাল আল-হাওয়াতে জায়োনিস্ট স্পেশাল ফোর্স একটি ভবনে অবস্থান নিয়েছিল। মুজাহিদিন ব্রিগেড সেই ভবনে অ্যান্টি পার্সনেল বিস্ফোরক ব্যবহার করে হামলা চালান। এতে শত্রুবাহিনী হতাহত হয়েছে।

- উত্তর গাজায় অনুপ্রবেশের সময় জাবালিয়া ও ইয়ারমুকে শত্রুসেনা ও সামরিক যানে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন ব্রিগেড। রকেটও ব্যবহার করা হয়েছে এই হামলায়।

- ইয়ারমুকে একটি জায়োনিস্ট ইভু ম্যাক্স ৪টি কুয়াডকপ্টার ড্রোন ভূপাতিত করেছেন। ভিডিও-ও প্রকাশ করেছেন হামলার।

শহীদ আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড:

- খান ইউনিসের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে দখলদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেডের যোদ্ধারা।

২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৩

সালং মহাসড়ক পুন:নির্মান, ইমারতে ইসলামিয়ার সমৃদ্ধির অঙ্গীকার

গত ২০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন এবং গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে একটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি এমন একটি প্রকল্প যা আফগানিস্তানের জনগনের, বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বপ্ন ছিল।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সম্মানিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সালং মহাসড়কটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা করা হয়। আর এখন এটি জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। এই রাস্তাটি আফগানিস্তানের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে সংযোগস্থাপনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন সংযোগ হিসেবে কাজ করবে। রাস্তাটি গাড়িঘোড়ার স্বাভাবিক চলাচল বজায় রাখবে এবং আমদানি-রপ্তানি সহ স্থানীয়ভাবেও পণ্য পরিবহণ ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ আনয়ন করবে।

দুই বছরের যাত্রায়, ইসলামি ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান রাস্তা ও বাঁধ নির্মান ও পুনর্নির্মাণে অসংখ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অতীতের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আর্থ-সামাজিক ক্ষতিসমূহ পূরণ করা, আর অতীতে সুযোগ থাকা সত্বেও কখনো করা হয়নি। ইসলামী ইমারাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে জাতি ও দেশের চাহিদা পূরণে রাস্তা নির্মান, বাঁধ নির্মান এবং মহাসড়ক মেরামত করার কাজগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেছে ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান সরকার। অর্থনীতি বিষয়ক উপ-প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন মন্ত্রনালয় বিশেষভাবে গনপূর্ত মন্ত্রনালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এসকল ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী উদ্যেগ গ্রহন করা হয়।

সালাং মহাসড়কের পুনর্গঠন পরিকল্পনা যাত্রীদের জন্যেও স্বাচ্ছন্দময় ভ্রমনের প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এই কাজ শুধুমাত্র সম্পন্ন হয়ে যাওয়া প্রজেক্টসমূহের মধ্যেই নয়, বরং অনাগত দিনে সম্পন্ন হতে যাওয়া অন্য অনেক প্রকল্পের মধ্যেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে। এই প্রকল্প সমালোচক ও নিরাশাবাদীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইমারতে ইসলামিয়া দেশ ও দশের কল্যাণ ও অগ্রগতির ব্যপারে কতোটা অঙ্গীকারাআবদ্ধ!

জাতির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এই ক্ষেত্রে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। আশা করা যায়, অদূরও ভবিষ্যতে সালাং মহাসড়ক ও কুশতেপা খালের মতো আরও অসংখ্য মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার বিশ্বের সামনে ন্যায়-নীতি, কর্মনিষ্ঠা ও ইসলামি মূল্যবোধের সফলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

1. Reconstruction of Salang Highway, aPledge for prosperity of the nation - http://tinyurl.com/ysyntndj

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল এবার আল-মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ভয়ানক হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের বর্বরোচিত এই হামলায় প্রাথমিকভাবে অন্তত ৭০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

• লোহিত সাগরে হুথিদের আক্রমণ থেকে ইসরায়েলি জাহাজকে বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি জোট গঠন করা হয়েছিল। স্পেন ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা এই জোটে যোগ দেবে না।

• গাজার সরকারি মিডিয়া কার্যালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত শতাধিক সাংবাদিককে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল। নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা এখন ১০৩ জন।

• গত ২৪ ঘণ্টায় সন্ত্রাসী ইসরায়েল অন্তত ১৬৬ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, আহত করেছে আরও ৩৮৪ জনকে।

• আল-জাজিরার তথ্যমতে, গাজা ও পশ্চিম তীরে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২০৭২৭ জন ফিলিস্তিনি। নিহতদের অধিকাংশ নারী ও শিশু।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল উত্তর গাজার জাবালিয়া এলাকার একটি টানেল থেকে ৫ ইসরায়েলি বন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে জায়োনিস্ট বাহিনী।

• ইসরায়েলি বাহিনীর মুখপাত্র বলেছে, ইসরায়েল 'জটিল' যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে! সে বলেছে, হামাসকে নির্মূল করতে হলে নিজেদের সেনাও হারাতে হবে!

• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ বলেছেন, গত ৪ দিনে অন্তত ৪৮ জায়োনিস্ট সেনাকে হত্যা করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• ২৪শে ডিসেম্বর আল-কাসসাম ব্রিগেডের চালানো কয়েকটি আক্রমণ:

- জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের আল-কাসাইব এলাকায় ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে ইসরায়েলি মারকাভা ট্যাংকে হামলা।
- উত্তর গাজার জাবালিয়া আল বালাদ এলাকার উপকণ্ঠে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের ২টি মারকাভা ট্যাংকে ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে হামলা।

- মধ্য গাজার জুহর আল-দিক এলাকায় প্রবেশ করা একদল জায়োনিস্ট সৈন্যকে অ্যান্টি পার্সনেল বিস্ফোরক ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে দখলদার বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং বাকিরা আহত হয়েছে।

- জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের আল-কাসাইব এলাকায় ৩ জায়োনিস্ট সৈন্যকে স্নাইপার হামলার শিকার বানানো। এদের মধ্যে একজন ছিল মেজর।

- মধ্য গাজার জুহর আল-দিকে একটি ভবনের ভেতরে ছিল ১০ সদস্যের জায়োনিস্ট স্পেশাল বাহিনী। মুজাহিদগণ তাদের উপর টিবিজি গোলা ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছেন। এতে শত্রুবাহিনীর মাঝে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

• ২৪শে ডিসেম্বর ইসরায়েলি বাহিনীর উপর কুদস ব্রিগেডের চালানো কয়েকটি আক্রমণ:

- রকেট ও মর্টার শেল দিয়ে খান ইউনিসে শত্রুশিবিরে হামলা।

- জাবালিয়া আল-বালাদ এলাকায় আল-নুজহা স্ট্রিটে তানডেম গোলা ব্যবহার করে মারকাভা ট্যাংকে হামলা।
- আল-জায়তুন বসতিতে দখলদার বাহিনীর একদল সেনার উপর হ্যাভি-ক্যালিবার মর্টার শেল ব্যবহার করে হামলা।
- সুফা এলাকায় শত্রুসেনাদের উপর মর্টার শেল দিয়ে হামলা।

- গাজা শহরের পূর্বে আল-জায়তুন ও শুজাইয়া এলাকায় দুটি আরপিজি শেল এবং একটি গেরিলা অ্যাকশন ডিভাইস ব্যবহার করে ৩টি জায়োনিস্ট সামরিক যানে হামলা।

- খান ইউনিসের ইসলামি কমপ্লেক্সের আশপাশে থাকা দখলদার বাহিনীর ঘাঁটিতে হ্যাভি-ক্যালিবার মর্টার শেল দিয়ে হামলা।

শুক্রবার'নামাজের' বিরতি বাতিল করল ভারতের রাজ্যসভা

ভারতের রাজ্যসভায় শুক্রবারে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের মধ্যাহ্নভোজের বিরতি বাতিল করা হয়েছে। গত সপ্তাহের বুধবার উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখার ঘোষণা অনুসারে উচ্চকক্ষ এখন শুক্রবার দুপুর ২ টায় লোকসভার সাথে সমন্বয় করে অধিবেশন শুরু করবে।

ধনকার নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছে, "লোকসভা বসে দুপুর ২টায়। লোকসভা এবং রাজ্যসভা, সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায়, যতটা সম্ভব একই সময় মেনে চলা দরকার।"

গত অধিবেশনে জগদীপ ধনখার কর্তৃক নেওয়া সিদ্ধান্তটি বিতর্কের জন্ম দেয়। কারণ রাজ্যসভা শুক্রবারে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময়টি ছিল মুসলিম সদস্যদের নামাজ পড়ার জন্য। শুক্রবার জিরো আওয়ারে বিষয়টি উঠে আসে।

মতবিনিময়ের সময় ডিএমকে সাংসদ এম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হস্তক্ষেপ করেন। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার ভিন্নমত পেশ করেন। আবদুল্লাহ বলেছেন যে দুপুর ২:৩০ সময়টি ৬০-৭০ বছর ধরে একটি দীর্ঘস্থায়ী নির্ধারিত বিষয়। বিশেষত শুক্রবারে জুম্মা পালনে মুসলিম সদস্যদের সুবিধার্থে মনোনীত করা হয়েছিল।

জগদীপ ধনখার অবশ্য তার অনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে নি। সে বলেছে শুধুমাত্র মুসলিম সদস্যদের জন্য ব্যতিক্রম করা যাবে না। ধনখার আরো বলেছে যে সিদ্ধান্তটি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার পরে নেওয়া হয়েছে এবং লোকসভাকে পর্যবেক্ষণ করে সময়সূচির সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Rajya Sabha Scraps 'Namaz' Break on Fridays, Aligns Timing with Lok Sabha - http://tinyurl.com/4nx8fx7b

---

২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৩

সার-ই-পুল তেল খনি: অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে আরেক ধাপ

নিঃসন্দেহে কোনো সরকারের সম্পাদিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে একটি হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে এই মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রচুর কাজ করে যাচ্ছে। কেননা সরকার যখন স্বনির্ভরতা অর্জন করে, জনগণ ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে এবং তখন অন্যদের কোন সাহায্যের আর প্রয়োজন পরে না; এটি বিদেশে অভিবাসন কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বনির্ভরতা প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজন, বিশেষ করে সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার জন্য। কারণ উন্নতি তারই দরজায় কড়া নাড়ে, যিনি স্বাবলম্বী এবং নিজের পায়ে নিজে দাড়াতে সক্ষম। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে এবং দেখা যায় কিভাবে স্বনির্ভর দেশগুলো উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধাপসমূহে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লুফে নিয়েছে এবং নিজ জাতিকে সময়কালের সর্বোত্তম সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে।

সার-ই-পুল প্রদেশে জ্বালানী তেল উত্তোলন আফগানিস্তানের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জনে জ্বালানী তেলের প্রভাব ব্যাপক; এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের অন্যতম হাতিয়ার। আর এই উদ্যোগ অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অভাব দূর করবে। একই সাথে এমন উদ্যোগ সংকটবস্থায় সরকারকে স্বস্তি দেয়।

অদূর ভবিষ্যতে সার-ই-পুল প্রদেশে তেল উত্তোলন প্রক্রিয়াটি সুচারুরূপে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া আফগানিস্তানের অন্যান্য খনি- যেগুলোতে এখনো কাজ শুরু হয় নি, কেবল তদন্ত করা হয়েছে। এগুলোও দ্রুতই

উদ্বোধন করা হবে। ফলে ইমারতে ইসলামিয়া সরকার এবং জনগণ উভয়ই উন্নত জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামি ইমারতের এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে আফগানিস্তান নিঃসন্দেহে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে এবং শীঘ্রই একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের চলমান অবস্থার অবসান হবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

----

1. https://www.alemarahenglish.af/afghanistans-road-to-financial-self-sufficiency/

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩

• গত ২৪ ঘণ্টায় ২০১ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• আল-জাজিরার প্রতিবেদক জানিয়েছেন, পশ্চিম তীরের বেথেলহামে অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী।

• ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস এর সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি টিম দৌসন বলেছেন, ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের হুমকিমূলক কল দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলায় ১০০ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে।

• বেনজামিন নেতানিয়াহুর সাথে এক ব্যক্তিগত কলে বাইডেন বলেছে, “আমি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাইনি।”

• ভারত মহাসাগরে এক বাণিজ্য জাহাজে ড্রোন হামলা করা হয়েছে। কারা হামলা করেছে, তা জানা যায়নি।

• নিজেদের আরও ৮ অফিসার নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে জায়োনিস্ট বাহিনী। তাদের হিসাব অনুযায়ী, গাজায় স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে নিহত হয়েছে ১৫৩, এবং আহত হয়েছে ৮৭৩০ জায়োনিস্ট সৈন্য।

• উত্তর গাজায় দখলদার বাহিনীর উপর মাঝারি ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ। এরপর শত্রু বাহিনীকে সাহায্য করতে জায়োনিস্টদের আরেকটি বাহিনী আসলে, সেটিকেও হামলার লক্ষ্যবস্তু বানান মুজাহিদিন। আল-ইয়াসিন ১০৫ এবং টিবিজি দিয়ে শত্রুদের সামরিক যানে আঘাত হানেন তারা। এতে শত্রু সৈন্যদের কিছু নিহত, কিছু আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ জায়োনিস্ট সৈন্যদের আর্ত চিৎকারের আওয়াজও শুনেছেন।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড ২৩শে ডিসেম্বর ২৮ জায়োনিস্ট সৈন্যকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করেছেন। আর ২২ সৈন্যকে আহত বা নিহত করেছেন। এসময় তারা ৯টি জায়োনিস্ট সামরিক যান ও ৪টি সামরিক জিপকে লক্ষ্য করে

হামলা চালান। এছাড়াও, ৪টি জায়োনিস্ট সৈন্যদলকে অ্যান্টি-পার্সনেল বোমা হামলা চালিয়েছেন। ৮ বারের মতো দখলদার বাহিনীর সাথে খুব কাছ থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। শত্রু বাহিনীর উপর ২বার রকেট হামলা চালানো হয়েছে। ২ বার ববি-ট্র্যাপ টানেল, শত্রুসেনাদের অবস্থান নেওয়া একটি বাড়িতে অ্যান্টি পার্সনেল বোমা হামলা এবং ৫টি কমান্ড রুম ও সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।

- আল-কাসসাম ব্রিগেডের পাশাপাশি সারায়া আল-কুদস, আল-আকসা শহীদি ব্রিগেড, আবু আলী মুস্তফা ব্রিগেড গাজা ও পশ্চিম তীরে জায়োনিস্ট বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন।

- গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২০,২৫৮ জন ফিলিস্তিনি, পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন ৩০৩ জন।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের অভিযানে ৫ ভারতীয় সেনা নিহত

ভারত দখলীকৃত কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় ভারতীয় বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি অভিযান চালিয়েছেন স্বাধীনতাকামী মুজাহিদরা। এতে সামরিক বাহিনীর ৫ জন সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৩ জন সেনা।

ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, গত বুধবার (২০ ডিসেম্বর) থেকে পুঞ্চ এলাকা অভিযান চালিয়ে আসছিল ভারতীয় বাহিনী। অভিযান চলাকালীন গত বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে ডেরা কি গলি এলাকায় দখলদার বাহিনীর দুটি গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিত আক্রমণ চালায় স্বাধীনতাকামীরা।

এ সময় উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে তাৎক্ষনিকভাবে ৪ ভারতীয় সেনা নিহত হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক সেনা নিহত হওয়ার বিষয়টি সংবাদ মাধদম সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

তথ্যসূত্র:

1. 4 Soldiers Killed In J&K - http://tinyurl.com/yu8mxsdw

লক্ষ্ণৌতে কাশ্মীরি বিক্রেতাদের উপর হামলা, গাড়ি উল্টে মালামাল নষ্ট

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ের পৌরসভা কাউন্সিলের কর্মচারীরা কাশ্মীরি মুসলিম বিক্রেতাদের উপর হামলা চালিয়েছে, ফলে তাদের গাড়ি উল্টে মালামাল নষ্ট হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, কাশ্মীরি মুসলিম বিক্রেতাদের উপর হামলা করে এবং তাদেরকে চড় থাপ্পড় দিয়ে জোর করে পুলিশের গাড়িতে উঠানো হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৬ ডিসেম্বর, গোমতীনগর থানার আশেপাশে।

https://twitter.com/NasirKhuehami/status/1736377277506883855

এই ঘটনার ভিডিও ধারণকারী ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সুমিত কুমার বলেছে, "একজন কাশ্মীরি লোক সাহায্য চেয়েছিল কিন্তু পুলিশ তাকে থাপ্পড় মেরে তার জিনিসপত্র ছিন্নভিন্ন করে দেয়।"

https://twitter.com/skphotography68/status/1736311795483304165

জম্মু ও কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় আহ্বায়ক নাসির খুয়েহামি এবিষয়ে বলেছেন, "কাশ্মীরি মুসলিম বিক্রেতাদের উপর হামলার এটি এই মাসের ২য় ঘটনা। এই অন্যায্য আচরণ কাশ্মীরি বিক্রেতাদের অধিকার লঙ্ঘন করছে। এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ব্যক্তিদের আতিথেয়তার বিষয়ে একটি দুঃখজনক বার্তা দিচ্ছে।"

তিনি আরো বলেছেন, "এই কাজটি বিক্রেতাদের জন্য যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই বাড়ি থেকে দূরে জীবিকা অর্জনের জন্য লড়াই করছেন।"

খুয়েহামি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, "এই কঠোর পরিশ্রমী বিক্রেতাদের প্রতি এই ধরনের আচরণ প্রত্যক্ষ করা হতাশাজনক।

এদিকে, ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লখনউ পুলিশ এক্স (টুইটার) এ একটি পোস্টে বলেছে যে 'অধিগ্রহণ বিরোধী অভিযানের' সময় রুটিন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বিশেষত যেহেতু সেতুটি ভিআইপি চলাচলের জন্য একটি সংবেদনশীল রুট হিসাবে কাজ করে। তাই এখানে কোন বিক্রেতাদের অবস্থান করতে দেওয়া হয় না।

তথ্যসূত্র:

1. Kashmiri vendors attacked, carts overturned by authorities, cops in Lucknow - https://tinyurl.com/2mtr3bpb

---

২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৩

আল-ফিরদাউস বুলেটিন || ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/12/23/65813/

ইসরায়েলে ১০,০০০ কর্মী পাঠাবে ভারত

নির্মাণ খাতে শ্রমিকের ঘাটতি মেটাতে ভারতের হরিয়ানা রাজ্য ইসরায়েলে ১০,০০০ কর্মী নিয়োগ ও পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যে প্রায় ৯০ হাজার ফিলিস্তিনির ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করায় নির্মাণ খাতে তাদের শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দেয়।

শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর হরিয়ানা কৌশল রোজগার নিগম (HKRN) কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজ্য সরকার কর্মী নিয়োগের জন্য চারটি কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফ্রেমওয়ার্ক/শাটারিং কার্পেন্টার, আয়রন বেন্ডিং, সিরামিক টাইলস এবং প্লাস্টারিং। ফ্রেমওয়ার্ক/শাটারিং কার্পেন্টার এবং আয়রন বেন্ডিং এর জন্য ৩,০০০ টি এবং সিরামিক টাইলস এবং প্লাস্টারিংয়ের জন্য ২,০০০টি শূন্যপদ রয়েছে।

উল্লেখ্য, হামাস ইসরায়েলে ০৭ অক্টোবর অভিযান চালানোর পর থেকে বর্বর ইসরায়েল নিরপরাধ মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বহু দেশ ইসরায়েলের নিন্দা জানালেও ইহুদিদের মিত্র ভারত তাদের সমর্থন জানিয়েছে। এমনকি হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করতে তাদের পরম মিত্র ইহুদিদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার কথাও জানিয়েছে। অনেক ভারতীয় মিজো ইহুদি সেখানে ইসরায়েলের পক্ষে যুদ্ধে গিয়ে হতাহতের শিকার পর্যন্ত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Haryana to Send 10,000 Skilled Workers to Israel Amid Construction Labor Shortage - https://tinyurl.com/2nb7mjsr

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩

• মধ্য গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি হামলায় শিশুসহ অন্তত ১৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, তারা গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তাদের সকল বন্দীদের মুক্তি ও হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তারা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেছে, গাজায় খাদ্য ও জরুরি সহায়তা না পৌঁছাতে পারায় দুর্ভিক্ষ চলছে।

• গাজার ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ১০ হাজার বাচ্চা সামনের দিনগুলোতে জীবনবিধ্বংসী অপুষ্টিতে ভুগবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউনিসেফ।

• গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি রেজুল্যুশন পাশ করেছিল। ১৫৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু ১০দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও জাতিসংঘ কোনো কিছুই

করতে পারেনি! বিশেষজ্ঞরা এটিকে জাতিসংঘের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করছেন তারা।

- গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২০,৩৬০ জন ফিলিস্তিনি।

- দখলদার জায়োনিস্ট সৈন্যদের উপর হামলা চালানোর ভিডিও প্রকাশ করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড । ভিডিওতে দখলদার বাহিনীর উপর আল-কাসসাম ব্রিগেডের সরাসরি আঘাত হানার দৃশ্য দেখা গেছে। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ৫ পদাতিক জায়োনিস্ট সৈন্যকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করছে আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন দেশটির জ্বালানি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। ইমারতে ইসলামিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাতিউল্লাহ আবিদ বলেন, বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান করতে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এই পরিকল্পনার আওতাধীন থাকবে।

জ্বালানি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রীক পরিকল্পনার মাধ্যমে আফগানিস্তানে বিদ্যুৎ ঘাটতির সমাধান হবে। হেরাত, ফারাহ, নানগারহার, পাকতিয়া, পাকতিকা ও নিমরুজ প্রদেশে বিদ্যুতের চাহিদাকে ঘিরে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ৭৭টি তুর্কি কোম্পানিসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

জ্বালানি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, আফগানিস্তানের এখন ২ লাখ ২০ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই খাতে এখনও তেমন বিনিয়োগ করা হয়নি।

দা আফগানিস্তান ব্রেশনা শেরকাতের সাবেক প্রধান আমানুল্লাহ গালেব বলেন, “সৌর শক্তি থেকে আফগানিস্তানের ২২২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এখানে কিছু সমস্যাও আছে। যেমন: বিদ্যুৎ উৎপাদন সুযোগ-সুবিধাসহ সমতল ভূমির অভাব। দেখা যায় কোথাও সমতল ভূমি ঠিকই আছে, কিন্তু (বিদ্যুৎ উৎপাদনের) সাবস্টেশন নেই।”

আফগানিস্তান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভালো ঘাঁটি হতে পারে, এমন কথা বলছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরাও। তারা এই খাতে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বশির শাবিরি নামে এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, “বছরে ৩০০ দিন সূর্যালোক থাকে আফগানিস্তানে। সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এটি ভালো উপায়, ভালো সুযোগ। যদি আমরা সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে

দেশের সমতল ভূমিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি এবং বছরে ৩০০ দিন সূর্যালোক থাকে, তবে এই প্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবেই দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে আমাদের সাহায্য করবে।"

জ্বালানি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে তারা বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের দুইশত প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

তথ্যসূত্র:

1. MoEW Seeking to Increase Solar Power - http://tinyurl.com/3n2ry8w8

২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩

ভারতে দুই হিন্দুত্ববাদীর মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য ভাইরাল

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের হিন্দুত্ববাদী নেতা ও ধর্মগুরুরা ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য প্রদান বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভারতজুড়ে ইসলামবিরোধী ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী আবহ তৈরির কাজ জোর দিয়েই শুরু করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক হিন্দু নেতাদের উগ্রবাদী বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশ হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া এমনই একটি ভিডিওতে ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য দিতে দেখা গেছে হিন্দু ধর্মগুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজকে। নিজ বক্তব্যে সে মুসলিম ও খ্রিস্টানদেরকে "হিন্দু ধর্মের শীর্ষ শত্রু" বলে অভিহিত করেছে। উত্তর প্রদেশের নয়ডায় অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় এই উগ্র সাধু মুসলমানদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কটের আহ্বানও জানায়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ বলেছে, "আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বিধর্মীদেরকে কখনোই আপনার ব্যবসায় সম্পৃক্ত করবেন না, বা তাদের আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না, এবং তাদের কাছে আপনার দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেবেন না।...তোমার চার শত্রু আছে। প্রথম ইসলাম, দ্বিতীয় – খ্রিস্টান, তৃতীয় – বামপন্থী মতাদর্শ এবং সবশেষে কমিউনিস্ট। এরা আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু।"

হিন্দুদের এই কথিত সন্ন্যাসী আরো বলেছে, যদি আপনার মেয়েদের বন্ধু তালিকায় একটিও মুসলিম মেয়ে থাকে, তবে জেনে রাখুন যে আপনার বাড়িটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। কারণ মুসলিম মেয়েরা অন্য ধর্মের লোকেদের সাথে বন্ধুত্বের নামে মুসলিম ছেলেদের সাথে মিলিয়ে দেয়। যা তাদের'লাভ জিহাদের' অংশ হিসেবে করে থাকে। আপনার সন্তানদের সতর্ক করুন এবং সাবধান করুন, শুধুমাত্র একজন হিন্দুর সাথে বন্ধুত্ব করুন।

ফাস্ট ফুডের অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবাগুলিকে "খাদ্য জিহাদ" বলে অভিহিত করে সে বলেছে, "...এর অর্থ খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে জনসংখ্যার (হিন্দুদের) নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।...আমরা হিন্দুরা এতটাই বোকা হয়ে গেছি যে আমরা এগিয়ে গিয়ে কবর খুঁড়ছি। আমাদের মেরে ফেলার জন্য তাদের বেশি চেষ্টা করতে হবে না।"

সে আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত প্রচারণামূলক চলচ্চিত্র দ্য কেরালা স্টোরি-এর কথা উল্লেখ আরও বলেছে, নারীদের "ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান" থাকতে হবে। "আমাদের ৩২,০০০ মেয়ে বিধর্মীদের কাছে গেছে। এটি একটি ছোট সংখ্যা নয়। এই কেরালার গল্পটি কেবল কেরালায় ঘটেনি, বরং এটি আমাদের নিজস্ব গুরগাঁও এবং নয়ডায় নির্বিচারে ঘটছে।" এ ছবি আপনারা দেখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার মেয়েরাও দেখেছে।

ভিডিওটিতে মুসলিমভীতি ছড়ানোর জন্য সে বলেছে, "মনে রেখো! এখনি সাবধান হতে হবে। আপনার মেয়েদের বুঝান। তাদের জানিয়ে দিন যে লাভ জিহাদ চরম সীমায় চলছে। আপনাদের সন্তানদের বাঁচান, না হলে আপনি রক্ষা পাবেন না।"

এর আগে মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের স্বেচ্ছায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে সমস্ত 'বিতর্কিত' ধর্মীয় স্থান হস্তান্তর করা উচিত বলে মন্তব্য করেছে সিনিয়র আরএসএস নেতা ইন্দ্রেশ কুমার।

পিটিআই-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে সে বলেছে যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত খুব স্পষ্টভাবে বলেছে "প্রতিটি মসজিদে শিবলিঙ্গ খুঁজে পাওয়ার দরকার নেই।... ভাগবতের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো বিতর্কিত মুসলিমদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো স্বেচ্ছায় হিন্দুদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত।"

আরএসএস-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য এই ইন্দ্রেশ কুমার আরো বলেছে, 'সনাতন'-এর অনুসারীদের মন্দিরগুলি বিদেশী আক্রমণকারীরা ভেঙে দিয়েছিল। তাই খোঁজ করার দরকার নেই।

সে আরো বলেছে,"মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের এগিয়ে আসা উচিত এবং হিন্দুদের বিতর্কিত ধর্মীয় স্থানগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে হস্তান্তর করা উচিত।"

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই হিন্দুরা মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে রাম মন্দির নির্মাণ করছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে নিয়েও তারা বিতর্ক তৈরি করছে। এভাবে তারা সকল মসজিদগুলোকেই মন্দিরে রুপান্তর করার চক্রান্তে নেমেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Islam And Christianity Top Enemies of Hinduism: Swami Sachchidanand in Noida - http://tinyurl.com/5n6fp3c9

2. video link: - http://tinyurl.com/4cbtwsfw

3. RSS leader asks Muslims to voluntarily hand over all disputed sites to Hindus - http://tinyurl.com/2tf68zye

---

চকলেট দিয়ে শিশুদের ধর্মান্তরকরণের চেষ্টার অভিযোগে মুসলিম শিক্ষককে হেনস্থা!

গাজিয়াবাদের সিদ্ধার্থ বিহারে একজন মুসলিম শিক্ষককে হেনস্থা করেছে গৌড় সিদ্ধার্থম সোসাইটির বাসিন্দারা। তিনি চকলেট বিতরণ করে হিন্দু শিশুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন - এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে হেনস্থা করে এবং বিজয়নগর পুলিশের কাছে তুলে দেয় হিন্দু বাসিন্দারা।

গত ১৫ অক্টোবর গৌড় সিদ্ধার্থম সোসাইটির এক মহিলা দাবি করে যে, সোসাইটির জি-ব্লকের দ্বিতীয় তলায় টিউশনি করতে এসে ঐ মুসলিম শিক্ষক তার ছেলেকে প্রণোদনা হিসেবে চকলেট দিয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছে। আর শিশুটিই বাড়িতে পৌঁছে তার আত্মীয়দের কাছে এ কথা জানিয়েছে বলে দাবি করে তারা।

তবে অভিযোগের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রথমত, অল্প বয়স্ক এক শিশু এই অভিযোগ করেছে। আর দ্বিতীয়ত, এগুলোর পিছনে কলকাঠি নাড়ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। তারা একটি মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু তৈরি করে তাদের পরবর্তী কর্মসূচী এবং আগত ইলেকশনের জন্য ঘটনাটিকে কাজে লাগাতে চচ্ছে। আর এসব কারণেই- একজন শিক্ষকের তার ছাত্রকে আদর করে চকলেট দেওয়ার ঘটনাকে ধর্মান্তরিতকরণের ইস্যু বানিয়ে প্রচার করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এর আগে ইউপিতে গত ৫ ডিসেম্বর হিন্দু ছাত্রের হিন্দুয়ানি অভিবাদনের জবাব না দেওয়ায় একজন মুসলিম শিক্ষককে স্কুল থেকে বরখাস্ত করার ঘটনা ঘটেছে।

উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় একটি স্কুলের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র তার শিক্ষক মুহাম্মাদ আদনানকে হিন্দু রীতি অনুযায়ী 'রাম রাম' বলে অভিবাদন জানায়। একজন মুসলিম হিসেবে আদনান সাহেব এমন হিন্দুয়ানি অভিবাদনের জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন।

হিন্দু ছাত্ররা এবিষয়টি হিন্দুত্ববাদীদেরকে জানানোর পরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ঐ স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করে এবং হনুমান চালিসা পাঠ করা শুরু করে। এই সামান্য অভিবাদন জানানোর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদীরা পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত করে তুলে। আর এই কারণ দেখিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষ গত ৫ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আদনানকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে।

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অধ্যক্ষ বলেছে, "উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা গত ৩০ বছর ধরে আমাদের স্কুলে অধ্যয়ন করেছে। আমরা আগে কখনও এমন অভিযোগের মুখোমুখি হইনি। তবে আমরা মোহাম্মদ আদনানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছি এবং প্রশাসন এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।" হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদেরকে

কোনঠাসা করতে হেন কোন চেষ্টা বাকি রাখছে না। তারা সর্বসময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যেকোন অজুহাত তালাশ করে তার ভিত্তিতে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দিচ্ছে। এভাবে ধীরে ধীরে গোটা ভারতকে তারা এক অজানা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Ghaziabad: Muslim Teacher Heckled for 'Using Chocolates to Convert Hindu Children' - https://tinyurl.com/bd6ckn25

2. UP: Muslim Teacher Dismissed in Hathras for Not Responding To 'Ram Ram' Greeting - http://tinyurl.com/swkfz2vf

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩

• গাজার অর্ধেকের বেশি মানুষ তথা ৫ লাখ ৭৬ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি তীব্র ক্ষুধা ও অনাহারে ভুগছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ সমর্থিত একটি প্রতিবেদন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় রাফাহ, খান ইউনিস ও নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে বহুসংখ্যক ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছেন।

• গাজার আল-আওদা হাসপাতালে এক স্বাস্থ্য কর্মীকে গুলি করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি স্নাইপার।

• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, উত্তর গাজায় এখন আর কোনো কর্মক্ষম হাসপাতাল অবশিষ্ট নেই। জ্বালানি, স্টাফ ও সাপ্লাইয়ের অভাবে সবগুলো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে।

• ফিলিস্তিনি প্রিজনার ক্লাব বলেছে, গত ৭ই অক্টোবর থেকে দখলীকৃত পশ্চিম তীর থেকে ৪,৬৫৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• ফিলিস্তিনের বিভিন্ন ফ্রন্টে দখলদার জায়োনিস্ট বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। জেনিনে আল-আকসা শহিদী ব্রিগেড দখলদার আগ্রাসী বাহিনীকে প্রতিহত করেছেন। এছাড়া শেখ রিদওয়ান এলাকাতেও দখলদার বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন তারা। এতে দখলদার বাহিনীর মাঝে নিশ্চিতভাবেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। খান ইউনিসে একটি ট্যাংকও ধ্বংস করেছেন আল-আকসা শহিদী ব্রিগেডের যোদ্ধারা।

• খান ইউনিসে জায়োনিস্ট বাহিনীর তিনটি ট্যাংকে ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড। এছাড়াও একদল জায়োনিস্ট সৈন্যদের উপর ইয়াসিন-১০৫ দিয়ে হামলা চালিয়ে শত্রুদের আহত ও নিহত করেছেন মুজাহিদিন।

• গাজার আল-জালাআ স্ট্রিট এবং ইয়ারমুক এলাকায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন সারায়া আল-কুদস বাহিনী। আরপিজি দিয়ে শত্রুদের সামরিক গাড়িতেও হামলা চালিয়েছেন তারা।

• ২১শে ডিসেম্বর আবারও বিবৃতি দিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদা হাফিজাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন, জায়োনিস্ট বাহিনী গাজায় স্থল অভিযান শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর ৭২০টি সামরিক যান ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ। এসকল সামরিক যানের মধ্যে আছে, সৈন্যবাহী গাড়ি, বুলডোজার, ট্যাংক, ও সামরিক ট্রাক।

• গত সপ্তাহে আল-কাসসাম মুজাহিদিন শত্রুদের উপর ১৫টির বেশি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। ১২ বারেরও বেশি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এসময় তারা ব্যবহার করেছেন মেশিনগান, মাঝারি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতবোমা।

• আবু উবাইদা আরও বলেছেন, শত্রুরা মূর্খের মতো লড়াই করছে এবং ভুল করছে। মাঝে মাঝে তারা পুরোনো ও কার্যক্রমহীন টানেল আবিষ্কার করে বিজয় উৎযাপন করছে!

• সারায়া আল-কুদস একটি জায়োনিস্ট ড্রোন ‘স্কাই রেসিং’- মডেল নং ৫২৮, ভূপাতিত করেছেন।

• ইসরায়েলি হামলায় ৩ ইসরায়েলি বন্দী নিহত হওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আল-কাসসাম ব্রিগেড। আল-কাসসাম ব্রিগেড বলেছে, “আমরা তাদের (ইসরায়েলি বন্দীদের) বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নেতানিয়াহু তাদের হত্যা করতে জেদ ধরেছে।”

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত ২০,৩০১ জন ফিলিস্তিনি। নিহতদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ৮ হাজারেরও বেশি।

২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৩

• দখলদার ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র বলেছে, হামাস নেতাদের টার্গেট করতে ইসরায়েল রাফাহতে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। সে আরও বলেছে, বন্দীদের মুক্ত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

• বাইডেন বলেছে, বন্দীদের মুক্তকরণের জন্য পুনরায় আলোচনা শুরু হলেও শীঘ্রই বন্দী মুক্তির চুক্তি হবে বলে আশা করা যায় না।

• লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে প্রসপারিটি জোট গঠন করা হয়েছে, সেটাতে নতুন করে যোগ দেবে অস্ট্রেলিয়া!

• ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা জানিয়েছে, গাজায় পানি, খাবার ও ওষুধকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো থেকে গাজাবাসীদের বঞ্চিত রাখায় তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে। রাফাহতে একটি হাসপাতালের কাছে এবং জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা করেছে তারা।

• পশ্চিম তীরের বেথেলহাম, হেবরন, জেরিকোতেও হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

• গাজায় দখলদার ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন অন্তত ২০ হাজার ফিলিস্তিনি।

• গত ৭২ ঘণ্টায় দখলদার ইসরায়েলের ২৫ সৈন্যকে হত্যা করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদিন। এসময় শত্রুবাহিনীর ৪১টি সামরিকযানে হামলা চালিয়েছেন তারা। এছাড়া ১টি স্নাইপার হামলা, ২টি পদাতিক বাহিনীর উপর বিস্ফোরক ব্যবহার করে হামলা, টানেলের মুখে ২টি বিস্ফোরণ, খুব কাছ থেকে ৭টি সংঘর্ষ, জায়োনিস্ট সৈন্যদের আশ্রয় নেওয়া ৫টি বাড়িতে হামলা, একটি বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া, ৩টি রকেট হামলা, শত্রুবাহিনীর মাঝে ৪টি মর্টার হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

ইহুদি দখলদারদের খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি-জর্দান জোট

গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি আগ্রাসনের পরিণতি কাটিয়ে উঠতে ইহুদী ইসরাইলিদের খাদ্য সহায়তা পাঠাচ্ছে আরব দেশগুলি। গাজা উপত্যকায় যখন নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের উপর ইজরাইলের অবর্ণনীয় বর্বরতা চলছে এবং গাজাবাসী যখন খোলা আকাশের নিচে না খেয়ে দিন যাপন করছে, ঠিক তখন সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েলি দখলদারিত্বের জন্য সমস্ত লজিস্টিকাল পরিষেবা প্রদানের জন্য সৌদি আরব এবং জর্ডানের সাথে সমন্বয় ও সমঝোতায় একটি স্থলপথ স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে ইসরাইলকে খাদ্য, অস্ত্রসহ বিভিন্ন সহযোগিতা করা হবে। সূত্র: হিব্রু ওয়াল্লা ওয়েবসাইট।

সূত্র বলেছে, দুবাই থেকে তাজা খাবার বোঝাই একটি চালান নতুন এক স্থলপথের মাধ্যমে ইসরায়েলের হাইফা বন্দরে পৌঁছেছে। সৌদি আরব ও জর্ডানের ভিতর দিয়ে মাত্র দুই দিনের মধ্যে দুই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ লোহিত সাগরের বিকল্প এই পথে খাদ্যের চালান ইসরায়েলে পৌঁছেছে।

ইসরায়েলি ট্র্যাক্যান্ট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পিওরট্রান্সের মধ্যমে দুবাই পোর্ট কোম্পানি অপারেটরের সহযোগিতায় এই চালান স্থানান্তর প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। নতুন এই পথে ইসরাইলের পরিবহণ ব্যয় সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ব্যয়ের ৮০% সাশ্রয় হবে বলে জানা গেছে।

নতুন এই পথে দুবাই থেকে ভারত পর্যন্ত ইসরাইলকে ব্যবসায়ী পন্য পরিবহণের সুযোগ করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, নতুন এই পথে ইসরাইলকে তার পণ্য ইউরোপে পরিবহন করার ব্যবস্থা করে দেবে এবং সুয়েজ খালের বিকল্প হিসেব অন্যান্য দেশে ব্যবসা সম্প্রসারিত করার জন্য তাকে ১০ দিন এবং কখনো কখনো এক

মাসের পথ কমিয়ে দিতে সহযোগিতা করবে। সেই সাথে লোহিত সাগরে প্রবেশ না করেই এবং হুতি আক্রমণ থেকে ইসরাইলী জাহাজ রক্ষা করে আফ্রিকাকে বাইপাস করে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে ইসরাইল।

এসব কিছুই সম্ভব হচ্ছে ইসরাইলকে সহযোগিতায় সৌদি আরব এবং জর্দানের অভ্যন্তরীণ ট্রানজিট ব্যবস্থার কারণে। এর মধ্যস্থতাকারী হল দুবাই পোর্ট অপারেটর।

শুধুমাত্র নিজের দুনিয়াবি সামান্য স্বার্থ রক্ষায় কথিত এই আরব দেশগুলো মুসলিম হত্যাকারী ইহুদিদের অন্যতম সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। অথচ তাদের স্বদিচ্ছা ও সাহসিকতা থাকলে ইসরায়েল কখনোই মুসলিমদের উপর এমন অবর্ণনীয় জুলুম চালিয়ে যেতে পারতো না।

তথ্যসূত্র:

1. UAE-Israel land corridor operating despite war - http://tinyurl.com/2z4mcyhd

2. نحن نحترم خصوصيتك - http://tinyurl.com/78c8n3ef

3. جسر بري بين الإمارات وإسرائيل مروراً بالسعودية والأردن.. فما المكاسب من الاتفاق؟ - http://tinyurl.com/3k3ykmjd

---

১৩টি ট্যাংকারে আনা নিম্নমানের তেল ইরানে ফেরত পাঠালো আফগান কর্তৃপক্ষ

ইমারতে ইসলামিয়ার জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ইরান থেকে আসা ১৩টি ট্যাংকারে আনা নিম্নমানের তেল আবার ইরানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রেস রিলিজে বলেছেন, ফারাহ সীমান্ত দিয়ে ইরান থেকে ১৩টি তেলের (ডিজেল ও পেট্রোল) ট্যাংকার এসেছিল। এগুলো নিম্নমানের হওয়ায় ইরানে আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিম্নমানের তেলের আমদানি প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইমারতে ইসলামিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ নিয়ে কয়েকশত নিম্নমানের পেট্রোলিয়াম পণ্য ভর্তি ট্যাংকার ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সকল ব্যবসায়ীদের ভালো মানের পণ্য আমদানি করতে অনুরোধ করেছেন কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. ANSA returns 13 low quality oil tankers to Iran - http://tinyurl.com/45vmf9my

---

২০শে ডিসেম্বর, ২০২৩

গাজায় শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলা, নারী-শিশুসহ নিহত ৯০

ফিলিস্তিনের গাজায় জাবালিয়া ও নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। এতে একই পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছে, আহত অন্তত শতাধিক। হতাহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, জাবালিয়া শহরের একটি আবাসিক ব্লকে হামলাটি চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

স্থানীয় সময় রোববার ১৭ ডিসেম্বর এই হামলার ঘটনা ঘটে।

https://twitter.com/i/status/1736462848555950513

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অনেক মানুষ চাপা পড়ে আছে। ইসরায়েলি হামলার মাত্রা বেশি হওয়ায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাদের উদ্ধারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল আগেই রোগী দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে, ফলে জায়গা সংকুলান হচ্ছে না।

জাবালিয়া ও নুসাইরাত শরণার্থী শিবির ছাড়াও উত্তর গাজার বেশ কিছু এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে অন্তত ৬০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। একই সময়ে উত্তর, মধ্য ও পূর্ব গাজায়ও হামলা অব্যাহত রেখেছে দখলদাররা।

উল্লেখ্য, গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা ১৯,০৮৪ জনে দাঁড়িয়েছে, আহত ৫০ হাজারের অধিক। আর ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো চাপা পড়ে আছে ৮,০০০ এর বেশি ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:

1. Israel-Hamas war live: Israeli strikes on Jabalia refugee camp kill 90 - https://tinyurl.com/y3dk44yt

2. Hundreds of Palestinian civilians killed and injured in Israeli bombardment on Gaza - https://tinyurl.com/3zvhad9b

আল-কায়েদার সাহসী অভিযানে ৯১ মালিয়ান সেনা হতাহত

মালির মাসিনা রাজ্যের সেনা ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির জান্তা সামরিক বাহিনীর ৬৮ সেনা নিহত এবং ২৪ সেনা নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় মাসিনা রাজ্যের ফারবুগু শহরে অভিযানটি চালানো হয়েছে। শহরটিতে পরিচালিত এই অভিযানে মোটরসাইকেল ও সাঁজোয়া যানে আরোহী শতাধিক প্রতিরোধ যোদ্ধা অংশ নেন। এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধারা সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থানরত শত্রু সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। ফলশ্রুতিতে শত্রু বাহিনীর অন্তত ৬৮ সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে আরও ২৩ সেনা সদস্য আহত হয়, যাদের মাঝে ১১ জনের অবস্থাই গুরুতর ছিলো। একই সময় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে বন্দী বা নিখোঁজ হয় আরও ২৪ সেনা

অভিযানের এক পর্যায়ে জান্তা সামরিক বাহিনীর বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে বেঁচে পালাতে বাধ্য হয়। সৈন্যদের পলায়নের পর সম্পূর্ণ ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাতে থাকা সমস্ত সাঁজোয়া যান ও অস্ত্র শস্ত্র জব্দ করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় ঘাঁটির অবশিষ্টাংশ ধ্বংস এবং পুড়িয়ে দিয়ে, ঘাঁটি ছেড়ে চলে যান প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

https://files.fm/thumb_show.php?i=97w5udg983
প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে জব্দকৃত অস্ত্র

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যুদ্ধের প্রাথমিক এক রিপোর্টে নিশ্চিত করেছিল যে, অভিযানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে শত্রু বাহিনীর ৩০ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য বন্দী হয়েছে। বিপরীতে ২ জন প্রতিরোধ যোদ্ধাও শত্রুর আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

https://files.fm/thumb_show.php?i=gjdwgm6yeb
জেএনআইএম যোদ্ধাদের হাতে জব্দকৃত অস্ত্র

প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর মিডিয়া 'আয-যাল্লাকা' বরাতে জানা যায়, এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৫টি গাড়ি, ১৪.৫ মিলিমিটার ক্যালেভারের ১টি অস্ত্র, ৩টি দুশকা, ১১টি পিকা, ৪টি আরপিজি, ৩৪টি ক্লাশিনকোভ, ১টি মর্টার এবং ১টি ইএসপিজে সহ প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ জব্দ করেন। সেই সাথে তারা শত্রুর ব্যবহৃত ৩টি সাঁজোয়া যান সহ বেশ কিছু গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩

- মঙ্গলবার ১৯শে ডিসেম্বরে গাজায় জায়োনিস্ট বাহিনীর হামলায় প্রায় ১০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল কুদরা।

- দখলদার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জগ বলেছে, ইসরায়েল দ্বিতীয় বারের মতো বন্দী মুক্তির জন্য যুদ্ধবিরতিতে প্রস্তুত। হামাসের সিনিয়র নেতা ইসমাইল হানিয়া যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় নিয়ে আলোচনায় বসতে বুধবারে মিশরে যাওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

- ফিলিস্তিনি ইসলামি জিহাদ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দুই ইসরায়েলি পুরুষ বন্দী তাদের মুক্তির আবেদন জানাচ্ছে।

- গাজাতে থাকা বন্দীদের মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে বিক্ষোভ করছে ইসরায়েলিরা।

- হুথি বিদ্রোহীদের নীতিনির্ধারকরা বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা প্রসপারিটি জোট আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী। আর এই জোট ইসরায়েলি শক্তির উপকারের জন্য লোহিত সাগরকে সামরিকায়ন করতে চায়।

- গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে ফিলিস্তিনপন্থীরা বিক্ষোভ করেছে।

- ১৯শে ডিসেম্বর আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ উত্তর গাজার আল-জাআতার এলাকায় সন্ত্রাসী জায়োনিস্ট বাহিনীর একটি দলের উপর টিবিজি মিসাইল দিয়ে হামলা চালান। এই হামলায় ৮ জায়োনিস্ট সৈন্য নিশ্চিতভাবেই নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড।

- ৭ জায়োনিস্ট সৈন্য খান ইউনিসের একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ জায়োনিস্ট সৈন্যদেরসহ বাড়িটি বিস্ফোরিত করেন। এতে দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়।

- দখলদার ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৯,৯৬৮ জন। সন্ত্রাসী ইসরায়েলের কতজন সেনা নিহত হয়েছে তার সঠিক হিসাব জানা যায় নি।

মৃণাল কান্তির প্রকাশ্য ইসলাম অবমাননা

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার এদেশে হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া এবং ভারতকে নানান অনৈতিক সুবিধা প্রদানের কারণে সমালোচিত। তাদের আমলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারীদের অধিকাংশেরই ভারতের সাথে লিয়াজু রক্ষা করে চলার বিষয়টিও প্রমাণিত।

শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত মুন্সিগঞ্জের আওয়ামীলীগ নেতা মৃণাল কান্তি দাস তেমনই একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। সম্প্রতি ঘোষিত নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ ৩ আসন থেকে আওয়ামীলীগের মনোনয়ন পেয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক এই মৃণাল কান্তি দাস।

গত ১৮ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৃণাল কান্তি দাসের নির্বাচনি প্রচারাভিযানের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখান দেখা যায়, মৃণাল কান্তি দাস মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় পাশ থেকে তার দলেরই একজন কর্মী নামাজ চলমান থাকায় মিছিল না করতে বলে; উপস্থিত এক মহিলাকেও নামাজের বিষয়ে বলতে শোনা যায়।

একথা শুনে মৃণাল কান্তি দাস ক্ষিপ্ত হয়ে তার দলেরই ঐ নেতাকে ধমক দেয় ও শাসাতে থাকে। মিছিল তো বন্ধ করেই নি বরং ঐ ব্যক্তির মদপানের প্রসঙ্গ এনে নামাজকে জড়িয়ে সে অশোভন মন্তব্যও করে। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং নামাজের প্রতি তার বিদ্বেষ উগরে দেয় সে।

৯০ ভাগ মুসলিমের দেশে মৃণাল কান্তিরা ক্ষমতার দাপটে এভাবেই প্রকাশ্যে ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধানকে অবমাননা করে বেড়ায়। আর মুসলিমরা এর জোরালো কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনা।

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩

আফগানিস্তানে শীঘ্রই উদ্বোধন হবে খাফ-হেরাত রেলওয়ে

খাফ-হেরাত রেলওয়ে দিয়ে খুব শীঘ্রই বাণিজ্যিক পণ্যের চালান যাবে বলে জানিয়েছেন আফগানিস্তান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র আব্দুস সামি দুররানি বলেন, ইরানের মাশহাদ স্টেশন থেকে রুজনাক ঘুরিয়ান স্টেশন পর্যন্ত খাফ-হেরাত রেলওয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই পথে এখন আর কোনো সমস্যা অবশিষ্ট নেই।

তিনি বলেন, "দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাথে আমরা সভা করেছি। সভায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সহযোগিতা বিষয়ে আমরা তাদের সাথে আলাপ করেছি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই পথ দিয়ে আমরা বাণিজ্যিক পণ্যের বিনিময়, আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট প্রত্যক্ষ করব।" ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, "অন্যতম সাশ্রয়ী ও দ্রুত গতির পথ হলো রেলপথ। এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসায়ীরা কম খরচে ও কম সময়ের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে পারেন। আমরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন অংশে রেলপথ তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। পরবর্তী সময়ে এগুলো আরও উন্নত করা হবে।"

আফগানিস্তান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, খাফ-হেরাত রেলওয়ে ইরানের মাশহাদ থেকে শুরু হয়ে আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের রুজনাক ঘুরিয়ান স্টেশনে এসে শেষ হয়েছে। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার। এই রেলপথের চতুর্থ সেকশনের কাজ এখন চলমান রয়েছে।

আফগানিস্তানের রেলপথ প্রকল্পের উন্নতি ও সক্রিয়তার প্রশংসা করেছেন শিল্প ও খনি সমিতি এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সমিতি। এটিকে দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অগ্রগতির জন্য উপকারী হিসেবে দেখছেন তারা।

শিল্প ও খনি সমিতির প্রথম সহকারী সখি আহমাদ প্যায়মান বলেন, "আমরা হেরাত-খাফ রেলওয়ের উদ্বোধন দেখতে আশাবাদী। এর মাধ্যমে আমরা অন্তত আমাদের খনিজগুলো সহজে রপ্তানি করতে পারব এবং আমাদের আমদানি ব্যয় কমিয়ে আনতে পারব। আর করাচি পথের একটি বিকল্প পথ হবে এটি।"

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সমিতির নির্বাহী বোর্ডের প্রধান মিরওয়াইস হুতাক বলেন, "খাফ-হেরাত রেলপথ দ্রুত পণ্য স্থানান্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রকল্প। দেশের বেসরকারি খাত এটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।"

তথ্যসূত্র:

1. ARA: Khaf-Herat Railway to Carry Goods in Near Future - https://tolonews.com/afghanistan-186523

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

• লোহিত সাগরে হুথিদের আক্রমণের জবাবে একটি বহুজাতিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব। এই অপারেশনাল জোটের নাম দিয়েছে প্রসপারিটি গার্ডিয়ান। এক হুথি কর্মকর্তা জানিয়েছে, নব গঠিত এই জোটকেও তারা প্রতিহত করবে।

• যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও প্রসপারিটি গার্ডিয়ান জোটে থাকা অন্য দেশগুলো হলো- বাহরাইন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সিচিলিস, স্পেন এবং যুক্তরাজ্য।

• নুসেইরাত, রাফাহ ও দেইর আল-বালাহতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজা শহরে আল-আহলি হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

• দখলদার জায়োনিস্ট বাহিনী দখলীকৃত পশ্চিম তীরে হামলা চালিয়েছে। আল-ফারআ শরণার্থী শিবিরে সন্ত্রাসীদের হামলায় চারজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• হামাস বলেছে, তারা বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেকোনো আলোচনায় যেতে প্রস্তুত। তবে ইসরায়েল গাজায় বোমা হামলা বন্ধ না করা পর্যন্ত তারা কোনো আলোচনায় যাবেন না।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, তিন ইসরায়েলি বন্দী তাদেরকে মুক্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে তিন ইসরায়েলি বন্দীকে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী নিজেই। এরপর থেকেই বন্দী মুক্তকরণের চাপ বাড়ে সন্ত্রাসী নেতানিয়াহুর উপর। আল-কাসসাম ব্রিগেড ইসরায়েলি বন্দীদের ভিডিও প্রকাশ করার মাধ্যমে সেই চাপ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

• এর আগে আল-কাসসাম ব্রিগেড ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার পর, মুক্তি পাওয়া বন্দীদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, তারা বন্দীত্বকালীন আল-কাসসামের হাতে নিহত হওয়ার ভয় করতো না, বরং ইসরায়েলি বোমা হামলায় নিহত হওয়ার ভয় করতো!

• ১৮ ডিসেম্বর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর মোকাবেলা করেছেন। সন্ত্রাসী ইসরায়েল তাদের আরও দুই অফিসার নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। আরেক সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানায় তারা।

• বেইত লাহিয়াতে আল-ইয়াসিন ১০৫ দিয়ে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের এক সৈন্যবাহী গাড়ি ও একটি ডি৯ সামরিক বুলডোজার ধ্বংস করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ। এরপর আহত জায়োনিস্ট সৈন্যদের উদ্ধার করতে যাওয়া দখলদার বাহিনীর উপর আবার অ্যান্টি-পার্সনেল ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুজাহিদগণ।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন ১৯৭৫৪ জন ফিলিস্তিনি।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের সমর্থনে কাবুলে বিশাল জনসমাবেশ

আফগানিস্তানে বিশাল সংখ্যক মানুষ ফিলিস্তিনের সমর্থনে এবং গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। সমাবেশে যোগদানকারীরা অনতিবিলম্বে গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলা বন্ধের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি এবিষয়ে ইসলামি দেশগুলোর নীরবতারও সমালোচনা করেন। গত ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে অংশ নেওয়া মুহাম্মাদ মুহসিন নামের একজন বলেন, "(ফিলিস্তিনে) নিরীহ মানুষের উপর যে বর্বরতা চালানো হচ্ছে, তা অগ্রহণযোগ্য। আমরা শক্ত ভাষায় এই বর্বরতার নিন্দা জানাই।"

মুহাম্মাদ শায়ান নামের একজন বিক্ষোভকারী বলেন, "গাজায় তারা আগুন জ্বালিয়েছে। গাজার মানুষদেরকে তারা আঘাত করেছে। মানবাধিকার কোথায়? গাজা মুক্ত করতে আমাদেরকে হাতে হাত রাখা উচিত।"

সাবরুল্লাহ নামে আরেকজন বলেন, "গাজায় যা ঘটছে, তা অপরাধ। সেখানে কোনো পানি নেই, সাধারণ মানুষের উপর বোমাবর্ষণ চলছে। আমরা এটিকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করি।"

সমাবেশে যোগদানকারীরা একটি রেজুলিউশন পাঠ করেন। সেখানে তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের কথা জানান। ফিলিস্তিনিদের কাছে মানবিক সাহায্য পাঠানো ও গাজায় চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামি দেশগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টিও তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, ৭ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় অন্তত ১৮,৮৯৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন প্রায় ১২০০ জন ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:

1. Major Rally Held in Kabul in Support for Palestine - https://tinyurl.com/5dhpnmpp

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

• জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৯০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র।

• দক্ষিণ গাজার নাসের হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এতে অন্তত এক শিশু নিহত হয়েছে এবং আরও তিনজন আহত হয়েছে।

• দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর একটি অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল স্কোয়াডকে ফাঁদে ফেলার দাবি করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। কিন্তু হিজবুল্লাহর দাবি, তারা ইসরায়েলি বাহিনীর সদস্যদের হতাহত করেছে।

• সিরিয়ার দামেস্কের কাছে হামলা চালিয়ে অন্তত দুজনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• খাদ্যের জন্য মরিয়া হয়ে রাফাহতে আসা ট্রাকগুলোতে হামলে পড়ছেন ফিলিস্তিনিরা!

• বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, গাজার আল-শিফা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ফ্লোর রোগীতে পূর্ণ ও রক্তস্নাত হয়ে আছে।

• গাজায় ক্যাথলিক চার্চে হামলা চালিয়ে একজন মা ও তার মেয়েকে হত্যা করেছে এক ইসরায়েলি স্নাইপার সন্ত্রাসী। এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে পোপ।

• ১৭ই ডিসেম্বর খান ইউনিস, দেইর আল-বালাহ, বেথেলহাম, তুলকারেম, তুবাস ও নাবলুসে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সন্ত্রাসী ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

• রামাল্লাতে এক সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সেনাকে ছুরিকাঘাত করেছেন একজন ফিলিস্তিনি।

• মধ্য গাজার আল-মাঘরাকা এলাকায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর একটি মারকাভা ট্যাংক ধ্বংস করেছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সারায়া আল-কুদস ও আল-কাসসাম ব্রিগেড যৌথভাবে এই হামলা চালিয়েছেন। এতে জায়োনিস্ট বাহিনীর সদস্যরা আহত ও নিহত হয়েছে।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১৯,০৭৬ জন।

গাজায় অভিযানে নিজেদের ৩ জিম্মিকে 'ভুলবশত' হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী

গাজায় অভিযান চালানোর সময় ভুল করে তিন ইসরায়েলি জিম্মিকে হত্যা করার কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তারা জানায়, ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের হাতে জিম্মি থাকা ওই তিনজনকে দূর থেকে হুমকি ভেবে সেনারা গুলি চালায়, এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যায় ঐ জিম্মিরা।

গত ১৫ ডিসেম্বরের এ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনী বলেছে, ঘটনাটি 'সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে' তদন্ত করা হবে।

তবে এব্যাপারে হামাস মুজাহিদদের পক্ষ থেকে এখনো কিছু নিশ্চিত করা হয়নি।

তাছাড়াও, হানিবল ডিরেক্টিভের অংশ হিসেবে ইসরায়েল নিজেদের লোকদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে তারা বহুবার এমন নিকৃষ্ট কাজের উদাহরণ রেখেছে।

সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করে আসছিল যে, তারা গাজা থেকে সব ইসরায়েলি জিম্মিকে উদ্ধার ও হামাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখন তাদের নিজেদের হাতেই জিম্মিরা নিহত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1. Israeli army says it mistakenly killed three captives held in Gaza - https://tinyurl.com/4p2ks3fa

2. Israeli soldiers recite Jewish prayers, Hannukah songs inside Jenin mosque - https://tinyurl.com/f5j38wjm

---

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম তীরের জেনিনে মসজিদ অবমাননা সন্ত্রাসী ইহুদি সেনাদের

দখলীকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে একটি উদ্বাস্তু শিবিরে অভিযান চালানোর সময় ইসরাইলি সেনারা একটি মসজিদে অনুপ্রবেশ করে মাইকে ইহুদিদের ধর্মীয় সংগীত গেয়ে মসজিদের অবমাননা করেছে। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, মসজিদের লাউড স্পিকারে ওই ইসরায়েলি সেনা ইহুদিদের ধর্মীয় সংগীত 'হানুক্কা' গেয়েছে।

https://twitter.com/msbnouni/status/1735323411755192411

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজগুলোতে দেখা গেছে, ইহুদিদের উৎসব সম্পর্কিত এই 'হানুক্কা' গান গাওয়ার সময় ভিডিওধারণকারী ব্যক্তি হাসছে; সে নিজেও গান গাইছিল তখন। অন্য একটি ভিডিও ক্লিপে মসজিদের ভেতরে সৈন্যদেরকে মাইক্রোফোনে ইহুদি প্রার্থনা পাঠ করতেও দেখা যায়।

উল্লেখ্য, গাজায় চলমান আগ্রাসনে এ পর্যন্ত অন্তত ১৬৭টি মসজিদ ধ্বংস কররে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। গত ১২ ডিসেম্বর জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের আল মিম্বার মসজিদেও হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

তথ্যসূত্র:

1. Israeli army says it mistakenly killed three captives held in Gaza - https://tinyurl.com/4p2ks3fa

2. Israeli soldiers recite Jewish prayers, Hannukah songs inside Jenin mosque - https://tinyurl.com/f5j38wjm

3. Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker - https://tinyurl.com/42cfrpxs

4. Israeli soldiers invade a Mosque in Jenin and sing Talmudic songs from the mosque's pulpit. - https://tinyurl.com/4ajczct9

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

• উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতাল থেকে সন্ত্রাসী ইসরায়েল ৯০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হাসপাতালে অবস্থানকারী মানুষদের বুলডোজার দিয়ে জীবন্ত পিষ্ট করেছে সন্ত্রাসী বর্বর ইসরায়েল।

• জাতিসংঘ জানিয়েছে, রাফাহতে এখন প্রতি কিলোমিটারে ১২ হাজারের বেশি মানুষ বাস করছেন।

• রাফাহতে তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এতে অন্তত ২ জন নিহত ও বাকিরা আহত হয়েছেন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বোমাবর্ষণে ধ্বংসস্তুপের নিচে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন একজন সিনিয়র হামাস কর্মকর্তা।

• নিজেদের তিন বন্দীকে হত্যা করার পর এখন আবার বন্দী মুক্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছে ইসরায়েল।

• হুথির একজন মুখপাত্র বলেছে, তারা ওমানের মধ্যস্থতায় লোহিত সাগরে অপারেশন বিষয়ে আলোচনা করছে।

• পেন্টাগনের প্রধান লয়েড অস্টিন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাচ্ছে। সেখানে সে সমুদ্রে জাহাজের উপর হুথিদের হামলা বিষয়ে বাহরাইনের সাথে আলোচনা করবে।

• আল-জাজিরার ক্যামেরাম্যান সামির আবুদাকাকে হত্যা করায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাছে যাবে আল-জাজিরা।

• গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হওয়া ইসরায়েলের তিন বন্দীর মধ্যে একজন সাদা পতাকা উত্তোলন করেছিল বলে জানিয়েছে এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা।

• চার্চে ঢুকে এক মহিলা ও তার মেয়েকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ইসরায়েল- এমন অভিযোগ জানিয়েছে এক ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১৯,০৭৬ জন।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

• গাজার খান ইউনিসের ফারহানা স্কুলে হামলা চালিয়ে আল-জাজিরার ক্যামেরা সাংবাদিক সামির আবুদাকাকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল। এসময় আহত হয়েছেন আল-জাজিরার গাজা নেটওয়ার্কের প্রধান ওয়ায়েল দাহদুহ।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় আরেক ফিলিস্তিনি সাংবাদিক রামি বুদাইর এবং তিনজন বেসামরিক প্রতিরক্ষাকর্মী নিহত হয়েছেন।

• ইসরায়েল ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তত ৬৬ জন সাংবাদিককে হত্যা করেছে। নিহত ৫৯ জন সাংবাদিকই ফিলিস্তিনি।

• শুজাইয়াতে তিন ইসরায়েলি বন্দীকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী নিজেই! ইসরায়েলি বাহিনী বলছে, তারা ইসরায়েলি বন্দীদেরকে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ভুলক্রমে হত্যা করেছে!

• গাজায় সাহায্য পৌঁছানোর জন্য কারেম আবু সালেম সীমান্ত ক্রসিং খোলা হয়েছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১৮,৮৯৪ জন ফিলিস্তিনি। পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন প্রায় ১২০০ জন।

• খান ইউনিসে জায়োনিস্ট বাহিনীর একটি সৈন্যবাহী গাড়িতে গেরিলা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে ট্যাংকের ভেতরে থাকা ইহুদি সদস্যরা নিহত বা আহত হয়েছে।

১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

• গাজার সরকারি মিডিয়া কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজাজুড়ে যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে অনেক জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলেও সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাচ্ছে না। রেড ক্রস জানিয়েছে, তারা তাদের দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না।

• যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছে, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাক, এমনটা সে চায় না। তবে কীভাবে সাধারণ মানুষের মৃত্যু কমানো যায়, সেদিকে গুরুত্ব দিতে চায়!

• ইয়েমেনের হুথিরা বলেছে, তারা লোহিত সাগরে আরেকটি জাহাজের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। ঐ জাহাজটি ইসরায়েলি মালবাহী ছিল বলে জানিয়েছে তারা। ড্রোন দিয়ে চালানো হয়েছে এই হামলা।

• দখলীকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে এক দিনব্যাপী অভিযান চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। এতে অন্তত ১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও অনেকে।

• ইসরায়েলকে নিয়মিত সমর্থন ও অস্ত্র দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু। সে বলেছে, হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮,৭৮৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদাহ হাফিজাহুল্লাহ জানিয়েছেন, গত ৭২ ঘণ্টায় আল-কাসসাম মুজাহিদিন সন্ত্রাসী দখলদার বাহিনীর ৭২টি সামরিক যান পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছেন। এসব হামলায় জায়োনিস্ট বাহিনীর ৩৬ সন্ত্রাসী সৈন্য সুনিশ্চিতভাবে নিহত হওয়ার তথ্য রয়েছে মুজাহিদিনের কাছে। বাকি আরও সৈন্য নিহত বা আহত হয়েছে। মুজাহিদগণ শত্রুদের থেকে কিছু গণিমতও পেয়েছেন।

১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৩

সেনা ঘাঁটিতে 'জেএনআইএম'এর শহিদী অভিযান, ১২৫ সেনা হতাহত

মালির টিম্বুকটো রাজ্যে নতুন করে অবরোধ আরোপের পাশাপাশি রাজ্যটিতে সামরিক অভিযান বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। সম্প্রতি এই রাজ্যের একটি সেনা ঘাঁটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক অভিযানে অন্তত ৭৩ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) গত ২৪ নভেম্বর শুক্রবার, মালির টিম্বুকটো রাজ্যে একটি বৃহৎ আকারের সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে। অভিযানটি রাজ্যটির নিয়াফুঙ্কি শহরে অবস্থিত ইসলাম বিরোধী মালির "ফামা" সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। উক্ত অভিযানে শত্রু বাহিনীর অন্তত ৭৩ সেনা নিহত এবং আরও ৫২ সেনা আহত হয়।

https://twitter.com/i/status/1728430481329234204

ঘাঁটি ছেড়ে পালাচ্ছে মালির জান্তা সামরিক বাহিনী

আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্র জানায়, অভিযানটি 'জেএনআইএম' প্রতিরোধ যোদ্ধা ভাই আবু দাউদ আল-আনসারী কর্তৃক একটি শহিদী হামলার মাধ্যমে দুপুর ১১টায় শুরু হয়। এরপর অন্যান্য ইনগিমাসী প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। জেএনআইএম যোদ্ধাদের আক্রমণের তীব্রতার ফলে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি মালির সামরিক বাহিনী, মালিয়ান সেনারা তাই দুপুর ১২:৩০ এর মধ্যেই দিকভ্রান্ত হয়ে সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

সূত্রমতে, মুজাহিদদের এই অভিযানে কয়েক ডজন শত্রু সেনা হতাহতের পাশাপাশি, মুজাহিদগণ ৫টি গাড়ি এবং অসংখ্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেন এবং ২ সেনাকে বন্দী করেন।

https://files.fm/thumb_show.php?i=p4nya88jnj
জব্দকৃত যান ও সামরিক সরঞ্জাম

মালির জান্তা সামরিক বাহিনীর এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর, জেএনআইএম যোদ্ধারা নিয়াফুঙ্কি সামরিক ঘাঁটি ও এর আশপাশের এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেছেন। গত ১১ ডিসেম্বর রাজ্যটিতে আবারো পূর্ণ অবরোধ আরোপ করেছে প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এর আগে গত আগস্টে রাজ্যটিতে একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবরোধ আরোপ কররছিল 'জেএনআইএম', পরে গোত্র প্রধানদের মধ্যস্থতায় অবরোধ কিছুটা হালকা করে রাজ্যটির 'জেএনআইএম' গভর্নর। সম্প্রতি রাজ্যটিতে ওয়াগনার ও মালির জান্তা বাহিনীর মানবতা বিরোধী অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে শহরটিতে অবরোধ জোরদার করা হয়।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল অন্তত ১৯৬ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল।

• পশ্চিম তীরের জেনিনেও সামরিক অপারেশন বিস্তৃত করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। ২ দিনে ৪০০ বাড়িঘর ধ্বংস করেছে তারা এবং হত্যা করেছে ১০ জন ফিলিস্তিনিকে। আরও অনেককে গ্রেফতার করেছে।

• জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের আল মিম্বার মসজিদে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• হিজবুল্লাহ বলেছে, তাদের দুই যোদ্ধা নিহত হয়েছে। তবে কীভাবে ও কোথায় নিহত হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি তারা।

• এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুললিভ্যান অঘোষিত এক সফরে সৌদি আরব আছে। সেখানে সে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে। এরপর সুললিভ্যানের ইসরায়েল সফরেরও কথা রয়েছে।

• মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন গাজায় ইসরায়েলি বন্দীদের পরিবারের সাথে সাক্ষাত করেছে। সে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে, বন্দীদের মুক্ত করতে সে যতটুকু সম্ভব যেকোনো চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

• খান ইউনিসে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের তিনটি মারকাভা ট্যাংকে হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা। হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে 'ইয়াসিন-১০৫' এবং 'শাওয়াজ' অস্ত্র।

• শুজাইয়ার ঘটনাকে কঠিন ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছে ইসরায়েলের চিফ অব স্টাফ। সেখানে একদল ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সেনা মুজাহিদগণের ফাঁদে পড়ে। হতাহত সেনাদের নিতে এসে নিজেরাও মুজাহিদগণের হামলার শিকার হয়। মুজাহিদগণ প্রথমে পুঁতে রাখা বিস্ফোরক দিয়ে শত্রু সেনাদের উপর হামলা চালান। পরে গুলি বর্ষণের মাধ্যমে জায়োনিস্ট সৈন্যদের হত্যা করেন। এ হামলায় অন্তত ৭ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েল। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই অফিসার পদের।

• নাবলুসের জাবালুত তুরে জায়োনিস্ট বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

• লেবানন-ফিলিস্তিন সীমান্ত এলাকায় ইসরায়েলের ৬টি সামরিক অবস্থানে হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ।

• জেনিনে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন শহীদ আবু আলী মুস্তাফা ব্রিগেডের যোদ্ধারা। এছাড়াও খান ইউনিস, শুজাইয়া এবং গাজাতে সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

- বীর আল-সাবির একটি হাসপাতালে দখলদার বাহিনীর ৪৯ সন্ত্রাসী সেনা আহত অবস্থায় ভর্তি হয়েছে। এছাড়া তেল আবিব হাসপাতালেও আরও ২৩ জায়োনিস্ট সেনা ভর্তি হয়েছে।

- গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৮,৬০৮ জন।

১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৩

তুফানুল আকসার ৬৭তম দিনে মুজাহিদদের হাতে ধরাশায়ী অন্তত ১০৮ ইসরায়েলী সৈন্য

পবিত্র আল-আকসার ভূমিতে তুফানুল আকসা পরবর্তী ৬৭টি তম দিনে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে ভারী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দখলদার ইসরাইলী বাহিনী। মঙ্গলবারেও গাজায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অভিযানে শতাধিক ইসরায়েলী সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে কয়েক ডজন সাঁজোয়া যান।

আল-কাসসাম ব্রিগেডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দক্ষিণ ও উত্তর গাজার প্রতিটি ফ্রন্ট লাইনে ইহুদি বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। এই অভিযানগুলোতে কাসসাম ব্রিগেড এবং আল-কুদস ব্রিগেড ছাড়াও ফিলিস্তিনের প্রতিটি প্রতিরোধ বাহিনী অংশগ্রহণ করছে।

আল-কাসসাম ব্রিগেডের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, এদিন প্রতিরোধ যোদ্ধারা গাজার শেখ রেদওয়ান এলাকায় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। অভিযানটি দখলদার ইহুদি বাহিনীর ২০ সৈন্যের একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল, যারা এই এলাকার একটি ভবনে অবস্থান নিয়েছিল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে TBG শেল দিয়ে ভবনের ভিতরে আঘাত করেন এবং পরক্ষণেই তীব্র আক্রমণ চালান। এতে ভবনে অবস্থান নেওয়া সমস্ত জায়োনিস্ট সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

https://files.fm/thumb_show.php?i=urqu2vgqwf

সূত্রমতে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা শেখ রিদওয়ান এলাকায় এদিন জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও একটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এলাকাটিতে আল-ইয়াসিন রকেটের পাশাপাশি মেশিনগান দ্বারা দখলদার ইহুদি বাহিনীকে টার্গেট করেন মুজাহিদগণ। এতে জায়োনিস্ট বাহিনীর ৩টি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং অনেক জায়োনিস্ট সৈন্য হতাহত হয়।

একইভাবে খান-ইউনুসে জায়োনিস্ট বাহিনীর ১০ সদস্যের একটি পদাতিক দলকেও টার্গেট করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দখলদার বাহিনীর এই দলটিকে টার্গেট করে দুটি সফল বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান তাঁরা। এতে ইহুদিবাদী সৈন্যরা নিহত হয়।

এদিন বিকালে প্রতিরোধ যোদ্ধারা শুজাইয়াহ শহরের আশাপাশের একাধিক স্থানে জায়োনিস্ট সৈন্যদের লক্ষ্যবস্তু করে তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এই ফ্রন্টে প্রতিরোধ যোদ্ধারা আল-ইয়াসিন-১০৫ শেল দিয়ে শত্রু যানগুলোকে

টার্গেট করেন, পাশাপাশি বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণও ঘটান। এতে ইহুদিবাদী ইসরাইলী বাহিনীর ৭টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেগুলোতে থাকা সৈন্যরা নিহত হয়।

এই হামলার পর ঘটনাস্থলে হাতাহত সৈন্যদের উদ্ধারের চেষ্টা করে জায়োনিস্টদের একটি পদাতিক দল। তখন প্রতিরোধ যোদ্ধারা নিকটতম দূরত্ব থেকে এই দলটিকে RPG শেল দ্বারা সফলভাবে আঘাত করেন। এতে আরও ১টি ট্যাংক ধ্বংস হয়, সেই সাথে জায়নাবাদী এক স্নাইপার কামান্ডো সহ ঘটনাস্থলে আরও ১২ জায়োনিস্ট সৈন্য নিহত হয়। এই অপারেশনের পর ঘটনাস্থল থেকে হতাহত সৈন্যদের অস্ত্র ও সরঞ্জামগুলো জব্দ করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

একই শহরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অন্য একটি ইয়াসিন শেলের আঘাতে জায়োনিস্ট সৈন্যদের ১টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়, আর ট্যাংকের ভিতর থাকা ৩ জায়োনিস্ট নিহত হয়।

অপরদিকে গাজার উত্তরে আল-তাওয়াম এলাকায় "আল-ইয়াসিন ১০৫" ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা একটি জায়নাবাদী পদাতিক বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৬ জায়োনিস্ট সৈন্য নিহত হয়। একইভাবে এই অঞ্চলের আল-কাররা এলাকায় জায়োনিস্টদের আরও একটি পদাতিক দলের সাথে তীব্র সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেখানেও জায়োনিস্ট বাহিনীর অন্তত ৫ সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য আহত হয়।

এদিন গাজার খান-ইউনিস শহরের পূর্ব এবং উত্তর অংশেও তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। এই এলাকাগুলোতে প্রবেশকারী জায়োনিস্ট শত্রুদের অবস্থান লক্ষ্য করে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারী-ক্যালিবারের মর্টার শেল দ্বারা আঘাত করেন, ফলে শত্রুসারিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং শত্রু বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে জাবালিয়া ক্যাম্পের পশ্চিম ফ্রন্ট লাইনে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল জায়োনিস্ট সৈন্যরা, সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই অঞ্চলে জায়োনিস্ট বাহিনীর সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে পরপর দুটি শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। একই সাথে নিকটতম দূরত্ব থেকে জায়োনিস্টদের লক্ষ্য করে তীব্র আক্রমণ চালান তাঁরা। ফলশ্রুতিতে সেখানে কয়েক ডজন জায়োনিস্ট সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

একই সময় জায়োনিস্ট ইসরায়েলি বাহিনীর একটি পদাতিক দল ক্যাম্পের একটি ভবনে হামলা চালানোর লক্ষ্য অগ্রসর হয়। জায়োনিস্টরা ভবনটির প্রধান ফটক উড়িয়ে দেয় এবং ভবনে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রতিরোধ যোদ্ধারা আগেই এই হামলার খবর পেয়েছিলেন, এবং বেশ কয়েকজন প্রতিরোধ যোদ্ধা ক্যাম্পের আবু রশিদ পুলের কাছে আগে থেকেই লুকিয়ে ছিলেন। আর জায়োনিস্ট হামলা চালিয়ে বিজয়ের হাসি হাসতেই, প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের প্রকৃত বাস্তবতা দেখিয়ে দিতে শুরু করেন। তাঁরা প্রথমে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জায়োনিস্টদের বিভ্রান্ত করেন এবং পরে টার্গেট করে করে গুলি চালাতে থাকেন। আল-কাসসাম ব্রিগেডের তথ্যমতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানে ১৫ জায়োনিস্ট সৈন্য নিহত হয়েছে। আর বাকিদেরকে প্রতিরোধ যোদ্ধারা দিকভ্রান্ত করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ধাওয়া করেন।

https://files.fm/thumb_show.php?i=vy3gnekfvs

এদিকে জায়োনিস্ট ইসরায়েলী বাহিনী স্বীকার করেছে যে, উত্তর গাজায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে জায়োনিস্ট বাহিনীর ৪ অফিসার সহ ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। নিহত এই সৈন্যরা ১৩তম ব্যাটালিয়নের সদস্য; তারাই ১৩ নভেম্বর গাজার সংসদ ও পুলিশ সদর দফতর দখল করার পর ছবি তুলেছিল।

এছাড়াও, ইসরায়েলের সোরোকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, এদিন তাদের হাসপাতালে ৩০ আহত ইসরায়েলি সৈন্যকে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থাই গুরুতর।

উল্লেখ্য, কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, স্থল হামলা চালালে গাজাকে ইসরায়েলি বাহিনীর কবরস্থানে পরিণত করা হবে। মুজাহিদরা তাদের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছেন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

আলিগড় থানায় মুসলিম নারীকে হিন্দু পুলিশ অফিসারের গুলি

গত ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের কোতোয়ালি নগর থানায় ইশরাত নিগার নামের ৫২ বছর বয়সী এক মুসলিম নারীকে গুলি করে মনোজ শর্মা নামের এক হিন্দু পুলিশ অফিসার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স' এ ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মনোজ তার এক সহকারী থেকে একটি পিস্তল হাতে নিয়ে সেটিকে লোড করে এবং তা ইশরাতের দিকে তাক্ করে পিস্তলটি দেখতে থাকে। এরপর পিস্তলের ট্রিগারে চাপ পড়লে গুলি সরাসরি গিয়ে নিগারের মাথায় লাগে। ঘটনার সময় ইশরাতের ছেলে জিশান তাঁর পাশেই ছিলেন। গুলি লাগার সাথে সাথেই ইশরাত মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনাস্থলে সুবহান নামে অপর এক প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। তাঁর এক ভিডিও বিবৃতির বরাতে জানা যায় যে, মনোজ শর্মা নামের সেই অফিসার ইশরাতের কাছে ঘুষ দাবি করেছিলো। সে আরও বলে যে, ঘটনার পরপরই অন্য আরেক পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং অন্যদের সাথে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এমনকি ঘটনার পর ইশরাতের ছেলে জিশানকেও একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। 'এক্স' এ ভাইরাল হওয়া অন্য আরেক ভিডিওতে দেখা যায় সুবহানকে টেনে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। জনগণ এতে বাধা দিলে সুবহানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে, ইশরাত উমরাহ করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট বানিয়েছিলেন এবং তা ভেরিফিকেশনের জন্য সেদিন থানায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের দাবি যে, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের দায়িত্বে থাকা মনোজ ইশরাতের কাছে ঘুষ দাবি করেছিল এবং এটা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছিলো।

অপরদিকে পুলিশ বিভাগসহ হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন মিডিয়া ঘটনাটি 'ভুলবশত' হয়েছে বলে প্রচার করছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইশরাতকে জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

তথ্যসূত্র:

1. Aligarh: Veiled Muslim Woman Shot 'Mistakenly' during Passport Verification at Police Station - https://tinyurl.com/59tszhke

2. Video link - http://tinyurl.com/fxzxx2uc

3. Video link - http://tinyurl.com/yc29pxz2

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩

• জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রবল সমর্থনের ফলে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। জাতিসংঘে ১৫৩টি দেশের ভোট পড়ে যুদ্ধবিরতির পক্ষে, ১০টি 'পক্ষ' যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে ভোট দেয়। বিরুদ্ধে ভোটপ্রদানকারী পক্ষগুলো হলো: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, চেকিয়া, গোয়েতেমালা, ইসরায়েল, লাইবেরিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, নাউরো, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ে। আর ইতালি, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, রোমানিয়াসহ ২৩টি দেশ গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট প্রদান করা থেকে বিরত থাকে।

• গাজা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক স্থানে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা।

• ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনী উত্তর গাজার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে হামলা চালাচ্ছে।

• গাজায় নির্বিচারে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে ইসরায়েল সমর্থন হারাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সন্ত্রাসী ইসরায়েলের গাযায় যুদ্ধের ব্যাপারে বৈশ্বিক নানা চাপে যুক্তরাষ্ট্রের সুর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

• পশ্চিম তীরের জেনিনে সন্ত্রাসী ইসরায়েল অন্তত ৬ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা-ই ড্রোন হামলা চালিয়ে ঘটানো হয়েছে।

• জাবালিয়া ক্যাম্পের পশ্চিমে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালিয়ে ১৫ সন্ত্রাসী সেনাকে খতম করার কথা জানিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড।

• ১১৪mm স্বল্প-পাল্লার "রাজুম" মিসাইল ব্যবহার করে গাজা শহরের দক্ষিণে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের ফিল্ড কমান্ড সদর দফতরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড।

• গাজা শহরের শেখ রেদওয়ান বসতিতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের তিনটি সামরিক যানকে 'ইয়াসিন-১০৫' গোলা দিয়ে হামলা করেছেন। এরপর শত্রু বাহিনীর পদাতিক বাহিনীর সাথে মেশিনগান দিয়ে গোলাগুলি করে তাদের হতাহত করেছেন মুজাহিদগণ।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত ১৮ হাজার ৪১২ জন ফিলিস্তিনি।

ফটো রিপোর্ট || বন্যার্তদের মাঝে শাবাবের ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তা বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বন্যার্তদের উদ্ধারের পাশাপাশি তাদেরকে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিরোধ বাহিনীর "বন্যা ব্যবস্থাপনা কমিটি" দেশের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে বন্যা কবলিত হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ এবং উঁচু আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নিয়েছে। এসময় প্রতিরোধ বাহিনী থেকে বন্যার্তদের জন্য খাদ্য, ঔষধ এবং মশারি সহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। একই সাথে এসব পরিবারকে ৪০ ডলার করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে শাবাব প্রশাসন।

সূত্রমতে, গত ১০ ডিসেম্বরও আশ-শাবাবের পক্ষ থেকে জুবা রাজ্যের ৬টি গ্রামের শত শত মানুষকে ঔষধ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমের কিছু চিত্র আল-ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হল -

একসাথে দেখুন- https://files.fm/u/vgpc4r9q5y

https://alfirdaws.org/2023/12/13/65676/

১২ই ডিসেম্বর, ২০২৩

শাবাবের একাধিক অপারেশনে সরকারি মিলিশিয়া প্রধান সহ নিহত ২১ সেনা

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকার নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে অভিযান জোরদার করেছে আশ-শাবাব। অঞ্চলগুলোতে সোমালি সরকার নিয়ন্ত্রিত গুরত্বপূর্ণ একাধিক এলাকায় শাবাবের তীব্র আক্রমণে একদিনেই নিহত হয়েছে এক মিলিশিয়া প্রধান সহ প্রায় দুই ডজন সৈন্য।

শাহাদাহ্ নিউজ সহ অন্যান্য স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, গত ১০ ডিসেম্বর শাবাবের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করা হয় কেন্দ্রীয় মাদুগ অঞ্চলে, সোমালি সরকারের মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধানকে লক্ষ্য করে। অভিযানের শুরুতেই অত্র অঞ্চলের মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধান নিহত হয়। সেই সাথে তার সঙ্গী আরও ৫ মিলিশিয়া নিহত হয়, আর ২ মিলিশিয়া শাবাবের হাতে বন্দী হয়।

এদিন বাকুল রজ্যের উপকূলীয় হাদর শহরেও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাঝারি ধরনের অস্ত্র দ্বারা চালানো হয় অভিযানটি। এতে সোমালি বাহিনীর ১ অফিসার সহ অন্তত ১১ সৈন্য হতাহত হয়।

হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা আরো একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেন মধ্য শাবেলি রাজ্যের হোদলি এলাকায়, পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক চৌকি লক্ষ্য করে। অভিযানে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বাহিনীর ৫ সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে প্রতিরোধ যোদ্ধারা সামরিক চৌকি থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেন, সেই সাথে অভিযানের তথ্যচিত্রও নথিভুক্ত করেন।

বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পরপরই পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকার ও সেনাবাহিনীর উপর শাবাবের এই অভিযানগুলো জানান দিচ্ছে যে, আশ-শাবাব সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে কতটা সক্ষম।

ব্রেকিং || পাকিস্তানের সামরিক কেন্দ্রে টিজেপির যুগান্তকারী অভিযান, হতাহত ৮৫ সেনা

উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে একটি সামরিক ঘাঁটিতে একটি ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান টিজেপি। এতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫১ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোররাত ৩:২০-এর দিকে খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের ডেরা ইসমাইল খান শহরের দারাবান এলাকায় এই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির মিডিয়া জানায়, প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে একটি গাড়ি বোমা দিয়ে সামরিক কেন্দ্রে ইস্তেশহাদী আক্রমণ চালান, তারপর বেশ কয়েকজন প্রতিরোধ যোদ্ধা সামরিক কেন্দ্রে ঢুকে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে লড়াই শুরু করেন। অন্তত ৬ জন মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদিন অন্যান্যবারের মতোই বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করে দাবি করে যে, এই আক্রমণে তাদের ৩ সেনা নিহত এবং ১৫ সেনা আহত হয়েছে। মুজাহিদদের আক্রমণটি সফলভাবে প্রতিহত করার দাবিও করে তারা। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসনের "জরুরি উদ্ধার পরিষেবা সংস্থা"র কর্মকর্তা আয়াজ মাহমুদ এদিন দুপুরে জানান, "অভিযানে ২৪ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে। আমরা এখনো কেন্দ্রের ভিতরে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি"।

একই তথ্য দুজন সামরিক কর্মকর্তার বরাতে নিশ্চিত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্সও।

অন্যদিকে, তেহরিক জিহাদ পাকিস্তান (টিজেপি) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ২ মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করে। ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধান ফটকে বিকট শব্দে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের পর প্রায় অচেতন হয়ে কেন্দ্রের ভিতরে পরে আছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। আর সে অবস্থাতেই বেশ কিছু সেনা সদস্যকে টার্গেট করে করে হত্যা করেন টিজেপি যোদ্ধারা।

https://twitter.com/i/status/1734499846013243488

টিজেপির এমন ভিডিওর পর পাকিস্তান সামরিক বাহিনী স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, অভিযানে তাদের ২৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ২৮ সৈন্য আহত হয়েছে। অপরদিকে স্বাধীন সংবাদ সূত্রগুলো জানায়, এই অভিযানে অন্তত ৫১ সেনা সদস্য নিহত এবং আরো ৩৪ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২ জন ক্যাপ্টেন ও ১ জন লেফটেন্যান্ট কর্নেলও রয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, যুদ্ধ প্রায় ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত চলেছে। আর এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুজাহিদদের মধ্যে ১ জন ছিলেন ইস্তেশহাদী এবং অন্য আরও ৩ জন ছিলেন ইনগিমাসী যোদ্ধা। শত্রুসেনা হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানা গেছে টিজেপি সূত্রে।

উল্লেখ্য, টিজেপি ৪ নভেম্বর ভোরে পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি বিমান ঘাঁটিতে তাদের প্রথম যুগান্তকারী অভিযানটি চালিয়েছিল। সেই অভিযানে দেশটির সামরিক বাহিনীর ১টি ট্যাংক সহ ছোট বড় অন্তত ৪০ টি বিমান ধ্বংস হয়েছিল। নিহত হয়েছিল বিমান বাহিনীর অন্তত ৩০ অফিসার ও সৈনিক। সেসময়ও প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের মাত্র ৪ টি বিমান ধ্বংসের দাবি করেছিল, যে দাবি পরবর্তীতে টিজেপির বিবৃতিতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ইয়েমেনে আল-কায়েদা ও UAE এর ভাড়াটে বাহিনীর মধ্যে বন্দী বিনিময়

ইয়েমেনের একটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ২ জন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধা। বৈশ্বিক প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার সাথে যুক্ত এই মুজাহিদদের একটি বন্দী বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে মুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৬ ডিসেম্বর ইয়েমেনের শাবওয়াহ রাজ্যের একটি কারাগারে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাঁরা। প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ তাদের অফিসিয়াল মিডিয়া থেকে একটি বিবৃতি ও ২টি ছবি প্রকাশের মাধ্যমে বন্দী বিনিময়ের তথ্যটি নিশ্চিত করেছে। বিবৃতি থেকে জানা যায়, বন্দী বিনিময়টি সংযুক্ত আরব-আমিরাতের ভাড়াটে STC বাহিনীর সাথে হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে, দলটি অত্যাচারীদের কারাগারে বন্দী থাকা মুজাহিদ ও নিরপরাধ সকল ভাইদের মুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর এই লক্ষ্যে দলটি তাদের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, UAE এর ভাড়াটে STC বাহিনীর সাথে বন্দী বিনিময়ে আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার এটিই প্রথম অফিসিয়াল বিবৃতি। এর আগে ইরানের মদদপুষ্ট শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের সাথে বেশ কিছু বন্দী বিনিময় করেছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শারিয়া হুথিদের সাথে অফিসিয়ালি তাদের সর্বশেষ বন্দী বিনিময়টি করেছিল চলতে বছরের সেপ্টেম্বরে। সেখানে ৯ হুথি বিদ্রোহীর বিনিময়ে ২৯ জন প্রতিরোধ যোদ্ধাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী হুথি বিদ্রোহীরা ২৯ জনকে মুক্তি না দিয়ে ১৩ জনকে মুক্তি দেয়। ফলে আনসারুশ শরিয়াহ্ও তাদের হাতে বন্দী থাকা ৩ হুথিকে মুক্তি দেয়। অন্য বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে উভয় দলের মাঝে আলোচনা চলমান ছিল বলে জানা যায়।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

• জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক প্রতিবেদক মাইকেল ফখরি বলেছেন, “গাজার প্রত্যেক ফিলিস্তিনিই ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে।” বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে তিনি বলেন, বিশ্ববাসী একটি গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছে।

• হামাস নেতা ওসামা হামদান আল-জাজিরাকে বলেন, ইসরায়েলকে আগে গাজায় হামলা চালানো বন্ধ করতে হবে। এর আগে বন্দী বিনিময় নিয়ে নতুন কোনো আলোচনা হবে না।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল বলেছিল গাজার সাথে যুক্ত কারেম আবু সালেম সীমান্ত ক্রসিং সাহায্য প্রবেশের জন্য খুলে দেবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেবল মিশরের রাফাহ ক্রসিংয়ে সাহায্য ঢুকতে দিচ্ছে। বাস্তব অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বলেও জানিয়েছেন একজন বিশ্লেষক।

• আল জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরিফের বাবাকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে আনাসের পারিবারিক বাড়িতে হামলা চালালে তিনি নিহত হন।

• গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা প্রায় ১৮,২৭২ জন। পশ্চিম তীরে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১১৪৭ জন।

• দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর একটি দলকে মর্টার শেল দিয়ে ধ্বংস করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• আল-কুদস ব্রিগেডের যোদ্ধারা দখলদার ইসরায়েলের উপর হামলা করার ভিডিও প্রকাশ করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলি ট্যাংককে খুব কাছ থেকে হামলা করে ধ্বংস করেছেন তারা।

১১ই ডিসেম্বর, ২০২৩

পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে টিটিপির অভিযান অব্যাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। ফলে চলতি মাসের প্রথমার্ধে (৯দিনে) প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে হতাহত হয়েছে অন্তত ৩৫ সেনা।

প্রতিরোধ বাহিনীর অফিসিয়াল মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, টিটিপি যোদ্ধারা গত ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ২১টি অভিযান পরিচালনা করছেন। এছাড়াও মার্কিন মদদপুষ্ট এই বাহিনীর ২টি হামলা সফলভাবে প্রতিহত করেছেন মুজাহিদগণ।

সূত্রমতে, পাকিস্তানি বাহিনী গত ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের জারমালনা এলাকায় টিটিপির অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তখন প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেনাবাহিনীর হামলা ব্যর্থ করে দেন। সেখানে টিটিপি যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং অপর ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এই অভিযানের একদিন পর, বান্নু প্রদেশের গুদিয়াম জেলায় টিটিপির বিরুদ্ধে একটি অভিযান শুরু করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ফলে টিটিপি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে তীব্র লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাদের এক অফিসার সহ ২ সেনা সদস্যকে হারিয়ে হামলা বন্ধ করে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেই সাথে গুরুতর আহত আরও ১ সেনার দেহ নিয়ে অন্যরা পালিয়ে যায়।

অনুরূপ গত ৫ ডিসেম্বর স্পিনওয়াম জেলার আবখেল এলাকায় আরও একটি হামলা প্রতিহত করেছেন টিটিপি যোদ্ধারা। এসময় টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ চালালে হানাদার বাহিনীর ২ সদস্য নিহত এবং অন্য ১ সৈন্য আহত হয়। সেই সাথে প্রতিরোধ যোদ্ধারা নিরাপদে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

এমনিভাবে গত ১ ডিসেম্বর রাতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারোগা জেলায় একটি সফল আক্রমণ চালানোর দাবি করে। সূত্রমতে, অভিযানটি উক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি সেনা কনভয়ে অতর্কিত হামলার মাধ্যমে চালানো হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সেনা সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

একই রাতে মীর আলি জেলার বাইপাস রোডের একটি সেনা পোস্টে আক্রমণ চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় টিটিপির লেজার গান হামলায় ২ সেনা নিহত হয় এবং অন্য ১ সেনা সদস্য আহত হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মেশতা এলাকায় নির্মাণাধীন একটি সেনা ফ্রন্টে অতর্কিত একটি আক্রমণ চালান টিটিপি যোদ্ধারা। এতেও ১ সেনা নিহত এবং অন্য ২ সেনা আহত হয়।

একইভাবে গত ৪ ডিসেম্বর ডিআই খান প্রদেশের জারমালনা এলাকায় পাক-বাহিনীর আরও একটি সেনা ফ্রন্টে অভিযান পরিচালনা করেন টিটিপি যোদ্ধারা। ফলস্বরূপ মার্কিন পদদপুষ্ট সেনাবাহিনীর ২ সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়।

এদিন রাত ৮টার দিকে বান্নু প্রদেশের মালিকশি এলাকায় একটি সেনা পোস্টে লেজার গান সহ হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালান টিটিপি যোদ্ধারা। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর ২ সেনা নিহত হয়। সেখানে একটি নিরাপত্তা ক্যামেরা ধ্বংস করে দেন মুজাহিদগণ।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদ: মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদ সভায় হামলা

পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের শেখ নজরুল নামে একজন মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। উগ্র হিন্দুরা চোর আখ্যা দিয়ে ঐ অসহায় ব্যক্তিকে ব্যাপক মারধর করলে ঐ মুসলিম ব্যক্তি মারা যায়। গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার চন্দননগরের হরিজন পল্লী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়, ৪০ বছর বয়সী শেখ নজরুল দিল্লি রোডে ছেলে রাহুলের সাথে রিক্সায় ভাঙারি ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শানু চট্টোপাধ্যায় নামের এক হিন্দু ফুল ব্যবসায়ী হঠাৎ নজরুলকে চোর আখ্যা দিয়ে সাথে থাকা কিছু লোক নিয়ে নজরুলের উপর আক্রমণ করে।

দ্য অবজারভার পোস্টের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে রাহুল তার বাবার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ এবং বাজে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেন, "আমার বাবা দিল্লি রোডের পাশে একটি কারখানায় কাজ করতেন এবং পুরানো লোহার যন্ত্রাংশ কেনা-বেচা করতেন। সেদিন সকালে ওই মালামালগুলো হরিজন পল্লীর দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ফুল ব্যবসায়ী আমার বাবার বিরুদ্ধে চুরির মালামাল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে তাকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। আমি ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই। পরে চাচাকে সাথে নিয়ে ফেরার সময় বাবাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখি। আমরা আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তার মৃত্যুর কথা জানায়। ডাক্তাররা আরো জানান যে, প্রচন্ড আঘাতেই তিনি মারা গেছেন।"

অবশ্য চন্দননগর এর ডিসির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। তবে অতীতে মুসলিম নিধনের ঘটনায় হিন্দু আসামিদেরকে সহজেই জামিন ও মুক্তি পেয়ে বেড়িয়ে যেতে দেখা গেছে।

এই ঘটনার পরদিন ৬ ডিসেম্বর, ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩১ তম বছর উপলক্ষ্যে প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুর অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস এপিডিআর। কিন্তু সেই জনসভা উগ্র হিন্দুদের হামলায় পণ্ড হয়ে যায়।

এপিডিআরের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সশস্ত্র হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা তাদের সভায় আক্রমণ করে এবং হিন্দুত্ববাদী জয় শ্রী রাম শ্লোগান দিতে থাকে। তিনি বলেন, “হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত ৪০-৫০ ব্যক্তি আমাদের সভাকে ব্যাহত করে। পরে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে তাদের বাধা দেয়, যার ফলে হাতাহাতি হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।”

এখানে প্রথম বিষয় হচ্ছে, মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ হিন্দুত্ববাদীরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর আদালতের রায় নিয়ে এখন মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে; মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করলে সেখানেও হামলা করছে হিন্দুত্ববাদীরা।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি নিজেদের অবস্থান ক্রমশ দৃঢ় করছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হারলেও, তাদের আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আরেকবার সেখানে ক্ষমতায় আসলে তারা এআরসি করবে এবং লাখ লাখ মুসলিমের নাগরিকত্ব হরণ করে বাংলাদেশে পাঠাবে বলে আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে; ঠিক যে কাজটিই তারা এখন করছে আসামে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindutva Rising: Muslim man lynched, day later Hindutva groups disrupt protest for Babri in West Bengal - https://tinyurl.com/mvh86mnk

2. Hindutva Groups Chanting ‘Jai Shri Ram’ Disrupt Babri Masjid Protest in West Bengal’s Sonarpur - https://tinyurl.com/4tntr2bx

---

টোগোতে আল-কায়েদার অভিযানে ১৯ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টোগোতে সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে সম্প্রতি তীব্র লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এতে টোগোলিজ বাহিনীর অন্তত ৩ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রমতে, গত ৩ ডিসেম্বর লড়াইয়ের এই ঘটনা ঘটেছে। এদিন রাতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএমের যোদ্ধারা বুরকিনা ফাসো সীমান্তবর্তী টোগোর পগনুন এলাকায় অবস্থিত সেনবাহিনীর একটি সীমান্ত পোস্ট লক্ষ্য করে অভিযান চালান। এতে দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ১৬ সৈন্য আহত হয়।

এই অভিযানের সময় উক্ত এলাকায় টোগোলিজ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলো কর্নেল কোম্বাতে, যার বাহিনীর সাথে জামাত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের যোদ্ধাদের দীর্ঘ ৩ ঘন্টা যাবৎ লড়াই হয়। অভিযানের এক পর্যায়ে টোগোলিজ বাহিনী নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে আকাশ অভিযানের আবেদন করে। ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ঘটনাস্থলে বিমান হামলা চালানো শুরু হয়। তখন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা ঘটনাস্থল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। এর আগেই অবশ্য শত্রুবাহিনীর ১৯ সেনাকে ধরাশায়ী করেন মুজাহিদিনরা।

উল্লেখ্য, পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে নিজেদের দ্বীন কায়েমের জিহাদ শুরু করে আল-কায়েদা তথা জেএনআইএম পরবর্তীতে সীমান্ত সংলগ্ন বুরকিনা ফাসোতেও অবস্থান দৃঢ় করে। আর বর্তমানে তারা বুরকিনা ফাসো সীমান্ত ছাড়িয়ে টোগো, বেনিন ও আইভরি কোস্টের মতো দেশগুলোতেও নিজেদের অভিযান বিস্তৃত করেছেন।

আর ফ্রান্স ও জাতিসংঘ সহ স্থানীয় ক্রুসেডার শক্তিগুলো ইতিমধ্যেই গোটা পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চল ছেড়ে যেতে শুরু করেছে, যার শুরু হয়েছিল দখলদারদের মালি ছেড়ে পলায়নের মাধ্যমে।

---

৪ বিলিয়ন আফগানি অর্থমূল্যের ১৮টি প্রকল্পের অনুমোদন

আফগানিস্তানের জাতীয় প্রকিউরমেন্ট কমিশন (NPC) প্রায় ৪ বিলিয়ন আফগানি প্রকল্পিত ব্যয়ের ১৮টি ভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ইমারতে ইসলামিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক উপপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

নির্ধারিত এজেন্ডা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করতে মারমারিন প্রাসাদে নিয়মতান্ত্রিক বৈঠক আহ্বান করেন প্রকিউরমেন্ট কমিশন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি বিষয়ক উপ প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার আখুন্দ।

আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত ২৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১৮টির অনুমোদন দেওয়া হয়। বাকি ১০টি প্রকল্পের ৫টিকে আরও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমিটিকে। আগামী জাতীয় প্রকিউরমেন্ট কমিশনের বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। আর বাকি ৫টি প্রকল্পের প্রস্তাবনা ব্যাপকভাবে মূল্যায়নের জন্য জাতীয় প্রকিউরমেন্ট অধিদপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে জাতীয় প্রকিউরমেন্ট কমিশনের প্রধানের কাছে রিপোর্ট দেবেন। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন করা হবে জাতীয় প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, গণপূর্ত, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি, দা আফগানিস্তান ব্রেশনা শেরকাত এবং কাবুল পৌরসভাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে। এগুলোর মোট অর্থ মূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন আফগানি।

প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হলো – ছাক ওয়ারদাক বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ করা, আরগান্দি থেকে গজনি পর্যন্ত ২২০ কিলোভোল্ট পাওয়ার লাইনের সম্প্রসারণ, হেরাত এবং তোরগন্ডিতে ২২০ কিলোভোল্ট নূরুল জিহাদ লাইনের জন্য ইনস্যুলেটর স্থাপন, শাহর-ই-সাফা থেকে মাঞ্জা পর্যন্ত সড়ক পুনর্নির্মাণ, কাবুল-লোগার সড়কের দ্বিতীয় লেনের কাজ সম্পন্ন করা, নাগরিকদের জন্য উচ্চমানের এবং দ্রুত ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

এই প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে আফগানিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. NPC approves 18 projects worth around 4 billion AFN - https://tinyurl.com/4pkeyeat

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৩০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৫৫০ এরও অধিক।

• ইউএনআরডব্লিউএ- এর কমিশনার জেনারেল বলেছে, গাজায় খাদ্য, পানি ও জ্বালানি যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

• দক্ষিণ লেবাননের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী বলেছে, ভুল হিসাবনিকাশের ফলে বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

• দোহা ফোরামকে কাতারের প্রধানমন্ত্রী বলেছে, গাজা যুদ্ধের ফলে মধ্য প্রাচ্যের একটি প্রজন্ম 'মৌলবাদী' হয়ে ওঠার 'ঝুঁকি' রয়েছে। নতুন কোনো যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাও সংকীর্ণ হয়ে আসছে বলে জানিয়েছে কাতারের প্রধানমন্ত্রী।

• জর্দানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, গণহত্যা চালিয়ে গাজাকে ফিলিস্তিনিমুক্ত করার চেষ্টা করছে ইসরায়েল।

• রবিবারে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা সন্ত্রাসী ইসরায়েলের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে ইহুদি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের ১৩ সদস্যের একটি দল সুজাইয়া বসতির এক বাড়িতে টানেলের মুখ খুঁজছিল। আল-কুদস ব্রিগেডের এক যোদ্ধা টানেল থেকে বেরিয়ে দুই সন্ত্রাসী ইহুদিকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং পরে পুরো বাড়িটিই গুড়িয়ে দেন। এতে বাকি থাকা সন্ত্রাসী ইহুদিরা আহত বা নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে আল-কুদস ব্রিগেড।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছেন, গাজা শহরের সুজাইয়াতে তারা ইসরায়েলের ৫টি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া সৈন্যবাহক (এপিসি), এবং তিনটি বুলডোজারে আক্রমণ চালিয়েছেন।

• গাজা শহরের আল-জালাআ স্ট্রিটে সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী বাহিনীর ৪টি মারকাভা ট্যাংক এবং একটি সামরিক বুলডোজারে হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• খান ইউনিসের উত্তর-পূর্বে ১৫ দখলদার সেনা এবং জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে আগ্রাসন চালানো আরও একদল সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী বাহিনীর উপর হামলা করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরেও দখলদার বাহিনীর দুটি মারকাভা ট্যাংক ও একটি সামরিক বুলডোজারে আক্রমণ চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• গত ৪৮ ঘণ্টায় দখলদার বাহিনীর মোট ৪৪টি ট্যাংক, সামরিক যান ও বুলডোজার পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ। এছাড়াও কমপক্ষে ৪০ শত্রু সেনা নিশ্চিতভাবেই নিহত হয়েছে। বাকি আরও বহু সংখ্যক সন্ত্রাসী শত্রু সেনা আহত এমনকি নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১০ই ডিসেম্বর, ২০২৩

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩১ বছর এবং আমাদের অনুভূতি

৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২। উপমহাদেশের মুসলিমদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণের এই দিনে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় হিন্দুত্ববাদী শক্তি।

হিন্দুত্ববাদী শক্তির দাবি, অযোধ্যার এই স্থানেই নাকি তাদের কল্পিত দেবতা রামের মন্দির ছিল। জোরালো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই পরবর্তীতে এই অলীক ধারনার পক্ষে সাফাই পেশ করে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। এর ভিত্তিতে আদালতও রায় দেয় যে- বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ হবে, আর মুসলিমদের মসজিদের জন্য আলাদা প্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

হিন্দুত্ববাদীরা তাদের প্রজন্মান্তরে লালিত মুসলিম বিদ্বেষ চরিতার্থ করেছে; কাল্পনিক অখণ্ড ভারত বাস্তবায়ন ও হিন্দু রাষ্ট্র বিনির্মাণে এটি ছিল তাদের অন্যতম একটি অর্জন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ৩১ বছর পার হয়ে গেছে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ইতিমধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চার করেছে। তারা প্রকাশ্যে আশেপাশের মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে গ্রাস করে নেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। আর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিজয় উদযাপন করতে করতে তারা ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে- 'আয়োধ্যা স্রেফ ঝাকি হেয়, কাশি মাথুরা বাকি হেয়।' বাবরি মসজিদ ধ্বংসের একই কায়দায় তারা মাথুরার জামে মসজিদ, কাশি ও মহিশুরের বিখ্যাত মসজিদগুলো সহ অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক মসজিদকেই 'মন্দিরের উপর নির্মিত' বলে অভিযোগ এনে ধ্বংস করার পায়তারা করছে। মাথুরার জামে মসজিদে ইতিমধ্যে নামাজ স্থগিত করা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে আরও বেশ কয়েকটি মসজিদের সাথে।

আর বাবরি মসজিদেরর জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীরা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। মুসলিমদের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করে তারা ভারতের ইতিহাস থেকে মুসলিমদের অবদান মুছে দেওয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে। মুম্বাইয়ের আওরঙ্গাবাদের মতো অনেক ঐতিহাসিক স্থানের নামও তারা ইতিমধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আশেপাশের মুসলিম ভূমিগুলো দখল করে মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত বিনির্মাণের প্রস্তুতি ও ঘোষণাও সম্পন্ন। গ্রেগ্রি স্ট্যান্টের মতো গণহত্যা বিশেষজ্ঞরাও সতর্ক করেছেন যে, ভারত ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। ভারতের অসহায় মুসলিমরা যেন নতুন দিনের মুহাম্মাদ বিন কাশিম আর মাহমুদ গজনবীদের পথ চেয়ে অপেক্ষায় রয়েছে।

বাবরি মসজিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত চত্বর আমাদের পৌরুষদীপ্ত সুপ্ত বীরত্বের অনুভূতিতে জাগরণী দোলা দেবে কি?

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার পাশাপাশি কেনিয়ায় শাবাবের অভিযান

পূর্ব আফ্রিকায় চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে সোমালিয়ার শারিয়া শাসিত অঞ্চলগুলোতে দুর্গম অঞ্চল থেকে মানুষকে উদ্ধারের পাশাপাশি বন্যার্তদের কাছে প্রয়োজনীয় ত্রান ও ঔষধ পৌঁছে দিচ্ছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। আর এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও পার্শ্ববর্তী দেশ কেনিয়ায় দ্বীন কায়েমের জিহাদের ফরজ আঞ্জাম দেওয়ার কাজে পিছপা হচ্ছেন না শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

ডিসেম্বরের শুরুতে ৪ দিনের মধ্যেই দখলদার কেনিয়ান সামরিক বাহিনীর উপর পৃথক ৪টি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এর মধ্যে গত জুমাদুল উলার ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার এক দিনেই চালানো হয়েছে দুটি অভিযান। শাবাব মুজাহিদিন পরিচালিত অভিযানগুলোতে কেনিয়ান সামরিক বাহিনী জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

গত ১৫ জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার, আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জারিসার বোয় এবং অ্যালেন গাগার অঞ্চলে কেনিয়ার বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটিতে পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। সেখানে একটি ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং অপর ঘাঁটির কিছু অংশে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। উভয় অপারেশনে কেনিয়ার বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেবল দু'জন সৈন্য নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।

এরপর গত ২ ডিসেম্বর শনিবার, জারিসা প্রদেশের "মুডি ক্রাই" গ্রামের নিকটবর্তী কেনিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে শাবাব মুজাহিদিনের অভিযানে অসংখ্য শত্রুসেনা হতাহত হয় বলে জানা গেছে। অভিযানে শত্রুবাহিনীর ব্যবহৃত একটি বুলডোজারও ধ্বংস হয়ে যায়।

এর পরদিন ৩ ডিসেম্বর রবিবার, জারিসা প্রদেশের "হরমান্ড" জেলার polo4 এলাকার কেনিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটিতে আশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধা রেইড করেন। সেখানে সংঘর্ষে ৩ কেনিয়ান সৈন্য নিহত এবং একজন সৈন্য আহত হয়। প্রতিরোধ যোদ্ধারা পুরো সামরিক ঘাঁটিটি এবং তাতে থাকা শত্রুর ব্যবহৃত সকল সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সেনা ঘাঁটিতে জেএনআইএমের অভিযানে ৮২ বুরকিনান সেনা হতাহত

গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বুরকিনা ফাসোর জিবু শহরের একটি সেনা ঘাঁটিতে অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করেছেন জেএনাইএমের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪০ সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি ১৮ সেনা বন্দী হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেকে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৬ নভেম্বর রবিবার বিকালে উক্ত ঘাঁটিটিতে শতাধিক প্রতিরোধ যোদ্ধার একটি দল সমন্বিত অভিযানে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের অধিকাংশই ছিলেন মোটরসাইকেল আরোহী, তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদ কয়েকটি ভারী মেশিনগান যুক্ত পিক-আপ ট্রাক এবং এমআরএপি সাঁজোয়া যান নিয়ে অভিযানে অংশ নেন। অভিযানের শুরুতেই এমআরএপি সাঁজোয়া যানগুলো ঘাঁটির প্রাচীর ধ্বংস করতে এবং ঘাঁটির অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

https://j.top4top.io/p_2899jg3n81.jpg
সামরিক ঘাঁটির অবস্থান

সাঁজোয়া যানগুলো ঘাঁটির প্রবেশপথ পরিষ্কার করলে মোটরসাইকেল আরোহী প্রতিরোধ যোদ্ধারা দ্রুত সময়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। এসময় বুরকিনান সেনারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও, 'জেএনআইএম' এর তীব্র আঘাতে তাদের প্রতিরোধ দীর্ঘায়িত হয় নি। অল্প সময়ের ব্যবধানেই বুরকিনান বাহিনীর অন্তত ৪০ সেনা নিহত এবং আরও ৪২ সেনা আহত হয়। একই সময়ে ১৮ শত্রুসেনা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়।

এদিকে অভিযান চলাকালে ওয়াগাডুগউ বিমানবন্দর থেকে একটি ISR যুদ্ধবিমান এবং বেশ কয়েকটি তুর্কি Bayraktar TB2 ড্রোন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল।

জেএনআইএম কর্তৃক অভিযানের ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বুরকিনা ফাসোর সামরিক সরকার দাবি করে যে, তারা অভিযানটি প্রতিহত করেছে। আর এই অভিযানে জেএনাইএমের ৩ হাজার প্রতিরোধ যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ৪০০ মুজাহিদকে হত্যার দাবিও করেছে সরকার।

https://files.fm/thumb_show.php?i=bytr9zm6th
সেনা ঘাঁটিতে যুদ্ধরত 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা

কিন্তু আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম ১১ মিনিটের একটি ভিডিও সহ বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করলে দেখা যায়, এক শত-এর কিছু বেশি সংখ্যক যোদ্ধাই কেবল এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে প্রকৃত তথ্য উঠে এলে সরকারি বাহিনী তাদের অতিরঞ্জিত প্রচারণার জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে পরে। ভিডিওতে এটিও দেখা যায় যে, সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ শেষে প্রতিরোধ যোদ্ধারা পুরো সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, আর তাতে থাকা সমস্ত সাঁজোয়া যান ও যুদ্ধ সামগ্রী জব্দ করেছেন।

জেএনআইএম-এর মিডিয়া সূত্র আয-যাল্লাকা থেকে জানানো হয়, অভিযানে প্রায় ডজনখানেক প্রতিরোধ যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছেন (ইনশাআল্লাহ)। অপরদিকে মুজাহিদগণ শত্রুর সম্পূর্ণ ঘাঁটিটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পাশাপাশি ৬টি সাঁজোয়া যান, ১১টি মোটরসাইকেল, ১১টি পিকেএম, ২টি দুশকা, ৩২টি ক্লাশিনকোভ, ১৫টি গ্র্যাড লঞ্চার, ১টি SPG-9 আর্টিলারি, ৫টি পিস্তল, ১টি "ড্রাগুনভ" স্নাইপার, ২০৭টি 'ক্লাশিনকোভ ও মেশিনগান' এর বুলেট বাক্স ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিভিন্ন গোলাবারুদ জব্দ করেছেন।

https://files.fm/thumb_show.php?i=vxhseubgqc
জব্দ করা সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রের কিছু দৃশ্য

উল্লেখ্য যে, প্রায় ৩ লাখ বাসিন্দার এই শহরটি গত মে মাস থেকে অবরোধ করে রেখেছেন 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা। ফলে শহরটিতে আকাশ পথ ছাড়া স্থলপথে সামরিক বাহিনীর সমস্ত রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঘাঁটি বিজয়ের পর শহর বিজয়কে এখন তাই সময়ের ব্যাপার বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

• মধ্য গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের রাতব্যাপী বিমানহামলায় বহু সংখ্যক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• জাবালিয়ার আল-আওদা হাসপাতালসহ দক্ষিণ ও উত্তর গাজার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। আল-আওদা হাসপাতালে দখলদার বাহিনীর গুলিবর্ষণে দুই জন স্বাস্থ্য কর্মী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

• লোহিত সাগরে দুটি ইয়েমেনি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে বলে দাবি করেছে ফ্রান্স।

• দখলীকৃত পশ্চিম তীরের তুবাস শহরে বহু সংখ্যক সামরিক যান ও বুলডোজার নিয়ে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

• পেন্টাগন বলেছে, জরুরি ভিত্তিতে ইসরায়েলের কাছে ১৪ হাজার ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র।

• জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় গাজায় যুদ্ধবিরতির রেজুল্যুশনে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

• পশ্চিম তীরের দক্ষিণাঞ্চলে এক কিশোরকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল।

• ইউএনআরডব্লিউএ-এর মুখপাত্র বলেছে, "রাফাহ, খান ইউনিস এবং উত্তরাঞ্চলে বহু লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন।"

• ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া কিশোর ও পুরুষরা জানিয়েছেন, তাদের উপর কারাগারে অত্যাচার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• আল-আওদা হাসপাতালকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নিন্দা জানিয়েছে।

• ইউএনআরডব্লিউএ বলেছে, ইসরায়েলি বোমা হামলায় তাদের ১৩৩ স্টাফ নিহত হয়েছে। অধিকাংশ স্টাফ তাদের পরিবারসহ নিহত হয়েছে।

• বহু সংখ্যক দখলদার ইসরায়েলি সন্ত্রাসী একটি স্কুল দখল করে রেখেছিল। আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ সেটি পর্যবেক্ষণ করে দখলদারদের উপর হামলা চালান। এতে দখলদার বাহিনীর সদস্যরা নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও, দখলদার বাহিনীর উপর আরও বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলাগুলোতে দখলদারদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

- এখন পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১৭,৭০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। আহত হয়েছেন ৪৮,৮০০ এরও অধিক।

এক মাসে টিটিপির অভিযানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ২১৯ সদস্য হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক সর্বাধিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। গত নভেম্বর মাস জুড়ে দেশটিতে দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাকিস্তানজুড়ে অন্তত ৭৮টি অভিযান পরিচালনা করছেন। এতে পশ্চিমা মদদপুষ্ট পাক সামরিক বাহিনীর ৯৯ সদস্য নিহত এবং আরও ১২০ সদস্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অফিসিয়াল সাইট উমর মিডিয়ায় গত ১ ডিসেম্বর অভিযানের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধারা দেশের ১২টি জেলায় সামরিক বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত ১৪টি হামলা সফলভাবে প্রতিহত করেছেন। সেই সাথে তাঁরা দেশের ৭টি প্রদেশের মোট ১৪টি জেলায় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭৮টি পৃথক অভিযানও পরিচালনা করেছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেলুচিস্তান প্রদেশের পিশিন ও কোয়েটা জেলায় একটি করে মোট ২টি অভিযান ছাড়া বাকি ৭৬টি অভিযানই চালানো হয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের ১২টি জেলায়। এই জেলাগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি সংখ্যক অভিযান চালানো হয়েছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে; এখানে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা ২৩টি।

অপরদিকে প্রদেশ ভিত্তিক সবচাইতে বেশি সংখ্যক অভিযান চালানো হয়েছে বান্নুতে, যার সংখ্যা ৩৪টি। এরপর ডি.আই.খান প্রদেশে অভিযান চালানো হয়েছে ২৩টি, পেশোয়ারে ১২টি, মালাকান্ডে ৩টি। আর কোহাটা, মরদান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে ২টি করে মোট ৬টি অভিযান চালানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসকল অভিযানের সময় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে সামরিক বাহিনীর ৫ সদস্য বন্দী হয়েছে। এছাড়াও ৯৯ সদস্য নিহত এবং আরও ১২০ সদস্য আহত হয়েছে। হতাহতদের এই তালিকায় সেনা সদস্য রয়েছে ৯৫ জন, পুলিশ ও সিটিডি সদস্য রয়েছে ৭১ জন, সীমান্তরক্ষী ৪৪ জন এবং গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য রয়েছে ১০ জন।

প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা অভিযান শেষে শত্রু বাহিনী থেকে বিপুল সংখ্যক গুলি, বেশ কিছু মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং সোলার সিস্টেম এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ছাড়াও ৭টি ক্লাশিনকোভ জব্দ করেছেন। এছাড়াও তাঁরা সামরিক বাহিনীর ৯টি স্পাই ক্যামেরা, ৫টি সামরিক যান, ৪টি পুলিশ ভ্যান ও ৩টি পুলিশ পোস্ট ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন।

০৯ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

• জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় জরুরী ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান সংক্রান্ত রেজলুশনে আমেরিকা ভেটো দিয়েছে। বিষয়টিকে কলঙ্কজনক ও বিপর্যয়কর উল্লেখ করে এর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাগণ।

• যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত রেজলুশনে ভেটো দেওয়ায় জতিসঙ্ঘে ইসরায়েলি প্রতিনিধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং বলেছে যে সকল ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এবং হামাস পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন যুদ্ধবিরতি হবে না।

• দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে একটি পারিবারিক বাসস্থানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ১০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত হয়েছেন।

• এক্সিওসের রিপোর্ট অনুযায়ী- এক শীর্ষ ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছে যে, খান ইউনিসে ইসরায়েলিবাহিনীর হামলা আরও অন্তত ৪ সপ্তাহ চলবে।

• জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচির একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে, গাজায় সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। গাজার রাস্তায় অসহায় ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো অভুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

• জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী এজেন্সি বলেছে যে, তারা গাজায় নিয়মিত কার্যক্রম চালাতে পারছে না, কারণ ইসরায়েল এখন উত্তর ও দক্ষিণ গাজা উভয় জায়গাতেই হামলা চালাচ্ছে।

• মধ্যযুগে নির্মিত গাজার সর্ববৃহৎ উমরি মসজিদটি ইসরায়েলি হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

• ইসরায়েলি মিডিয়াগুলো বলছে যে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের প্রায় ২ হাজার যোদ্ধা পঙ্গু হয়েছে এবং আরও অন্তত ৫ হাজার যোদ্ধা আহত হয়েছে। আর তারা নিজেদের নিহতের সংখ্যা বলছে ৪২০ জন, যদিও ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের দাবি এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

দুর্যোগ ও বিপদে একে অপরের পাশে আফগান সরকার ও জনগণ

হেরাতের ভয়ানক ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন সহস্রাধিক মানুষ। আফগান জাতি তীব্র বেদনাকাতর হয়েছেন এই ঘটনায়। তবে, এই দুর্যোগ আফগান জাতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা জাগ্রত করেছে, সাধারণ মানুষ ও দেশের সরকারকে পরস্পরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। নিজ জাতির সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তাছাড়া, প্রতিবেশী দেশ বিশেষত পাকিস্তান থেকে আফগান শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করার কারণে আফগান জাতির উপর উল্লেখযোগ্য আরেকটি পরীক্ষা চেপে বসেছে। আফগানিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই

ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ইসলামি ইমারতের সম্মানিত কর্ণধারগণ আন্তরিকতার সাথে এই শরণার্থীদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সরকারি ও ব্যক্তিগত সাহায্য উত্তোলন করে যথাযথভাবে শরণার্থীদের মাঝে বিতরণ করছেন তাঁরা। এর মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়া বিশ্ববাসীর সামনে সহানুভূতি ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানা সমস্যার মোকাবেলা করছেন। কোনো কোনো সমস্যা মোকাবেলা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তবুও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাহায্যে সব বাধা-বিপত্তি কাটাতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। আফগান জাতির সেবা করে যাওয়ায় সরকার ও জনগণের মধ্যে এক আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে।

হেরাতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অভিবাসীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের সময়টাতে সমগ্র আফগান জাতি ও সরকার গভীরভাবে উদ্বেলিত হয়েছেন এবং নিজেদের কর্মের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মদিনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের ঘটনাকে। এমনকি সাধারণ সরকারি কর্মচারীরা সীমিত বেতনভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সাহায্যে এগিয়ে আসতে পিছপা হননি, তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের ভিত্তিতেই জাতির সেবায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অনেক কর্মচারী তাদের মাসিক বেতনের ১০% স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের সাহায্যে ব্যয় করেছেন। তাছাড়া, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা মিলিয়ন মিলিয়ন আফগানি মুদ্রা দান করেছেন। সীমান্ত এলাকায় গিয়ে সাহায্য কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কাবুল পৌরসভাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্বেচ্ছাসেবী দল। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি সহায়তা কার্যক্রমের স্বচ্ছতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা।

সামগ্রিকভাবে, আফগান জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে ইমারতে ইসলামিয়ার সুদৃঢ় মনোযোগ, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং কার্যকর সমাধানের কারণে এই সরকারের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে অনেক গুণ। এমন আন্তরিক কার্যক্রম ইমারতে ইসলামিয়া সরকারের ভিত্তিকে মজবুত করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া প্রমাণ করেছেন, তারা আফগান জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর এই জাতি তাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সেই সাথে তাঁরা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামি শরিয়তের শাসনের ছায়াতলেই কেবলমাত্র জনগণের প্রকৃত অধিকার এবং আত্মিক ও বৈষয়িক উভয় ধরণের উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:
1. National Empathy: Collaborative Problem-Solving by the Government and the People - https://tinyurl.com/7hynnds9

ফিলিস্তিনের সংঘাত: এই উম্মাহ'র জেগে উঠার আবশ্যকীয়তা (ভিডিও)

https://alfirdaws.org/2023/12/09/65578/

০৮ই ডিসেম্বর, ২০২৩

জয় শ্রী রাম স্লোগান না দেওয়ায় বৃদ্ধ মুসলিমের দাড়িতে আগুন

ভারতে জয় শ্রী রাম স্লোগান না দেয়ায় হিন্দুত্ববাদি যুবকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এক বৃদ্ধ মুসলিম। ৭০ বছর বয়স্ক এ মুসলিম ব্যক্তির নাম হোসেন সাহেব। দুই হিন্দু যুবক মিলে এই বৃদ্ধ মুসলিমকে মারধর করে ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। গত ২৪ নভেম্বর ভারতের কর্ণাটকে এ ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা যায়, ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালানো হোসেন সাহেব রাতে একা বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একটি স্কুটার (মোটরসাইকেল সদৃশ বিশেষ গাড়ি) আসতে থাকলে তিনি স্কুটারে লিফট চান। স্কুটারে থাকা দুই হিন্দু যুবক, বৃদ্ধের মুসলিম পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় হোসেন সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। পরে তারা বৃদ্ধের পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নীরব জায়গায় নিয়ে যায়। এক যুবক ভাঙা কাঁচের বোতল দিয়ে তার দাড়ি কাটার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, দিয়াশলাই জ্বালিয়ে তার দাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

হোসেন সাহেব জানান, "ঐ সময় মারধরের যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করেছিলাম ও আল্লাহকে ডাকছিলাম। তারা আমার বুকে আরও জোরে আঘাত করতে থাকে এবং বলতে থাকে, 'আল্লাহকে ডাকলে কি লাভ হবে?' এ সময় তারা ইসলাম ধর্মকে গালাগালি করতে থাকে এবং বলতে থাকে, আল্লাহ এখন তোকে বাঁচাতে আসবে না। অন্তত ১ ঘণ্টা পর ঐ স্থানে কিছু মানুষ চলে আসায় তারা পরবর্তীতে আমাকে দাড়ি কেটে ফেলতে হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়।"

লোকজন সেখান থেকে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। এ ঘটনায় ঐ বৃদ্ধার পরিবার হিন্দুদের ভয়ে থানায় কোন অভিযোগ করেনি, এমনকি কাউকে জানাতেও চায়নি।

পরে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা উদ্ধারকারীদের থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে বৃদ্ধের সাথে দেখা করতে আসে। বুকে মারধরের কারণে শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন।

তবে পুলিশ হিন্দু যুবকদের বিরুদ্ধে মামলা না নিয়ে ঘটনাটি গ্রামীণ থানার আওতাধীন বলে অজুহাত দেখায়। একই অজুহাত দেখিয়ে গ্রামীণ থানাও অভিযোগ নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা বলে ঘটনাস্থলটি শহরে থানার অন্তর্গত।

ভারতে এখন হিন্দু কর্তৃক মুসলিমদের নির্যাতন ও হেনস্তার ঘটনাগুলো এভাবেই বিনা বিচারে পার পেয়ে যায়। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ঠুনকো সব অজুহাত দেখিয়ে মুসলিমদের আইনি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে পরবর্তীতে উগ্র হিন্দুরা আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মুসলিমদের উত্যক্ত ও হেনস্থার সুযোগ পায়।

তথ্যসূত্র:

----

1. K'taka: Visually Impaired Elderly Muslim Man Forced To Chant 'Jai Shri Ram,' Beard Burnt In Gangavathi - https://tinyurl.com/ypc4xfry

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

• উত্তর গাজার জাবালিয়া থেকে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস, সব জায়গাতেই চলছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী হামলা।

• গাজায় তীব্র সংঘর্ষের কারণে স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান। সে বলেছে, "কোনো জায়গা-ই নিরাপদ না"

• হোয়াইট হাউসের সহযোগী জন ফাইনার বলেছে, গাজায় সামরিক অভিযান সমাপ্তের ব্যাপারে ইসরায়েলকে শক্ত কোনো সময়সীমা বেঁধে দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। বরং, একটি 'গঠনমূলক উপায়ে' যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জাতিসংঘে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতও জানিয়েছে, গাজায় পুরোপুরি যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সম্মত নয়।

• ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাজা-এর প্রফেসর এবং লেখক রিফাত আল আরিরকে তার পরিবারসহ হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী।

• জাতিসংঘের সাহায্য বিষয়ক প্রধান বলেছে, গাজায় ব্যাপকভাবে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের কোনো অস্তিত্ব নেই। দক্ষিণ গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের মধ্যে স্বল্প পরিসরে কিছু সাহায্য কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।

• অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া একটি ফুটেজে দেখা গেছে, দক্ষিণ গাজায় কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি বন্দীকে এক অপরিচিত জায়গায় নিয়ে গেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী। বন্দীদের মধ্যে আল-আরাবি আল-জাদিদের একজন সাংবাদিকও রয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

• ইসরায়েলের সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বেইরুত ও দক্ষিণ লেবাননকেও গাজার মতো অবস্থা করার হুমকি দিয়েছে। লেবানন থেকে একটি অ্যান্টি ট্যাংক গোলা দখলদারদের আঘাত হানলে এই মন্তব্য করে সে।

• গত ৭২ ঘণ্টায় (বৃহস্পতিবার রাতের হিসাবে) দখলদার ইসরায়েলের ১৩৫টি সামরিক যান আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ।

• দখলদার ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা ১৭ হাজার ১৭৭ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ আছেন আরও ৭,৭০০ জন। নিহত শিশুর সংখ্যা ৭৭২৯, নারীর সংখ্যা ৫১৫৩, সাংবাদিক ৮১, মেডিকেল স্টাফ ২৮৭ জন।

• এখন পর্যন্ত ৫৮টি অ্যাম্বুলেন্সকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। ধ্বংস করেছে ২১টি হাসপাতাল, ১১০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ৫২ হাজার বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে, আর ২ লাখ ৫৩ হাজার বসত বাড়ি আংশিকভাবে ধ্বংস করেছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল ১৯৪টি মসজিদ এবং ২৭৫টি স্কুল আংশিক ধ্বংস করেছে। এছাড়াও ১২১টি সরকারি ভবন এবং ৩টি চার্চও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায়।

https://files.fm/thumb_show.php?i=4hh2j4y3em

• ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা অন্তত ১৭,১৭৭ জন, যার মধ্যে অন্তত ৭ হাজার ১১২ শিশু রয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৬,০০০ জন, আর এখনো নিখোঁজ অন্তত ৭ হাজার ৬০০ জন। পশ্চিম তীরে ৬৩ শিশু সহ অন্তত ২৬৬ জন, আর আহত অন্তত ৩,৩৬৫।

০৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/12/07/65560/

ভারতে পর্দানশীল মুসলিম নারীকে পুলিশের আটক ও হয়রানি

দিল্লির বাসিন্দা পর্দানশীল একজন মুসলিম নারী রেশমা শফিকউদ্দিন দিল্লি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করেছেন। পিটিশনে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, দিল্লি পুলিশ কর্মকর্তারা উনাকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হয়রানি করেছে।

আটকের ঘটনাটি ঘটেছে ৬ নভেম্বর ভোর রাতে। রেশমা পুরোনো দিল্লিতে ভোর ৩ টার দিকে তার নিচতলার ফ্ল্যাটের সামনের গেটে অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে পান। তিনি দেখেন যে, অনেক পুলিশ আবাসিক ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করছে। পুলিশ তার বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালাতে চাইলে রেশমা রাজি হননি। তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে, বাড়িতে একা থাকায় তিনি অনিরাপদ বোধ করছেন। আর তিনি একজন পর্দানশীল মহিলা, তাই কোন গায়রে মাহরাম কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না।

রেশমা ১১ই নভেম্বর দিল্লি পুলিশের কমিশনারকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে, পুলিশ কর্মকর্তারা কীভাবে তার ভাই রেহান এবং ইরফান ওরফে লালার সন্ধান করছিল। তার দুই ভাই একটি অজ্ঞাত মামলায় ওয়ান্টেড। বারবার তার বাড়ি থেকে ভাইদের অনুপস্থিতির বিষয়ে পুলিশকে জানানোর পরেও পুলিশ রেশমার বাড়িতে জোর

করে প্রবেশ করে এবং বেআইনিভাবে তল্লাশি চালায়। সেই সাথে তারা রেশমাকে হুমকি দেয় এবং গালিগালাজ করে।

রেশমা শফিকউদ্দিন অভিযোগে আরো উল্লেখ করেছেন যে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সময় পুলিশ হুমকি দিয়েছে কাউকে কিছু না জানাতে।

আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী এম সুফিয়ান সিদ্দিকী যুক্তি দেন, পুলিশ কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড পিটিশনারের মৌলিক অধিকার এবং সার্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

সুফিয়ান সিদ্দিক দ্য অবজারভার পোস্টকে বলেছেন, “রিট পিটিশনে আমরা একাধিক বিষয় চেয়েছি, এক নম্বর হল একটি স্বাধীন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত যা একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে করা হবে। দ্বিতীয়ত, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। এবং তৃতীয়ত, তার মৌলিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ।”

আবেদনে বলা হয়েছে, একজন “পর্দানশীল” নারীর “জীবনের অধিকার” এর অধীনে পোশাক পরিধান ও নির্বাচনের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাকে পর্দা ছাড়া পরপুরুষের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা যাবে না। এছাড়া পুলিশ কর্মকর্তাদের আচরণ তার 'গোপনীয়তার অধিকার', 'মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার' এবং 'রাইট টু রেপুটেশন'-এর একটি জঘন্য লঙ্ঘন।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে পুলিশের পদক্ষেপগুলি "তার সম্মতি ছাড়াই জোরপূর্বক তার বাসভবনে প্রবেশ করে তার মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের উপর একটি অমার্জনীয় কলঙ্ক" রেখেছিল, তাও যখন সে একা ছিল। অবৈধভাবে বাড়ি তল্লাশি চালায়, তাকে তার পর্দা ছাড়া তার বাসভবন থেকে টেনে নিয়ে যায়। থানায় বোরকা পরে তাকে প্রায় ১৩ ঘন্টা বেআইনিভাবে আটকে রেখে রাতের বেলা তার সাথে অমানবিক ও অপমানজনক আচরণ করা হয়।”

৩০ নভেম্বর গৃহীত একটি আদেশে বিচারপতি ব্যানার্জি পুলিশ সদর দফতরের ভিতরে এবং আশেপাশে স্থাপিত সমস্ত ক্যামেরার সিসিটিভি ফুটেজ এবং নগর কর্তৃপক্ষ ও ঘটনার এলাকায় ব্যক্তিগত সমস্ত ক্যামেরার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়।

কোন নারীকে আটক বিষয়ে আইনজীবী সংক্ষেপে বলেছে, আইন অনুসারে সূর্যাস্তের পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে কোনও মহিলাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশের নেই। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, আপনি রাতের বেলা একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, তাও ওই এলাকার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ওয়ারেন্ট আকারে লিখিত অনুমতি পাওয়ার পরে। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তাকেও থাকতে হয়। কোনও ওয়ারেন্ট ছিল না, কোনও মহিলা পুলিশ অফিসার ছিল না, এটি ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ।”

তথ্যসূত্র:

----

1. ‘Pardanashin’ Muslim Woman Moves Court Against Illegal Police Entry, Detention, and Harassment
- https://tinyurl.com/nm3vtxkh

'এটি কাশী, করাচি নয়': মুসলিম মাংস ব্যবসায়ীকে বিজেপি বিধায়কের হুমকি

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারনার সময় থেকেই রাজস্থানে মুসলিম বিদ্বেষের ঘটনা বেড়েছে। আর নির্বাচনে জয়লাভের পর বিজেপি বিধায়করা মুসলিম বিদ্বেষের নিত্যনতুন রেকর্ড সৃষ্টি করছে।

হাওয়া মহল কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বালমুকুন্দ আচার্য তার নির্বাচনী এলাকায় মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত মাংসের দোকান বন্ধ করার "নির্দেশ" দিয়েছে। অথচ মুসলিমরা যুগ যুগ ধরে সেখানে ব্যবসা করে আসছেন। এটি নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অনলাইনে প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে বিজেপি বিধায়ক পুলিশকে চণ্ডী তকসাল এলাকায় মাংসের দোকান এবং রেস্তোরাঁ বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছে।

https://twitter.com/imMAK02/status/1731644875387625967

ভিডিওটিতে আচার্য এক পুলিশ অফিসারকে খোলা জায়গায় মাংস বিক্রির বৈধতা এবং পরিণতির ভয়াবহতা নিয়ে প্রশ্নও করছিল।
সে জিজ্ঞাসা করছে “মাংস কি রাস্তায় খোলা অবস্থায় বিক্রি করা যায়? হ্যাঁ বা না উত্তর দিন। আপনি হয়তো তাদের সমর্থন করছেন? আমি সন্ধ্যায় আপনার কাছ থেকে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন নেব।”

আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে আচার্য এম এম খান হোটেলের মুসলিম মালিককে হেনেস্থা করছে। সে অযৌক্তিকভাবে বিভিন্ন অভিযোগ ও দাবি তুলছে।

আচার্য আরো বলেছে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা নাকি এলাকাটিকে "করাচি" তে পরিণত করছে। পরে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হিন্দুত্ববাদী "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিতে থাকে এবং বলে যে, "এটি করাচি নয়, এটি কাশী।"

সে মুসলিমদের তাচ্ছিল্য করে জানতে চায় আপনারা কি এই জায়গাটিকে করাচির মতো জগাখিচুড়িতে পরিণত করতে চান?

তথ্যসূত্র:

----

1. ‘This is Our Kashi, Not Karachi’: Newly Elected BJP MLA in Rajasthan Tells Muslim Meat Shop Owners - https://tinyurl.com/mtru8dk6

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় হতাহত অর্ধ লাখেরও বেশি

ফিলিস্তিনের গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসনে হতাহত হয়েছেন অন্তত ৬০,০০০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। তাদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১৬,২০০ ছাড়িয়েছে, আহতদের সংখ্যা ৪১,০০০ হাজারেও বেশি। পাশাপাশি এখনও নিখোঁজ রয়েছে অন্তত ৭,৫০০ ফিলিস্তিনি। হতাহতদের মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহত ১৬,২০০ ফিলিস্তিনির মধ্যে ৬,৬০০ জন শিশু এবং ৪,৩০০ জন নারী।

জাতিসংঘ বলছে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত গাজায় অন্তত ১৬৭টি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সাথে অন্তত ৩,০০,০০০ এর বেশি আবাসিক ভবন ও অন্তত ৩৩৯টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসরায়েলি হামলায় ইতোমধ্যে ২৬টি হাসপাতাল ও ৫২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও নিহত হয়েছেন অন্তত ২০১ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং আহত হয়েছেন অন্তত ১০০ জনেরও বেশি। এ সময়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৩ জন সাংবাদিক।

ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলা ও অবরোধে দশ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। পানি, খাদ্য এবং অন্যান্য মৌলিক সরবরাহ থেকে এখনো বঞ্চিত গাজার বাসিন্দারা।

অন্যদিকে দখলকৃত পশ্চিম তীরেও চলছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এলাকাটিতে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা এখন ২৫৯ জনে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে ৬১ জন শিশু। আহত হয়েছেন আরও ৩,৩৬৫ জন। এছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে ৩,০০০ এর বেশি ফিলিস্তিনিকে, যার মধ্যে নারী-শিশু রয়েছে।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাজায় প্রতি ঘণ্টায় গড়ে অন্তত ৪২টি বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলি হামলায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে অন্তত ৩৫ জন। আর প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১২টি ভবন ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় এমন বর্বরতা চালাতে সরাসরি সমর্থন ও অস্ত্র সহযোগিতা দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষভাবে আমেরিকা। অন্যদিকে ইহুদিরাও গাজায় আগ্রাসনকে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের যুদ্ধ নয় বরং পশ্চিমা বিশ্ব ও পশ্চিমা সভ্যতার যুদ্ধ বলেও উল্লেখ্য করছে। অথচ বেশিরভাগ আরব দেশ এখনো বক্তৃতা আর বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel-Hamas war updates: More than 16,200 dead in Gaza from Israeli attack - https://tinyurl.com/486nndp3

2. Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker - https://tinyurl.com/42cfrpxs

3. This war is not only a war between Israel and Hamas - https://tinyurl.com/47j3pdhb

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩

• দখলদার ইসরায়েল বলেছে, তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী খান ইউনিসের কেন্দ্রে হামলা চালাচ্ছে।

• জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনীর চালানো একটি হামলায় আল-জাজিরার সাংবাদিক মুমিন আশরাফির পরিবারের ২২ সদস্য নিহত হয়েছে।

• জাতিসংঘ প্রধান গুতেরেস নিরাপত্তা পরিষদকে গাজায় যুদ্ধের মোকাবেলা করতে প্রথমবারের মতো আর্টিকেল ৯৯ আহ্বান করেছে। ফিলিস্তিন যুদ্ধ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলবে বলে সতর্ক করেছে গুতেরেস।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় ততটুকু জ্বালানি প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার কথা জানিয়েছে, যেটুকু না হলে 'মানবিক বিপর্যয়' ঘটবে!

• দখলদার ইসরায়েলি সন্ত্রাসীদের একটি হেলিকপ্টারে SAM 7 মিসাইল দিয়ে সরাসরি আঘাত হেনেছেন মুজাহিদিন ব্রিগেড। এছাড়া, খান ইউনিসে জায়োনিস্টদের একটি এপিসি সামরিক যানও ধ্বংস করেছেন মুজাহিদিন ব্রিগেডের যোদ্ধারা। আর আল-কাসসাম ব্রিগেড, আল-কুদস ব্রিগেডের সাথে মুজাহিদিন ব্রিগেডের যোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে গাজার উত্তরাঞ্চলে সন্ত্রাসী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড বুধবারে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওতে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর বেশ কয়েকটি ট্যাংকে হামলার দৃশ্য দেখা গেছে।

• আল-কাসসাম ব্রিগেড জায়োনিস্টদের ১২টি সামরিক যান, ৫টি মারকাভা ট্যাংক, ১টি এপিসিকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন।

• বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জায়োনিস্টদের ৬ সন্ত্রাসীর উপর সফলভাবে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা। এছাড়াও, শত্রুদের অবস্থান করা বাড়িতে হামলা চালিয়েছে আল-কাসসাম ব্রিগেড।

• আল-কুদস ব্রিগেডের যোদ্ধারা ১০টি সামরিক যানকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন। একটি জায়োনিস্ট এপিসি ধ্বংস করেছেন। বনী সুহেইলাতে এক জায়োনিস্ট সন্ত্রাসীকে সফলভাবে স্নাইপার হামলার শিকার বানিয়েছেন। এছাড়াও, খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলে অ্যান্টি-পার্সোনেল বিস্ফোরক দিয়ে একদল জায়োনিস্ট সন্ত্রাসীর উপর হামলা চালিয়েছেন আল-কুদস ব্রিগেডের যোদ্ধারা।

• গাজায় সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা অন্তত ১৬,২৪৮ জন। নিহতদের মধ্যে শিশু আছে ৭১১২। গাজায় নিখোঁজ আছেন আরও অন্তত ৭৬০০ জন। দখলীকৃত পশ্চিম তীরে ৬৩ শিশুসহ ২৬২ জনকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

০৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩

ইসলামি বিশ্ব উলামা জোটের প্রতিনিধি দলের সাথে আফগান প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

ইসলামি বিশ্ব উলামা জোটের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করেছেন আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ হাফিজাহুল্লাহ। গত ৩রা ডিসেম্বর উলামা জোটের প্রতিনিধিদলকে আফগানিস্তানে স্বাগত জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে আফগানিস্তানে চলমান ইসলামি শরীয়াহ ব্যবস্থার প্রশংসা করেন আলেমগণ। তারা বলেন, এই শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে আফগান আলেম, হাফেজ ও মুজাহিদদের ত্যাগের বিনিময়ে। তারা আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতকে ইসলামি শরীয়াহ ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল প্রতীক বলে মনে করেন এবং আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের প্রতি মুসলিম বিশ্ব তাকিয়ে আছে বলে উল্লেখ করেন।

উলামা জোটের পক্ষ থেকে কথা বলেন ইসলামি বিশ্ব উলামা জোটের মহাসচিব ড. আলী আল-ক্বারা দাগি। তিনি আফগানিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে উলামা জোটের সার্বিক সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। উলামা জোটের প্রতিনিধিরা ইসলামি বিশ্বের ৬৪টি সমাজ এবং চার মাজহাবের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে উল্লেখ করেন ড. আলী।

সভায় আলেমগণ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, একমাত্র আলেমরাই নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারেন।

আগত উলামা প্রতিনিধি দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ। তিনি আফগানিস্তানে বর্তমান ইসলামি শরীয়াহ ব্যবস্থা গঠনে আলেমদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেন। মুসলিম বিশ্বে আলেমদের প্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। আফগান এবং ফিলিস্তিন জাতির একই ধরনের সংগ্রামের ইতিহাসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহর এই সমস্যাগুলো সমাধানে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

তাছাড়া, আফগানিস্তানে চলমান উল্লেখযোগ্য সংকট যেমন- ভূমিকম্প, বন্যা ও কতিপয় দেশ থেকে আফগান শরণার্থীদের গণ-উচ্ছেদের বিষয়গুলোও তুলে ধরেন ইমারতে ইসলামিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ। এই সমস্যাগুলো সমাধানে ইসলামি ইমারতের কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে বলে তিনি আশ্বাস দেন এবং সম্ভাব্য সার্বিক সহযোগিতার ব্যাপারে সম্মতি দেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষ দিকে ইসলামি দেশগুলোর মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন এবং মুসলিম উম্মাহর চলমান সমস্যাগুলো সমাধানে একে অপরকে দোয়ায় স্মরণ রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

তথ্যসূত্র:

Prime Minister meets delegation of scholars from Ulema Association of Islamic countries

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট – ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

• হামাসের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় আগ্রাসন চালানো বন্ধ না করলে ইসরায়েলের সাথে আর কোনো বন্দী মুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে না।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে স্থল অভিযান চালাচ্ছে। দেইর আল বালাহতে দখলদার ইসরায়েলের বিমান হামলায় কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল মধ্য ও দক্ষিণ গাজায় হামলার তীব্রতা বাড়াচ্ছে।

• জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা জানিয়েছে, তাদের ধারণা, আগামী দিনগুলোতে রাফাহ এলাকাতে আরও দশ লক্ষাধিক বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আসবেন। বর্তমানে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি সাহায্যহীন অবস্থায় রাস্তায় রাতযাপন করছেন। সংস্থাটির প্রধান বলেছে, গাজায় অবরোধ আরোপের কারণে বিশাল সংখ্যক মানুষ মারা যেতে পারে।

• সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু আবারও বলেছে যে, যুদ্ধ শেষে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেবে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনী। আর এই সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীই নাকি গাজার 'বেসামরিকীকরণ' নিশ্চিত করতে পারবে।

• দক্ষিণ সীমান্তে ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের এক সেনা নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটি। দুই মাসের যুদ্ধে এই প্রথম লেবাননের কোনো সেনা নিহত হলো।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের নেতারা বলেছে, ইসরায়েলি সকল বন্দীদের মুক্তি ও গাজায় হামাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

• যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে যে, দখলীকৃত পশ্চিম তীরে সহিংসতায় জড়িত ইসরায়েলি দখলদারদের উপর তারা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে। অথচ এই যুক্তরাষ্ট্রই ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে ইসরায়েলকে সর্বরকম সহযোগিতা করছে। তাই, যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণাকে প্রতারণা ও তামাশা ছাড়া আর কিছু বলার সুযোগ নেই।

• আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ এবং অন্য ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনীগুলো গত ২৪ ঘণ্টায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন। আল-কাসসাম ব্রিগেডের হামলায় দখলদার বাহিনীর ২৪টি সামরিক যান আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। ১৮ দখলদার সৈন্যকে সরাসরি টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন, ৮ দখলদারকে স্নাইপার হামলা চালিয়ে হতাহত করেছেন।

• এছাড়া ইসরায়েলি স্পেশাল ফোর্সের একটি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছেন আল-কাসসাম ব্রিগেড। সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর উপর তাদের অবস্থানরত অঞ্চলেও হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ১৬ হাজার ২৪৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

কাশ্মীরে নবী (ﷺ)-কে নিয়ে কটূক্তিমূলক পোস্ট, মুসলিম ছাত্রদের প্রতিবাদ

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-শ্রীনগরে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে এক হিন্দু ছাত্রের করা অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে এই বিক্ষোভ চলছে।

জানা গেছে, এনআইটি শ্রীনগরের 'প্রথমেশ সিন্ধে' নামে এক হিন্দু ছাত্র ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করার পরে মুসলিমদের মাঝে ক্ষোভ তৈরি হয়। ভিডিওটিতে নবীজি (ﷺ)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য এবং অবমাননাকর বিষয়বস্তুতে ভরপুর ছিল, আর তাই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

ইন্টারনেটে প্রচারিত এই ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্ররা অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছে। ছাত্ররা নবীর (ﷺ) প্রশংসামূলক স্লোগানও দিচ্ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা শহরের নিগেন এলাকায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের উভয় গেট অবরোধ করে এবং ক্যাম্পাসের ভেতরে স্লোগান দেয়। সেখানে প্রথমেশের ভিডিওর সমর্থক পক্ষও উপস্থিত থাকায় তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয়, ফলে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে।

এনআইটি শ্রীনগরের রেজিস্ট্রার ও প্রফেসর আতিক-উ-রহমান বলেছেন যে, ভিডিওটি কোনও নির্দেশিকা বা নীতি লঙ্ঘন করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে তারা বিষয়টি তদন্ত করছে। তিনি আরও জানিয়েছে যে, "ঐ হিন্দু শিক্ষার্থীকে ভোরে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।" মঙ্গলবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৯ নভেম্বরের সকল একাডেমিক কার্যক্রম, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ স্থগিত করে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

NIT-এর ছাত্ররা প্রতিবাদ করার পর শ্রীনগরের ক্লাস্টার ইউনিভার্সিটির অমর সিং কলেজের ছাত্ররা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে নবীকে নিয়ে করা অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সংহতি সমাবেশের আয়োজন করেন।

কাশ্মীর অঞ্চলের পুলিশ মহাপরিদর্শক ভি কে বার্দি বলেছে, তারা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযোগ পাওয়ার পরে একটি মামলা দায়ের করেছে। তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেও জানায় সে।

NIT-এর কাশ্মীরি ছাত্ররা বিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে অন্যায় আটক নিয়ে তাদের ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেননা, কিছুদিন আগেই পুলিশ শের-ই-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজির (SKUAST) সাতজন কাশ্মীরি মুসলিম শিক্ষার্থীকে আটক করেছে। তারা ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জয় উদযাপন করায় তাদেরকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (UAPA) এর অধীনে গ্রেপ্তার করেছে।

NIT কতৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্রের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয়ায় আপাতত বিক্ষোভ কর্মসূচী মুলতবি রাখা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Students protest at NIT Srinagar against derogatory social media post on Prophet Muhammad
- https://tinyurl.com/52wmd4sf

০৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ক আফগান হাই কমিশনের প্রতিবেদন (৪ ডিসেম্বর)

আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ইরান থেকে দেশগুলোর ইসলামবিরোধী সরকারের অমানবিক সিদ্ধান্তের কারণে আফগানিস্তানে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন শরণার্থীরা। বিভিন্ন পথ দিয়ে দেশে প্রবেশ করছেন তারা। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এই শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করেছেন। এই সকল কমিটি নিয়মিত আফগান শরণার্থীদের সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য নিয়মিত তদের কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রকাশ করছেন।

৪ঠা ডিসেম্বরের প্রকাশিত রিপোর্টটি তুলে ধরা হলো আল ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য:

তুরখাম (কল্পিত ডুরান্ড সীমান্ত)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি নতুনভাবে আরও ২৪৪ পরিবারের নিবন্ধন করেছেন।

পরিবহন ও স্থানান্তর বিষয়ক কমিটি:

২৬৮ সদস্যের ৫৪টি পরিবারকে তুরখাম থেকে নানগারহার, কোনার, লাগমান ও কাবুলে প্রদেশে পাঠানো হয়েছে এবং তাদেরকে ৩০,৫০০ টাকা ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

অস্থায়ী আবাসন বিষয়ক কমিটি:

উমারি ক্যাম্পে ১০টি তাবু এবং ৮টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ১৩০টি ট্যাংকে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। ৫০টি পরিবার বর্তমানে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

সেবা কমিটি উমারি ক্যাম্পে ৬ হাজার শরণার্থীর মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন এবং ১৩০টি ট্যাংকে পানি সরবরাহ করেছেন। সেবা কমিটির কর্মকর্তারা ৫১২টি সিম কার্ড বিনামূল্যে শরণার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি উমারি ক্যাম্প ও কল্পিত ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন অংশে অবস্থান নেওয়া শরণার্থীদের নিয়ে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে তারা শরণার্থীদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করেছেন এবং সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য শরণার্থী হিসেবে নিজেকে মিথ্যা পরিচয় না দেওয়ার ব্যাপারটিকে তারা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। যদি এই কাজে কেউ ধরা পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।

ইওএম কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে শরণার্থীদের মাঝে অভিবাসন সংক্রান্ত ডকুমেন্টও বিতরণ করেছে এই কমিটি।৪ শিশুকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া অনেকগুলো ডকুমেন্ট ও নাগরিক কার্ড মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, ক্যাম্পে তথ্য বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

অভিবাসীদের কর্মসংস্থান বিষয়ক কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি ১৪ জন স্নাতক ডিগ্রিধারী, ৬ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, ১৪ জন হাফেজের নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া, ৪৩৫ জন কর্মী এবং ২৪৯ জন পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিবন্ধনও সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্পিন বোল্ডাক (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

স্পিন বোল্ডাকে এই কমিটি ৯৬২ সদস্যের ১৬৭টি পরিবারের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ১৪০টি পরিবারের ৭৯৩ জন সদস্যের দায়িত্ব আইওএম ও ডব্লিউএফবি এর অধীনে দেওয়া হয়েছে। আর ১৬৯ সদস্যের ২৭টি পরিবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইওএম এবং ইউএনএইচসিআরের কাছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

২৬২ সদস্যের ৪৫টি পরিবারকে স্পিন বোল্ডাক ও কান্দাহার থেকে হেরাত, কাবুল ও কান্দাহার প্রদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারকে ৩৮ হাজার আফগানি মুদ্রা ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ৩৭০০ শরণার্থীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছে এবং উমারি ও শেরানদাম ক্যাম্পে ৮৪,০০০ লিটার পানির ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক দল ২৫৬ রোগীর চিকিৎসা দিয়েছে, ১,৮৩২ জন শরণার্থীকে বিভিন্ন ভ্যাকসিন দিয়েছে, ৮৮০ জন লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, এবং ৫টি ম্যালেরিয়া ও করোনা স্যাম্পল নিয়ে গেছেন।

জাবুল (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

জাবুল প্রদেশের শামালজু জেলার জানযির এলাকায় ৫ সদস্যের ১টি পরিবারের নিবন্ধন ও বায়োমেট্রিক করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

একটি পরিবারকে জানযির এলাকা থেকে শামালজু জেলায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

জাবুলে একটি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এই পরিবারকে শিশুদের জন্য শীতের কাপড়সহ ২৩টি উপকরণ দিয়েছে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

জাবুলে এই কমিটি ৫০ জন ফিরে আসা শরণার্থীকে রাতের খাবার খাইয়েছে।

পাকতিকা (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

ডুরান্ড লাইনের আংগুর আদায় ৭টি পরিবারের নিবন্ধন করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

৭টি পরিবারকে আংগুর আদা থেকে শরণার্থী শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং পরে তাদের নিজ নিজ জেলা ও গ্রামে পাঠানো হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

আংগুর আদার ৭টি পরিবারকে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন এই কমিটি। প্রতিটি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

আংগুর আদা এবং শরনাতে ২২ জন শরণার্থীকে চিকিৎসা দিয়েছে এই কমিটি। ৬৭ জনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের আবাসনের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তারা ৯টি সিম কার্ডও বিতরণ করেছেন সেখানে।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ফিরে আসা শরণার্থীদেরকে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

নিমরুজ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

সিল্ক রোড দিয়ে দেশে ফেরা ৪৫ পরিবারের ১৪৪ সদস্যের নিবন্ধন ও বায়োমেট্রিক করা হয়েছে। একইভাবে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬৪২ জন ব্যক্তির নিবন্ধন করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৪১ জনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইওএমকে।

অস্থায়ী আবাসন কমিটি:

শরণার্থীদের জন্য তৈরি অস্থায়ী শিবিরে ৩০ পরিবারের ৯৬ সদস্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদেরকে নগদ অর্থও প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নিমরুজে ৬ পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

হেরাত

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

৫৩ জন সদস্যের ১৯টি পরিবারের তথ্য হেরাতের ইসলাম কালা বন্দরে সোমবারে নিবন্ধন করা হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি:

হেরাতে ১৫টি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

কাবুল

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

১৬২ সদস্যের ৩২টি পরিবারকে কুন্দুজ ও বলখ প্রদেশে পাঠিয়েছেন পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Daily report of high commission for facilitation of returning refugees - https://tinyurl.com/44xyuj9p

---

প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ক আফগান হাই কমিশনের প্রতিবেদন (৩ ডিসেম্বর)

আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ইরান থেকে দেশগুলোর ইসলামবিরোধী সরকারের অমানবিক সিদ্ধান্তের কারণে আফগানিস্তানে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন শরণার্থীরা। বিভিন্ন পথ দিয়ে দেশে প্রবেশ করছেন তারা। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এই শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করেছেন। এই সকল কমিটি নিয়মিত আফগান শরণার্থীদের সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য নিয়মিত তদের কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রকাশ করছেন।

৩রা ডিসেম্বরের প্রকাশিত রিপোর্টটি তুলে ধরা হলো আল ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য:

তুরখাম (কল্পিত ডুরান্ড সীমান্ত)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি নতুনভাবে আরও ২০৩ পরিবারের নিবন্ধন করেছেন।

পরিবহন ও স্থানান্তর বিষয়ক কমিটি:

তুরখাম থেকে ৪২ টি পরিবারের ২২১ জন সদস্যকে কাবুল, লাগমান, নানগারহার এবং কোনার প্রদেশে পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে ৬৫ হাজার আফগানি মুদ্রা ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

অস্থায়ী আবাসন বিষয়ক কমিটি:

উমারি ক্যাম্পে ২২টি তাবু এবং ৮টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ৮টি ট্যাংকার দিয়ে ১৩০টি ট্যাংকে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। ৫০টি পরিবার বর্তমানে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আর বাকি পরিবারগুলোকে তাদের নিজেদের এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

সেবা কমিটি উমারি ক্যাম্পে ৬ হাজার শরণার্থীর মাঝে রুটি ও পানি বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ২৫০টি কম্বল, ৩৫০ প্যাক মিনারেল পানি, ৩০০ চাদর, জুতা ও কোট, ৩৫০ প্যাক খাদ্য সামগ্রী, এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার লিটার পানি দিয়েছেন শরণার্থীদেরকে। সেবা কমিটির কর্মকর্তারা ৫৮১টি সিম কার্ড বিনামূল্যে শরণার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি উমারি ক্যাম্প ও কল্পিত ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন অংশে অবস্থান নেওয়া শরণার্থীদের নিয়ে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে তারা শরণার্থীদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করেছেন এবং সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য শরণার্থী হিসেবে নিজেকে মিথ্যা পরিচয় না দেওয়ার ব্যাপারটিকে তারা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। যদি এই কাজে কেউ ধরা পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। ইওএম কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে শরণার্থীদের মাঝে অভিবাসন সংক্রান্ত ডকুমেন্টও বিতরণ করেছেন এই কমিটি।

অভিবাসীদের কর্মসংস্থান বিষয়ক কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি মোট ৩৭৫ জন লোকের নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ১৯ জন আছেন স্নাতক ডিগ্রিধারী, ৩ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, ৬ জন হাফেজ, ২জন আলেম, ১জন আলিয়া মাদরাসার সার্টিফিকেটধারী, ১৬৪ জন কর্মী এবং ১৮২ জন পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

স্পিন বোল্ডাক (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

৫৩২ সদস্যের ৭৮টি পরিবারকে স্পিন বোল্ডাক ও কান্দাহার থেকে হেলমান্দ, কাবুল ও কান্দাহার প্রদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই পরিবারগুলোকে ১ লাখ ২৬ হাজার আফগানি ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ৪ হাজার শরণার্থীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছে এবং উমারি ও শেরানদাম ক্যাম্পে ৮৬ হাজার লিটার পানির ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক দল ২৬২ রোগীর চিকিৎসা দিয়েছে, ১,৯৫৪ জন শরণার্থীকে ভ্যাকসিন দিয়েছে, ৮৩৪ জন লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, এবং ৭টি ম্যালেরিয়া ও করোনা স্যাম্পল নিয়ে গেছেন।

পাকতিকা (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

আজ (৩রা ডিসেম্বর) ডুরান্ড লাইনের আংগুর আদায় ৭ টি পরিবারের নিবন্ধন করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

২টি পরিবারকে আংগুর আদা থেকে শরণার্থী শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং পরে তাদের নিজ নিজ জেলা ও গ্রামে পাঠানো হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

আংগুর আদার ২টি পরিবারকে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন এই কমিটি। প্রতিটি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

আংগুর আদায় ২৫ জন শরণার্থীকে চিকিৎসা দিয়েছে এই কমিটি। এছাড়া ৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, ৮৬ জনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের আবাসনের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তারা ৯টি সিম কার্ডও বিতরণ করেছেন সেখানে।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ফিরে আসা শরণার্থীদেরকে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন।

নিমরুজ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

সিল্ক রোড দিয়ে দেশে ফেরা ২৩ পরিবারের ৬২ জন সদস্যের নিবন্ধন ও বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২১৭ জন ব্যক্তির নিবন্ধন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৮৪ জনের দায়িত্ব আইওএমের কাছে দেওয়া হয়েছে।

অস্থায়ী আবাসন কমিটি:

শরণার্থীদের জন্য তৈরি অস্থায়ী শিবিরে ১৪ পরিবারের ৫২ সদস্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের দায়িত্বও আইওএমের কাছে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নিমরুজে ৬ পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

শরণার্থীদের মাঝে ২৬টি সিম কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

ফিরে আসা শরণার্থীদেরকে স্বাস্থ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক সেবা প্রদান করেছে এই কমিটি।

হেরাত

অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি:

হেরাতে ৯টি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Daily report of high commission for facilitation of returning refugees - https://tinyurl.com/y676dedx

• সমগ্র গাজাজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। দক্ষিণ গাজাকেও বাদ রাখেনি। অথচ এর আগে তারা ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় আশ্রয় নিতে বলেছিল।

• ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, গাজায় অবস্থানকারী রেড ক্রিসেন্ট দলের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারছে না।

• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেছে, জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ গাজার একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরিয়ে নিতে বলেছে দখলদার ইসরায়েল। সন্ত্রাসী ইসরায়েল আবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

• সোমবারে পশ্চিম তীরে ৫ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• গত ২৪ ঘণ্টায় সন্ত্রাসী দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর ২৮টি সামরিক যান পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস করেছেন আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণ। এছাড়া, একেবারে কাছাকাছি অবস্থান থেকেও শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ যুদ্ধ করেছেন। শত্রুদের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবেই বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে।

• গাজায় এভাবে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধের পাশাপাশি দখলদারদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ভারী শক্তিসম্পন্ন মর্টার শেল ও মিসাইল হামলা চালিয়েছেন আল কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদিনরা।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৫৮৯৯ জন বলে জানিয়েছে আল-জাজিরা।

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৩

সহপাঠীকে হিন্দু শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং, বাঁচাতে গিয়ে মুসলিম যুবক আহত

ভারতের পশ্চিম বাংলার হলদিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজের মুসলিম ছাত্রকে র‍্যাগিং থেকে রক্ষা করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন নাসিম পাহলওয়ান নামে আরেক মুসলিম ছাত্র। বর্তমানে তিনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা যায়, নাসিম পাহলওয়ান হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র। উক্ত কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র শেখ আফতাব হোসেন। সম্প্রতি তিনি কলেজটিতে ভর্তি হয়েছেন। একেতো নতুন ছাত্র, তার উপরে আবার মুসলিম, এই সুযোগে ঐ কলেজেরই তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের কয়েকজন সিনিয়র হিন্দু ছাত্র তাকে হয়রানি করে আসছিল। তারা শেখ আফতাব হোসেনকে তাদের এসাইনমেন্ট তৈরি করে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল।

এবিষয়ে শেখ আফতাব বলেন, "তারা আমাকে তাদের এসাইন্টমেন্ট করে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল। আমি কেন আমার নিজের লেখাপড়ার ক্ষতি করে তাদের কাজ করে দিব! তাদের অযৌক্তিক অনুরোধ মেনে নিতে অস্বীকার করায় তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা আমাকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের র‍্যাগিং করতে থাকে।

এ ঘটনায় শেখ আফতাব হোসেন কলেজের সিনিয়র মুসলিম ছাত্র নাসিম পাহলওয়ানকে নিজের হতাশার কথা ব্যক্ত করে প্রতিকার কামনা করেন। নাসিম তখন অন্যায় এই র‍্যাগিং বন্ধের চেষ্টা করতে গেলে নিজেই হিন্দু ছাত্রদের টার্গেটে পরিণত হন। হিন্দু ছাত্ররা তাকে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে বেদম মারধর করে। ফলে তার হাত ভেঙে যায় এবং মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।

ঘটনার বিষয়ে নাসিমের বাবা সৈয়দ পাহলওয়ান বলেন, আমরা অভিযুক্তদের বিচার দাবি করছি। কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং-এর ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. WB: Muslim Student Nasim Attacked While Stopping Ragging in Haldia - https://tinyurl.com/ycywedm4

প্রত্যাবর্তনকৃত শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান বিষয়ক আফগান হাই কমিশনের প্রতিবেদন (২রা ডিসেম্বর)

আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও ইরান থেকে দেশগুলোর ইসলামবিরোধী সরকারের অমানবিক সিদ্ধান্তের কারণে আফগানিস্তানে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন শরণার্থীরা। বিভিন্ন পথ দিয়ে দেশে প্রবেশ করছেন তারা। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এই শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করেছেন। এই সকল কমিটি নিয়মিত আফগান শরণার্থীদের সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য নিয়মিত তদের কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রকাশ করছেন।

২রা ডিসেম্বরের প্রকাশিত রিপোর্টটি তুলে ধরা হলো আল ফিরদাউসের পাঠকদের জন্য:

তুরখাম (কল্পিত ডুরান্ড সীমান্ত)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি নতুনভাবে আরও ২০১ পরিবারের নিবন্ধন করেছেন।

অস্থায়ী আবাসন বিষয়ক কমিটি:

উমারি ক্যাম্পে ২২টি তাবু এবং ৮টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ৮টি ট্যাংকার দিয়ে ১৩০টি ট্যাংকে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। ৫০টি পরিবার বর্তমানে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আর বাকি পরিবারগুলোকে তাদের নিজেদের এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

সেবা কমিটি উমারি ক্যাম্পে ৬ হাজার শরণার্থীর মাঝে খাবার ও পানি বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ৩৫০টি কম্বল, ২৫০ প্যাক মিনারেল পানি, ৩০০ কম্বল, জুতা ও কোট, ২৫০ প্যাক খাদ্য সামগ্রী, এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার লিটার পানি দিয়েছেন শরণার্থীদেরকে। সেবা কমিটির কর্মকর্তারা ৪৯১টি সিম কার্ড বিনামূল্যে শরণার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি উমারি ক্যাম্প ও কল্পিত ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন অংশে অবস্থান নেওয়া শরণার্থীদের নিয়ে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে তারা শরণার্থীদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করেছেন এবং সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য শরণার্থী হিসেবে নিজেকে মিথ্যা পরিচয় না দেওয়ার ব্যাপারটিকে তারা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। যদি এই কাজে কেউ ধরা পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। ইওএম কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে শরণার্থীদের মাঝে অভিবাসন সংক্রান্ত ডকুমেন্টও বিতরণ করেছেন এই কমিটি।

অভিবাসীদের কর্মসংস্থান বিষয়ক কমিটি:

তুরখামে এই কমিটি মোট ২৭৬ জন লোকের নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ১১ জন আছেন স্নাতক ডিগ্রিধারী, ৩ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, ২ জন হাফেজ, ১৩৪ জন কর্মী এবং ১২৬ জন পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

স্পিন বোল্ডাক (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

স্পিন বলদাকে এই কমিটি ৯৯৪ সদস্যের ১৯২টি পরিবারের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ১২২টি পরিবারের ৬০১ জন সদস্যের দায়িত্ব আইওএম ও ডব্লিউএফবি এর অধীনে দেওয়া হয়েছে। আর ৩৯৩ সদস্যের ৭০টি পরিবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইউএনএইচসিআরের কাছে। এছাড়া, ৩৬ জন বন্দী এবং ৭ জন পরিবারহীন বাচ্চার নামও নিবন্ধন করেছে এই কমিটি।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

৮৪০ সদস্যের ১২৬টি পরিবারকে স্পিন বলদাক ও কান্দাহার থেকে কাবুল ও কান্দাহার প্রদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারকে ১ লাখ ৪৪ হাজার আফগানি দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ৪৬০০ শরণার্থীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছে এবং উমারি ও শেরানদাম ক্যাম্পে ৯০,০০০ লিটার পানির ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য বিষয়ক দল ২৭৯ রোগীর চিকিৎসা দিয়েছে, ১,৯২৩ জন শরণার্থীকে ভ্যাকসিন দিয়েছে, ৮৮৭ জন লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, এবং ৬টি ম্যালেরিয়া ও করোনা স্যাম্পল নিয়ে গেছেন।

পাকতিয়া (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

পাকতিয়া প্রদেশের দান্দ পাতাল জেলা দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছেন আরও ৪ পরিবার। এই পরিবারগুলোর নিবন্ধন করা হয়েছে।

অস্থায়ী আবাসন কমিটি:

পাকতিয়ায় অস্থায়ী আবাসন কমিটি ৪টি পরিবারের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের জন্য খাবার, পানীয় ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা করেছেন সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি।

পাকতিকা (কল্পিত ডুরান্ড লাইন)

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

আজ (২রা ডিসেম্বর) ডুরান্ড লাইনের আংগুর আদায় ১৫ সদস্যের ৩টি পরিবারের নিবন্ধন করা হয়েছে।

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

৩টি পরিবারকে আংগুর আদা থেকে শরণার্থী শিবিরে পাঠানো হয়েছে এবং পরে তাদের নিজ নিজ জেলা ও গ্রামে পাঠানো হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

আংগুর আদার ৩টি পরিবারকে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন এই কমিটি। প্রতিটি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দেওয়া হয়েছে।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

আংগুর আদায় ৬৩ জন শরণার্থীকে চিকিৎসা দিয়েছে এই কমিটি। এছাড়া ৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, ১০০ জনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের আবাসনের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তারা ৬টি সিম কার্ডও বিতরণ করেছেন সেখানে।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

এই কমিটি ফিরে আসা শরণার্থীদেরকে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

নিমরুজ:

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

সিল্ক রোড দিয়ে দেশে ফেরা ৬ পরিবারের ৩১ সদস্যের নিবন্ধন ও বায়োমেট্রিক করা হয়েছে।

অস্থায়ী আবাসন কমিটি:

শরণার্থীদের জন্য তৈরি অস্থায়ী শিবিরে ৬ পরিবারের ৩১ সদস্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

নিমরুজে ৬ পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি:

প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া হয়েছে শরণার্থীদের। ১০ সদস্যের ৩টি পরিবারকে খাবারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন এই কমিটি।

তথ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক কমিটি:

স্বাস্থ্য ও জনসচেতনতা বিষয়ক সেবা ফিরে আসা শরণার্থীদের প্রদান করেছে এই কমিটি।

হেরাত

নিবন্ধন, অনুমোদন ও অভ্যর্থনা কমিটি:

২৫ জন সদস্যের ১৪টি পরিবারের তথ্য হেরাতের ইসলাম কালা বন্দরে আজ নিবন্ধন করা হয়েছে।

অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি:

হেরাতে ২টি পরিবারকে ১০ হাজার আফগানি দিয়েছে এই কমিটি।

কাবুল

পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি:

১৩৮ সদস্যের ২৬টি পরিবারকে কুন্দুজ ও বলখ প্রদেশে পাঠিয়েছেন কাবুলের পরিবহন ও স্থানান্তর কমিটি। পরিবারগুলোকে ১ লাখ ৮৭ হাজার আফগানি ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Daily report of high commission for facilitation of returning refugees - https://tinyurl.com/3p6u7p6a

---

ইসরায়েলকে ভয়ংকর বিধ্বংসী 'বাঙ্কার বাস্টার' বোমা দিয়েছে আমেরিকা

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ব্যবহারের জন্য দখলদার ইসরায়েলকে ১০০টি বাংকারবিধ্বংসী বোমা দিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে জায়নবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এই কথিত বিশ্বমোড়ল। আমেরিকার একাধিক কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে আমেরিকান সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

বিএলইউ-১০৯ নামের এই 'বাঙ্কার বাস্টার' বোমাগুলো শক্ত কাঠামো ধ্বংস করতে সক্ষম। নাম না প্রকাশের শর্তে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে এ ধরনের ১০০টি বোমা দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস কায়েমের অংশ হিসেবে এসব বোমা এর আগে আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছিল আমেরিকান সেনারা।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় হামলার জন্য আমেরিকা ইসরায়েলকে ১৫ হাজার বোমা এবং ১৫৫ মিলিমিটারের ৫৭ হাজার শেল পাঠিয়েছে। যেগুলো সি-১৭ মিলিটারি কার্গো বিমানে করে ইসরায়েলে পৌঁছে দিয়েছে আমেরিকা।

ইসরায়েলে পাঠানো ১৫ হাজার বোমার মধ্যে রয়েছে ৫ হাজার এমকে ৮২ বোমা, ৫ হাজার ৪০০ এমকে ৮৪ বোমা, প্রায় এক হাজার জিবিউ-৩৯ স্মল-ডায়ামিটার বোমা এবং প্রায় তিন হাজার জেডিএএমস।

ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, আমেরিকার পাঠানো বোমা দিয়ে গাজায় সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী হামলাগুলো চালানো হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পের একটি ভবনে ভয়াবহ হামলা। ওই হামলায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়, আহত হয় আরও কয়েক শত ফিলিস্তিনি।

একদিকে আমেরিকা গাজার বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষার জন্য ইসরায়েলকে লোক দেখানো তাগিদ দিচ্ছে, আবার তারাই গাজায় নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হত্যার জন্য ইসরায়েলকে ভয়ংকর বিধ্বংসী সব বোমা সরবরাহ করছে! বিশ্ববাসী ও গাজার অসহায় মুসলিমদের সাথে এটি আমেরিকার নির্লজ্জ প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

তথ্যসূত্র:

----

1. US sends ‘bunker buster’ bombs to Israel for war on Gaza, report says

- https://tinyurl.com/njfuhjum

2. U.S. Sends Israel 2,000-Pound Bunker Buster Bombs for Gaza War
- https://tinyurl.com/5n7srjy8

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৩ ডিসেম্বর, ২০২৩

• লোহিত সাগরে দুটি ইসরায়েলি জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইয়েমেনের হুথিরা। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা ঐ হামলা পরিচালনাকারী দুটি ড্রোন ধ্বংস করে দিয়েছে।

• গাজা ও দখলীকৃত পশ্চিম তীরে যদি ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধাপরাধ অব্যাহত রাখে, তবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার হুমকি দিয়েছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

• কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল ছানি গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে দ্রুত আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

• হামাসকে লেবানন, তুর্কি ও কাতারসহ সর্বত্র শিকার করার প্রতিজ্ঞা করেছে ইসরায়েলের দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেটের প্রধান রনেন বার।

• ৭ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ৬১ জন সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সাংবাদিকদের সুরক্ষা কমিটি। নিহতদের মধ্যে ৫৪ জন ফিলিস্তিনি, ৪ ইসরায়েলি এবং ৩ জন লেবানিজ সাংবাদিক।

• প্রায় ১৮ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গাজার উত্তর কিংবা দক্ষিণ, কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান নেই তাদের জন্য। সন্ত্রাসী ইসরায়েল সব জায়গাতেই হামলা করছে।

• পশ্চিম তীরে অন্তত ৬০ জনকে বন্দী করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• দখলদার ইসরায়েল এতদিন ফিলিস্তিনিদের বলছিল দক্ষিণ গাজায় থাকতে, উত্তর গাজায় না আসতে কারণ, উত্তর গাজা যুদ্ধাঞ্চল। এখন সন্ত্রাসী ইসরায়েল দক্ষিণ গাজাতেও স্থল অভিযান সম্প্রসারিত করেছে। কেবল একদিনেই ৭০০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

• গাজায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১৫,৫০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

০৩রা ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ২ ডিসেম্বর, ২০২৩

• হামাসের রাজনৈতিক শাখার সহকারী প্রধান সালেহ আল-আরুরি বলেছেন, দখলদার ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা বন্ধ করার আগ পর্যন্ত ইসরায়েলের সাথে আর কোনো আলোচনা হবে না। সকল ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি না দিলে আর কোনো ইসরায়েলী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল শনিবার ফিলিস্তিনিদের উপর ৪০০ এরও বেশি বার আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে খান ইউনিস ও এর আশপাশে চালানো হয়েছে ৫০টির বেশি হামলা। সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনী সাধারণ মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আবেদন-অনুরোধকেও কোনো পাত্তা দিচ্ছে না।

• দখলদার ইসরায়েলের উপর রকেট হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি মুজাহিদিন। যুদ্ধের ৫৭ দিন পরেও হামাস যে রকেট হামলা চালাতে সক্ষম, এই ঘটনা সেটিই প্রমাণ করেছে।

• সন্ত্রাসী নেতানিয়াহু বলেছে, “যুদ্ধ চলবে, যতদিন পর্যন্ত না আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করছি। আর স্থল অভিযান না চালালে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না।”

• ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বলেছে, ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যা করতে থাকে, তবে ইসরায়েল নিজেও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবে না।

• জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে শতাধিক বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। ইসরায়েলের এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন কাউন্সিল।

• মোসাদের চুক্তি বিষয়ক আলোচকদের কাতার থেকে সরিয়ে নিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

• দখলদার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র বলেছে, শুক্রবার সকাল থেকে ইসরায়েলে ২৫০টিরও বেশি রকেট আঘাত হেনেছে।

• শনিবারে সন্ত্রাসী ইসরায়েল ১২ ঘণ্টারও কম সময়ে ৬০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গাজা নাও।

০২রা ডিসেম্বর, ২০২৩

যুদ্ধবিরতি শেষে আবারও ইসরায়েলের হামলা, নিহত ১৮০ ফিলিস্তিনি

গত ১ ডিসেম্বর শুক্রবার যুদ্ধবিরতির বর্ধিত মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই গাজায় আবারও হামলা শুরু করেছে দখলদার ইসরায়েলের সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়র বরাতে আল-জাজিরা জানিয়েছে, সেখানে গত কয়েক ঘণ্টায় অন্তত ১৮০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও প্রায় ৫৮৯ জন। আর বোমা মেরে ধ্বংস্তুপে পরিণত করা হয়েছে অন্তত ২০ টি বাড়ি। হতাহতের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়, শুক্রবার ভোরে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলে তীব্র বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। হামলা চালানো হয়েছে গাজার আরও অন্তত ২০০ এর বেশি টার্গেটে। এরই মধ্যে গাজা ছেড়ে অন্যত্র যাবার জন্য বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে বিমান থেকে লিফলেট ফেলেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, গাজায় এখন আর কোনও নিরাপদ জায়গা নেই।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে গাজায় সকল প্রকার মানবিক সহায়তাকারী ট্রাক প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। নতুন করে যুদ্ধের ফলে গাজায় মানবিক সংকট আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা জানিয়েছে জাতিসংঘ।

উল্লেখ যে, সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ১৫,০০০ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৩০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি।

তথ্যসূত্র:

----

1. More than 180 killed as Israel resumes Gaza assault after truce lapses - https://tinyurl.com/3dad93zp

---

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ১ ডিসেম্বর, ২০২৩

• ইউনিসেফ প্রধান বলেছে, একজন শিশুর জন্য গাজা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক স্থান!

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল গাজায় নতুন করে হামলা চালাচ্ছে। প্রথম দিনে অন্তত ১৭৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৬০০ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

• ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র গাজায় ব্যবহারের জন্য ইসরায়েলকে বিধ্বংসী ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা পাঠিয়েছে।

• ৭ই অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৬১ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি। নিহতদের মধ্যে ৫৪ জন ফিলিস্তিনি, ৪ জন ইসরায়েলী এবং তিনজন লেবানিজ সাংবাদিক। আহত হয়েছেন ১১ জন, নিখোঁজ ৩ জন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ১৯ জন সাংবাদিককে।

• জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা বলেছে, ইসরায়েল এখন জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করার বদলে সংগঠিতভাবে হত্যা করার দিকে ঝুঁকেছে।

• সন্ত্রাসী ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে হামলা চালিয়ে একজন নারী ও তার সন্তানকে হত্যা করেছে।

• গত ৮ সপ্তাহে লেবাননে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৫ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। হিজবুল্লাহ বলেছে, এসব হামলায় হিজবুল্লাহর ৯০ জন সদস্য নিহত হয়েছে।

• শুক্রবারে ইসরায়েলী সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে ৫টি হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে হিজবুল্লাহ।

• জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয়ের তথ্য মতে, ৭ই অক্টোবর থেকে তিন হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে দখলীকৃত পশ্চিম তীর থেকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। কেবল গত ছয় দিনেই ১৬০ জন আটক করেছে দখলদাররা।

• ৭ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ৬ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলী কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতিসংঘ এটিকে কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছে।

• যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর শুক্রবারে তেল আবিব, আশদোদ, আসকালানে দখলদার ইসরায়েলীদের লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

ভারতের পরাজয় উদযাপন করায় সাত কাশ্মীরি শিক্ষার্থী আটক

কাশ্মীরের গান্দেরবালে অবস্থিত শের-ই-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজির সাতজন কাশ্মীরী মুসলিম শিক্ষার্থীকে আটক করেছে ভারতীয় পুলিশ। তাদের অপরাধ, তারা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

ফাইনাল খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের পরাজয়কে কেন্দ্র করে অ-কাশ্মীরি ছাত্রদের সাথে প্রথমে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় এক ছাত্র ১৯ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি সায়েন্সেস এবং পশুপালন বিভাগে অধ্যয়নরত সাত মুসলিম ছাত্রের নামে মামলা করে। পরদিন ২০ নভেম্বর ঐ কাশ্মীরি ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গান্ডারবালের পুলিশ সুপার নিখিল বোরকার ঐ সাতজন ছাত্রকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ঐ সাতজন কাশ্মীরী ছাত্র বর্তমানে পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। অথচ, ছাত্রদের মধ্যে কোনও ধরণের সহিংসতা বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

অভিযোগপত্রে ঐ হিন্দু ছাত্রটি বলছে যে, ভারতকে সমর্থন করায় মুসলিম ছাত্ররা তাকে নিয়ে মজা করেছে এবং হুমকি দিয়েছে। তবে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, অভিযোগকারীরা শুধুমাত্র হোস্টেলের ভিতরে শ্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও প্রদর্শন করেছে। পুলিশের কাছে জমা দেওয়া সেই ভিডিও ফুটেজে অন্ধকারের মধ্যে ছাত্রদের শ্লোগান শোনা যাচ্ছে শুধু।

নিউজ চ্যানেল স্ক্রলের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ছাত্রদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ১৩ ধারা এবং জনসাধারণের সাথে অসদাচরন ও অপরাধমূলক ভয়-ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ এবং ৫০৬ নং ধারার অধীনে মামলা করা হয়েছে।

কাশ্মীরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার কারণে স্থানীয় মুসলিম শিক্ষার্থী এবং অ-স্থানীয় হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালেও পুলিশ বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। তখন টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ক্রিকেট দল জয় লাভ করেছিল।

২০১৬ সালেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ভারত হেরে যাওয়ার পর শ্রীনগরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মুসলিম এবং অস্থানীয় হিন্দু ছাত্ররা বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অকাশ্মীরি ছাত্ররা তখন স্থানীয় কাশ্মীরি ছাত্রদের সাথে সহিংস সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

মূলত এখানে খেলায় হার-জিতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল মুসলিমবিদ্বেষ চরিতার্থ করা। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের প্রতি আক্রোশ চরিতার্থ করার সুযোগ হিসেবেই উগ্র হিন্দুরা খেলায় হার-জিত উদযাপনের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। আর মুসলিম ছাত্ররাও যে ভারতের পরাজয়ে আনন্দ উদযাপন করে, সেটিকেও মূলত ভারতের আগ্রাসন ও হিন্দুদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুর্বলতম প্রতিবাদের অংশ বলেই মনে করা হয়।

তথ্যসূত্র:

----

1. Seven Kashmiri students arrested after row over celebrating India’s World Cup loss (Scroll)

- https://tinyurl.com/mvtr22pk

https://alfirdaws.org/2023/12/02/65459/

০১লা ডিসেম্বর, ২০২৩

আমু দরিয়া নদী অববাহিকায় আটটি নতুন তৈলকূপ উদ্বোধন

খনিজ সম্পদ ও পেট্রোলিয়াম বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং অর্থনীতি বিষয়ক উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আবদুল গণি বারাদার আখুন্দ আমু নদী তেলক্ষেত্রে আটটি নতুন তেলকূপ উদ্বোধন করতে ২৮শে নভেম্বর সার-ই-পুল প্রদেশ পরিদর্শন করেছেন। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদ ও পেট্রোলিয়াম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য দিয়েছে।

তেলকূপ উদ্বোধনের জন্য আয়োজিত সভার শুরুতে শাইখুল হাদিস শাহাবুদ্দিন দেলোয়ার তার আলোচনায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "নতুন এই তেলকূপগুলো উদ্বোধনের পর খননকৃত কূপের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৭টি। আর তৈল নিষ্কাশনের মাত্রা দৈনিক ৮০০ কিউবিক মিটারে উন্নিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে আরো ১০ টি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর থেকেই ৫৫০ জন লোক সেখানে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত হবে। আরো অনেকেরই পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হবে।"

অর্থনীতি বিষয়ক উপ-প্রধানমন্ত্রী জ্বালানী তেল নিষ্কাশন প্রক্রিয়াকে স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ বলে ঘোষনা করেছেন। একই সাথে তিনি সার-ই-পুল প্রদেশের বাসিন্দাদের আরো বেশি সামাজিক সেবা প্রাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী বারাদার আখুন্দ (হাফি.)।

ফিলিস্তিনের জিহাদ || আপডেট - ৩০ নভেম্বর, ২০২৩

• বৃহস্পতিবার সপ্তম বারের মতো বন্দী মুক্তি দিয়েছে হামাস এবং ইসরায়েল। হামাস গাজায় ৮ ইসরায়েলীকে মুক্তি দিয়েছেন, আর ইসরায়েল ৩০ জন ফিলিস্তিনীকে মুক্তি দিয়েছে।

• এক ইসরায়েলী নারী বন্দী মুক্তি পাওয়ার পর আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদগণের প্রশংসা করেছে। সে বলেছে, লোকগুলো ভালো ছিল, সবকিছুই ভালো ছিল।

• যুদ্ধবিরতি আজ স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় শেষ হবে। যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে প্রচেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়েছে।

• যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় হামলা পুনরায় শুরু করার পরিকল্পনা করেছে।

• গাজায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলে সামরিক অপারেশন শুরু করবে বলে সতর্ক করেছে ইয়েমেনের হুথিরা।

• পশ্চিম জেরুজালেমের বাস স্টেশনে সন্ত্রাসবাদী দখলদার ইহুদিদের উপর হামলা চালিয়েছে দুই জন বীর ফিলিস্তিনী যোদ্ধা। তারা আল কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদ ছিলেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে হামাস। এই হামলায় ৪ দখলদার নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ১৬ জন। হামলাকারী দুজন মুজাহিদও দখলদার বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেছেন। এসময় ভুলভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এক ইসরায়েলীকেই হত্যা করেছে ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী।

• পশ্চিম তীরের তুবাসে গত পরশু বুধবার সন্ত্রাসী ইসরায়েলী বাহিনীর গুলিতে আহত এক ফিলিস্তিনী বৃহস্পতিবার মারা গেছেন।